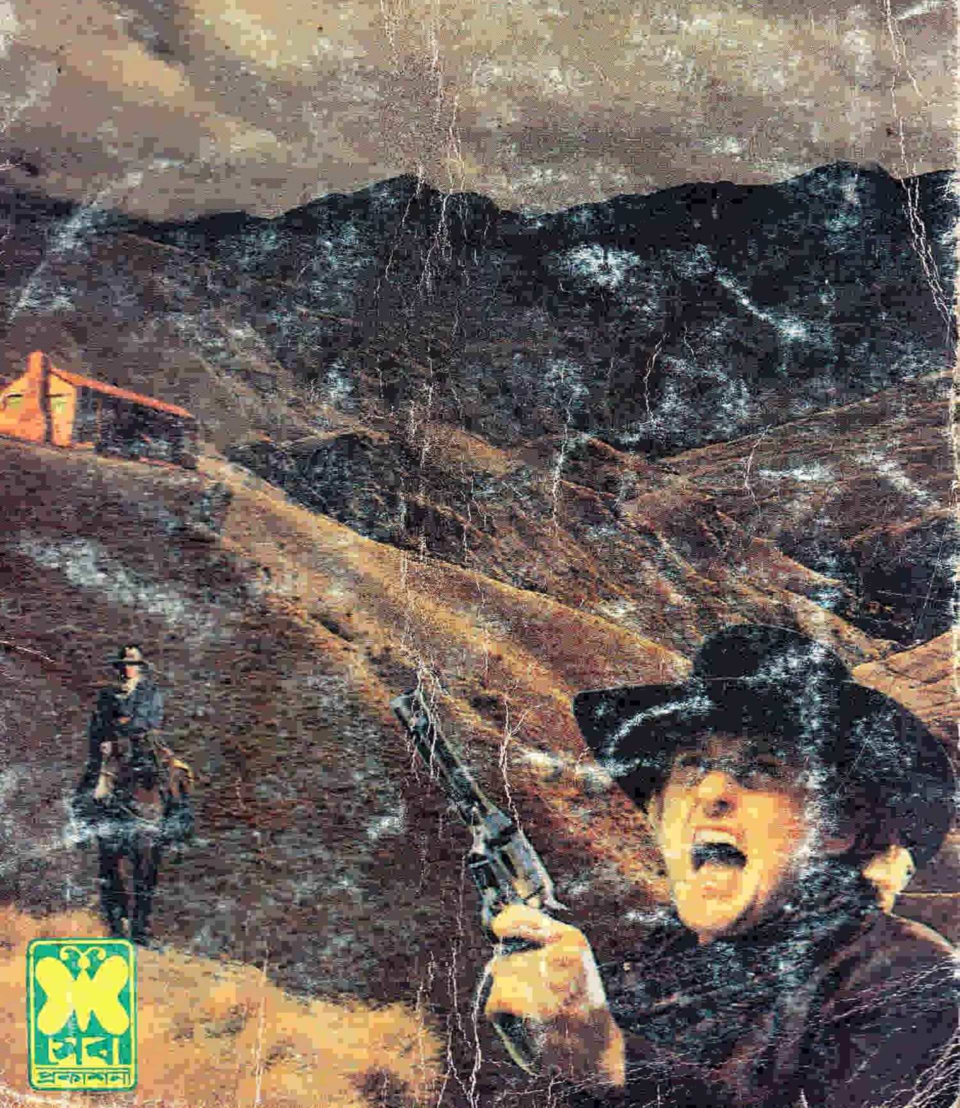
ওয়েস্টার্ন

অপবাদ

সুস্ময় আচার্য সুমন



সেবা প্রকাশনী

এক

সূর্য ডোবার ঘণ্টাখানিক আগে গন্তব্যের কাছাকাছি পৌছল ম্যাট স্টুয়ার্ট। তপ্ত, বাদামী মরুভূমি ছেড়ে সামনের ঢালু পথ বেয়ে দ্রুত ঘোড়া ছোটাল ওপরের ঘন গাছগাছালির উদ্দেশে।

মরুভূমির দীর্ঘ যাত্রা ছিল একঘেয়ে, ক্লান্তিকর। আকর্ষণহীন। কিন্তু এখনকার কথা আলাদা। গাছপালার তীব্র গন্ধ এবং পথের প্রতিটি বাঁক ও গিরিখাতে আসন্ন সন্ধের ধোঁয়াটে ছায়ার হাতছানি নতুন প্রাণশক্তির সঞ্চার করছে। ক্ষুধার্তের মত পাহাড়ের সুগন্ধী বাতাসে দম নিল সে।

খাড়া হয়ে বসে আছে স্যাডলে। প্রশস্ত কাঁধ, বলিষ্ঠ দেহ। তবে কোমরের কাছটা সরু। চাউনিতে এ মুহূর্তে স্বস্তির প্রতিফলন, যেন বহু কাঙ্ক্ষিত কিছু খুঁজে পেয়েছে এখানে। রোদ-বৃষ্টি-ঝড়ের পোড় খাওয়া কঠোর চেহারা ম্যাটের। একই কঠোরতার ছায়া রয়েছে পাথুরে ধূসর দু'চোখেও।

গিয়ার দেখলে মনে হয় ওগুলো বহু ব্যবহৃত। পোশাকও বহু ব্যবহারের ফলে রং চটা, জীর্ণ। স্যাডল ক্যান্টলে বাঁধা বান্ডিল দেখলে বোঝা যায় জিনিসপত্র তেমন একটা নেই। তার ঘোড়াটাকেও বেশ ক্লান্ত মনে হচ্ছে। পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে উঠে যাওয়া এক ট্রেইল ধরে গাছপালার মধ্যে দিয়ে আরও ওপরে, গভীর বনের দিকে এগিয়ে চলেছে সেটা।

এক জায়গায় পাহাড়ী ঝরনার ঠাণ্ডা, টলটলে পানি জমে আছে দেখে ঘোড়া দাঁড় করাল স্টুয়ার্ট। দীর্ঘ মরুভূমি পাড়ি দিয়ে আসার ফলে তেষ্টায় গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। নেমে পানি খেলো সে, ঘোড়টাকেও খাওয়াল। আবার এগোল। খানিকটা উঠতে সামনের ফেন্সের বাধা দেখে থামতে হলো স্টুয়ার্টকে।

নতুন দেয়া হয়েছে ওটা, তিন তারের মজবুত বাধা। কাছেই প্রকাণ্ড এক পাইন গাছে ঝোলানো বোর্ডটাও নতুন। ওতে যা লেখা, তার অর্থ স্পষ্ট এবং কাটখোট্টা।

দা সামিট অ্যান্ড ক্যাটল কোম্পানী।

রজার লোগানের নির্দেশে এ রাস্তা বন্ধ।

এক স্টিরাপে দেহের ভার রেখে বারবার ওটা পড়ল ম্যাট। হঠাৎ রাগ উথলে উঠল বুকের ভেতর। 'ব্রাউনি!' ঘোড়াটার উদ্দেশে বলল সে। 'দেখো, কি লিখেছে! ভাবছি খুলে ফেলে দেব ওটা!'

অপ্রত্যাশিত জবাবটা এল তৎক্ষণাৎ। 'আজ নয়, মিস্টার!'

স্যাডলে ঘুরে বসল স্টুয়ার্ট। দেখল, বেড়ার ওপাশে আরেক পাইনের ছায়ায় দাঁড়িয়ে আছে এক লোক, কাঁধে রাইফেল প্রস্তুত।

'আচ্ছা–আ!' বলল সে। 'তাহলে এই ব্যাপার?'

'ঠিক ধরেছ,' কাটখোট্টা জবাব এল।

আবার সাইনটার দিকে তাকাল স্টুয়ার্ট। 'রজার লোগান। নতুন লাগছে নামটা। কে হুপারের কি হলো, চোরদের সেই আউটফিটের বসের? কেউ মেরে ফেলেছে তাকে? না মেরে থাকলে মেরে ফেলা উচিত।'

'জবাবটা তোমাকেই কষ্ট করে জেনে নিতে হবে,' লোকটা বলল।

ঠাণ্ডা চোখে তাকে দেখল স্টুয়ার্ট। প্রায় নরম সুরে বলল, 'বেড়ার এপাশে থাকলে রাইফেলটা কেড়ে নিয়ে তোমাকে ওটা একফুট এক ফুট করে খাওয়াতাম আমি।'

'কিন্তু আমি এপাশে আছি, কাজেই সেটা তোমার পক্ষে সম্ভব নয়,' রাইফেল নাচিয়ে হুমকি দিল লোকটা। 'সময় থাকতে কেটে পড়ো এখান থেকে।'

এ ছাড়া আর কিছু করার নেই, অতএব রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে বেড়ার পাশ ঘেঁষে এগোল সে। ওটা কত দূর গেছে, জানা নেই তার, তবে ধরে নিল মিশন গ্রেড এবং সেখানকার স্টেজ অ্যান্ড ফ্রেইট রোডের ওপাশে যাবে না নিশ্চয়। বেড়ার জন্যে শর্টকার্ট পথে যাওয়া হলো না। এখন ওই পথেই তাকে যেতে হবে।

একটু আগের ঘটনার কথা ভেবে এক ধরনের অস্থিরতা অনুভব করল সে। নিজের কোন অস্ত্র নেই ওর। রাগ হলো। এ সেই অন্ধ ক্রোধ, গত কয়েক বছরের বুনো জীবনে এই ক্রোধ ওর একটা অংশ হয়ে উঠেছে। সামাল দেয়া না গেলে এই রাগ তার ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে একদিন। রাগ থাকা ভাল, যতক্ষণ বশে রাখা যায়।

মিশন গ্রেডে যখন সে পৌঁছল, তখন পুরো আঁধার হয়ে গেছে। দূরে তাসকারোরা শহরের আলো দেখা দিল আরও পরে, সন্ধে তারা ফুটতে। এমুহূর্তে দূর থেকে দেখার তেমন কিছু নেই সেখানে, তবু উদ্গ্রীব হয়ে উঠল যুবক। কারণ তাসকারোরা তারই শহর, দীর্ঘদিন এখান থেকে দূরে থাকতে হয়েছে তাকে। এই ফিরে আসা বড় মধুর মনে হলো স্টুয়ার্টের।

সতর্কতার সাথে এগোল সে। পেশারের তীব্র ঝাঁঝাল গন্ধওয়ালা শ্যন জেরি'স ফ্রেইট অ্যান্ড স্টেজ স্টেবল আর করাল। যেখানে গন্ধ কম, সেখানে থামল ও। স্যাডল খুলে ঘোড়াটাকে এক ফীড করালে ঢুকিয়ে দিয়ে বেড়ার তাকে গিয়ার রাখল। তারপর দীর্ঘ সময় স্যাডলে থাকার ফলে আড়ষ্ট পায়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে শ্যন জেরির অফিসের দিকে চলল।

আলোকিত এক জানালার কাছে থেমে উঁকি দিল সে। জেরির চওড়া পিঠ আর খাড়া চুলভর্তি গোল মাথাটা দেখতে পেয়ে মৃদু হাসল। অফিসের দরজার উদ্দেশে এগোল। দরজা খোলার শব্দে ঘুরলও না জেরি, তাকালও না। ব্যস্ত।

'ঠিক আছে, ঠিক আছে!' বলল সে। 'আমি খুব ব্যস্ত। কি চাও তুমি?'

'প্রথমে কিছু খাবার চাই, জেরি। তারপর একটা বন্দুক, ধার।'

যেন পেটে ঘুসি খেয়েছে, এমনভাবে গুঁড়িয়ে উঠে সোজা হলো জেরি, একই সাথে ঘুরে দাঁড়াল। মুহূর্তের জন্যে নড়তে ভুলে গেল, পরক্ষণে লাফিয়ে লাফিয়ে ওর সামনে এসে দাঁড়াল। 'ম্যাট! ওহ্ গড---ম্যাট স্টুয়ার্ট!'

দ্রুত জানালার কাছে গিয়ে শেড নামিয়ে দিল। পরমুহূর্তে দরজার কাছে গিয়ে লক করে দিল ওটা। তারপর হাত মেলাল ম্যাটের সাথে, ঘন ঘন ঝাঁকাতে লাগল হাতটা।

'সর্বনাশ! তুমি এখানে? আবার লক-আপে ঢোকার ইচ্ছে হয়েছে? জানো তোমাকে ধরার জন্যে হুগো বার্নেট পাঁচশো ডলার পুরস্কার ঘোষণা করেছে?'

'জানি। টু রিভারস থেকে এই পর্যন্ত তাই লুকিয়ে-চুরিয়ে আসতে হয়েছে আমাকে।'

'এসেছ সেজন্যে খুশি হয়েছি। আবার ভয়ও করছে। তোমার উদ্দেশ্য কি? হঠাৎ হাজির হয়েছ কি মনে করে?'

'তোমাকে চিঠি লিখিনি, যার খোঁজে গিয়েছিলাম তাকে পেলেই ফিরে আসব আমি। পাওনি চিঠিটা?'

'পেয়েছি। কিন্তু এমেট শেফারকে কখনও ধরতে পারবে বলে ভাবিনি। পেরেছ ধরতে?'

'পেরেছি।'

'মুখ খুলেছে ব্যাটা?'

মাথা ঝাঁকাল স্টুয়ার্ট। 'খাবার আর বন্দুক চেয়েছিলাম আমি।'

'প্রথমটায় কোন সমস্যা নেই,' জেরি বলল। 'আছে পরেরটায়। ওই জিনিস তোমার জন্যে বড় সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়াবে।'

অস্থির পায়ে ঘরের মাঝখানে এসে দাঁড়াল স্টুয়ার্ট, রাগে জ্বলজ্বল করছে দু'চোখ। 'সে দুশ্চিন্তা আমাকে করতে দাও, জেরি। তবে প্রথমে আমি খাবার চাই। কাল দুপুরে মরুভূমিতে শেষবার খেয়েছি আমি। এক শিপ ক্যাম্পে এক প্লেট মাটন আর বীন। খুব খিদে পেয়েছে।'

দরজার দিকে এগোল শ্যন জেরি। 'আমি বেরিয়ে গেলে লক করে দেবে দরজা। কেউ যদি দেখে ফেলে তোমাকে, সারা শহরে খবর ছড়িয়ে যাবে। এখনই আসছি আমি।'

দরজা লক করে একটা চেয়ারে হাত-পা ছড়িয়ে বসে পড়ল স্টুয়ার্ট। ভীষণ ক্লান্ত সে, বিশ্রাম দরকার। কিন্তু এখনও সে সময় আসেনি। কাজ বাকি আছে। তবে এমুহূর্তে ভয়ের কিছু নেই। নিরাপদ জায়গা এটা। একটু বিশ্রাম নিতে পারে সে এখন।

একটু পরই ফিরল জেরি। হাতে ঢাকা দেয়া একটা ট্রে। ওটা ডেস্কে রেখে বলল, 'খেয়ে নাও।'

বড় এক বাউল মসলাদার স্ট্যু, কয়েক টুকরো রুটি, পাই ও এক জগ গরম কফি নিয়ে এসেছে জেরি। দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িতের মত হাত কাঁপছে, তবু ধীরেসুস্থে খেলো স্টুয়ার্ট। পেট ভরে আসতে ধীর, শান্ত হয়ে উঠল সে। মুখের রেখাগুলো কোমল হয়ে এল।

খাওয়া শেষ হতে তামাকের খোঁজে পকেট হাতড়াল। কিন্তু পেল না। 'এই হচ্ছে আমার অবস্থা, জেরি। এক স্যাক টোব্যাকো কেনার পয়সায়ও নেই।'

ইশারায় ডেস্ক ড্রয়ার দেখাল জেরি। 'কেডি অভ ডারহ্যাম আছে ওর মধ্যে। বানিয়ে খাও।'

একটা সিগারেট রোল করে ধরাল সে, মাথার ওপর হাত তুলে আড়মোড়া ভাঙল। 'এখন ভাল লাগছে। প্রচণ্ড খিদের সময় খাবারই হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে জরুরী জিনিস।'

'এবং তারপর বিশ্রাম,' জেরি বলল। 'ব্যাক রুমে বেডরোল আছে, শুয়ে পড়ো গে। সকালে আলাপ হবে।'

'সকালে! না, জেরি, সকালে নয়। আজ রাতে জাজ হেনরির সাথে দেখা করতে চাই আমি। তাকে এখানে নিয়ে আসতে পারো?'

'হয়তো—যদি তাকে বোঝাতে পারি ব্যাপারটা কতখানি গুরুত্বপূর্ণ।'

দ্রুত ঘুরে দাঁড়াল স্টুয়ার্ট, চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল। 'তাকে বোলো, ব্যাপারটা একজন মানুষের সুনাম আর ব্যক্তি স্বাধীনতার মত গুরুত্বপূর্ণ। সুনামসহ আর দশজনের মধ্যে মুক্ত হয়ে ঘুরে বেড়াতে পারার মত গুরুত্বপূর্ণ।'

'মানুষটা একগুঁয়ে হতে পারে, ম্যাট। তাকে পথে আনা এত সহজে সম্ভব নাও হতে পারে।'

'আরও আছে,' সে বলল। 'আরও অনেক কিছু বলার আছে আমার।'

'তাহলে লোকটাকে নিয়েই ফিরব আমি। প্রয়োজন হলে হগ-টাই দিয়ে বেঁধে নিয়ে আসব।'

'বেশ। বন্দুকের ব্যাপারে কি করবে?'

'ও জিনিস কি কাজে লাগবে তোমার?' জেরি প্রশ্ন করল।

'হুগো বার্নেটকে রাউন্ড আপ করে এখানে হাজির করতে লাগবে,' বলল সে। 'সে-ও এসবের সাথে জড়িত।'

অন্য ড্রয়ার থেকে একটা হেভি ক্যালিবারের সিক্স শূটার বের

করে তার হাতে তুলে দিল জেরি। 'গত সপ্তায় ফ্রেশ লোড করেছি এটা। মাথা গরম করে যা-তা কাণ্ড ঘটিয়ে বোসো না যেন।'

ওটা নিয়ে ফেডেড, জীর্ণ জিন্সের ওয়েস্ট ব্যান্ডে গুঁজল ম্যাট। 'জাজ হেনরির সামনে দাঁড়িয়ে হুগো বার্নেটকে সত্যি কথা বলাতে যেটুকু প্রয়োজন, তার বেশি কিছু করব না,' বলল সে। 'দুশ্চিন্তা কোরো না, সে সব আগেই ভেবে রেখেছি আমি।' দরজার দিকে এগোতে গিয়ে কিছু একটা মনে পড়ায় থামল। 'হুগোর অফিসে আসার সেই আগের অভ্যেস আছে?'

'হ্যাঁ।'

'ঠিক আছে। তুমি জাজকে নিয়ে এসো গিয়ে।'

'আর তুমি,' জেরি সতর্ক করল ওকে, 'হুগোর চেয়ে টিমস্টারের ব্যাপারে বেশি সাবধানে থেকো। জেল ভেঙে পালাবার সময় লোকটাকে মারধর করেছ তুমি, সে কথা ভোলেনি লোকটা। এসব ভুলে যাওয়ার মত মানুষ নয় সে। তোমাকে পেলে কি করবে, সে কথা ও শহরের সবাইকে জানিয়ে রেখেছে।'

'ম্যাথিউ টিমস্টার!' বলল ম্যাট। 'নির্বোধ ষাঁড়!'

'ঠিক। নির্বোধ, নিষ্ঠুর এক পশু। এবং বিপজ্জনক। সবচেয়ে বড় কথা, হুগো বার্নেটের ডেপুটি লোকটা। কাজেই সতর্ক থেকো।'

দরজার কাছে পৌঁছে থেমে পড়ল ম্যাট। মুখে কঠোর, নির্দয় হাসি ফুটিয়ে বলল, 'আমাকেও যেমন তেমন ভেবো না তুমি। দেখা হবে।'

বেরিয়ে এল ম্যাট স্টুয়ার্ট। পরিচিত বাড়িঘরের ওপর চোখ বোলাতে বোলাতে এগিয়ে চলল দৃঢ়, আত্মবিশ্বাসী পায়ে। ষষ্ঠ ইন্দ্রীয় সজাগ, সতর্ক। তারাজ্বলা আকাশের পটভূমিতে পুবে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে সুউচ্চ সেরিডাল পীকের কালো কাঠামো। ঠাণ্ডা বাতাস আসছে সেদিক থেকে। পরম তৃপ্তির সাথে বাতাসের

দিকে মুখ ঘুরিয়ে রাখল সে।

অদূরে এলিট ইটিং হাউস ও জর্জ ডলউইগের লজপোল বারে আলো জ্বলছে। কিন্তু হিউম-ক্লায়েটের বার্বার শপ আর বার্নি ফ্লাডের লেদার স্টোর অন্ধকার। সামিট হাউস হোটেল পর্যন্ত আর কোন আলো চোখে পড়ল না।

রাস্তার এপাশে, হোটেলের উল্টোদিকে দাঁড়িয়ে আছে দোতলা কোর্ট হাউস। বেজমেন্ট থেকে ছাদ পর্যন্ত অন্ধকার। তার কাছেই রন জনসনের স্টোরে আলো জ্বলছে। কোর্ট হাসউ ও স্টোরটার মাঝখানে একটু নিচু, লম্বা কাঠামো দেখল স্টুয়ার্ট। আগে ছিল না।

ওদিকে পা বাড়িয়েও থমকে গেল স্টুয়ার্ট। একদল রাইডার ঝড়ের গতিতে শহরে ঢুকেছে। ধুলো উড়িয়ে নিচু কাঠামোটির সামনেই থামল, নেমে পড়ল ঘোড়া থেকে। তাদের চড়া কণ্ঠের কথাবার্তা রাস্তার এক মাথা থেকে আরেক মাথা পর্যন্ত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। স্যাডল খোলার গরজ দেখা গেল না লোকগুলোর মধ্যে, দরজার কাছে জটলা করছে।

সিগারেট নিভে গেছে। ওটা ফেলে দিয়ে রন জনসনের স্টোরের পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যেতে চাইল সে, আলোর আওতায় থাকতে চায় না। কিনারা ধরে এগোল। ও স্টোরের দরজার কাছে পৌঁছার একটু আগে হঠাৎ করে দরজাটা খুলে গেল। দু'জন মানুষ বেরিয়ে এসে আলোর সামনে দাঁড়াল। তাদের একজনকে দেখামাত্র চিনল ম্যাট, সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে পড়ল।

রুবি ডরম্যান!

মুখটা এদিকে ফেরানো, আলোয় স্পষ্ট দেখা যায়। সঙ্গীর কোন মন্তব্যে হাসল মেয়েটা। ওর চুল চকচক করছে, থুতনির ভাঁজ ও গলা আগের মতই আকর্ষণীয়, লোভনীয়। ওর সঙ্গী

ম্যাটের অচেনা। যদিও তার মুখের এক পাশ অন্ধকারে, তবু তার সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা করে নিল সে। ঝকঝকে দাঁত বের করে হাসল রুবি, কিছু বলল।

হোটেলের সামনে গিয়ে থামল ওরা দু'জন, পোর্চের আলোয় একটু দাঁড়াল। তারপর রুবি ঢুকে গেল হোটেলে, লোকটা ধীরপায়ে ফিরে এল, নতুন বিল্ডিংটায় ঢুকে পড়ল। পাশ কাটাবার সময় ওটার সাইনটা পড়ল স্টুয়ার্ট—দ্য গোল্ডেন হর্ন। জানালার ওপাশ থেকে অনেকগুলো কণ্ঠের আওয়াজ আসছে।

কোর্ট হাউসের কাছে ঘুর ঘুর করছে সে। তার ধারণা ছিল গত এক বছরের কঠিন, তিক্ত জীবন কাটানোর ফলে ভেতরের সমস্ত আবেগ, ভালবাসা উধাও হয়ে গেছে। কিন্তু মেয়েটাকে দেখার পর ওর ভ্রান্ত ধারণা বদলে গেছে। ব্যাপারটা অস্বস্তিতে ফেলে দিয়েছে ওকে।

থেমে আরেকবার চারদিকে সতর্ক নজর বোলাল। তার পাশেই কোর্ট হাউসের ফ্রন্ট গ্যালারি ও মেইন ফ্লোরের চওড়া সিঁড়ি। সামনের একটা দরজা খুললেই লম্বা এক হলওয়ে পড়বে, বেজমেন্ট হয়ে পেছনের জেল পর্যন্ত চলে গেছে সেটা। হল ধরে কয়েক পা গেলে শেরিফের অফিস। ওটাই ম্যাট স্টুয়ার্টের লক্ষ্য।

চারদিক নীরব, নিথর। অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে শেরিফের অফিসে ঢুকে পড়ল ও। শেষ মাথায় এসে বসল। শ্যন জেরির সিক্সশূটারটা পাশে রাখল।

নিকষ কালো অন্ধকার এখানে। শুধু শ্রবণ শক্তির ওপর ভর করে বসে আছে সে। আশেপাশের কথাবার্তার আওয়াজ শোনার চেষ্টা করছে। আধঘণ্টা কেটে গেল, এরমধ্যে রাস্তার দিক থেকে দু'বার ঘোড়ার খুরের শব্দ ও এক মাতালের চিৎকার শুনতে পেল সে। চিৎকারের জবাবে আরেক মাথায় একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করল কিছুক্ষণ। ম্যাটের হাতের কাছে, দেয়াল ঘেঁষে ছুটোছুটি

করছে ইঁদুর, কিচমিচ করছে।

তাড়াতাড়ি কাজটা শেষ করার তাগিদ অনুভব করল সে। হুগো বার্নেটকে চমকে দিয়ে কাজ আদায় করতে হবে তাকে, যদি সম্ভব হয়। শেরিফের স্বভাব জানা আছে তার, একটু পরপরই অফিসে আসে লোকটা। কিন্তু আজ আর আসবে কি না ঠিক নেই। শেরিফের বদলে তার ডেপুটিও আসতে পারে। তাই যদি হয়, তাহলে পরিকল্পনা বদলাতে হবে ম্যাটকে।

চিন্তায় এতই মশগুল ছিল, হলে পায়ের শব্দ ওঠার আগে কিছুই শুনতে পেল না সে। এর একটু পরই অফিসের দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ উঠল। কেউ ঢুকেছে রূমে! সিগারেটের আগুন রুবির মত জ্বলজ্বল করছে অন্ধকারে। একটা ম্যাচ জ্বলে উঠল, তারপর ল্যাম্প।

তার আলোয় শেরিফ হুগো বার্নেটকে দেখতে পেল ম্যাট। রোগা, প্রায় গোল কাঁধের মানুষ। মুখটা লম্বা। চোখ দুটো ছোট, সাদাটে। ঘরে যে আরও কেউ আছে, কয়েক মুহূর্ত টেরই পেল না সে। একটু পর পেল। দ্রুত কাছে এসে সিক্স-শূটারটা তার দিকে তাক্ করে ধরল ম্যাট।

'যেমন আছ তেমনি থাকো, বার্নেট!'

তাকে চিনতে পেরে বিস্ময় ফুটল লোকটার চোখে। ম্যাট তার শোল্ডার গান কেড়ে নিতে বিস্ফারিত হলো দু'চোখ। পিস্তলটা মেঝেতে ফেলে লাথি দিয়ে ডেস্কের নিচে ভরে দিল সে।

'ল্যাম্প নিভিয়ে দাও, বার্নেট। তুমি আর আমি একজনের সঙ্গে কথা বলতে যাচ্ছি এখন।'

বিস্ময় কাটিয়ে উঠল লোকটা, নির্দেশ পালন না করে নাকি সুরে বলতে শুরু করল, 'আমি বুঝতে পারছি না কি করতে চাইছ তুমি। কিন্তু সেটা যাই হোক, তুমি রেহাই পাচ্ছ না। আমি অ্যারেস্ট করছি তোমাকে।'

'এসো তাহলে,' হাসল ম্যাট।

'আমি অ্যারেস্ট করছি তোমাকে,' জোর দিয়ে বলল শেরিফ। 'অস্ত্রটা দাও,' হাত বাড়াল।

হঠাৎ ভেতরে রাগ চাড়া দিয়ে উঠতে ঠোঁট টান্‌টান্ হয়ে উঠল ম্যাটের, দু'চোখ ঘোলা হয়ে গেছে। এক হাতে হুগোর বাড়ানো হাত থাবা মেরে সরিয়ে দিয়ে সিক্স শূটারের বাঁট ঘুরিয়ে প্রচণ্ড আঘাত করে বসল মুখে। সিগারেট বরবাদ হয়ে গেল তার, মাথাটা জোর ঝাঁকি খেলো পেছন দিকে। ছিট্‌কে গিয়ে পেছনের চেয়ারে বসে পড়ল শেরিফ। বসেই থাকল। মাথা ঘুরছে। ঠোঁট বেয়ে রক্ত গড়াচ্ছে সরু ধারায়।

তার সামনে এসে দাঁড়াল ম্যাট। 'এবার নিশ্চয় তুমি বুঝতে পেরেছ, হুগো,' বলল নীরস গলায়। 'বোঝা উচিত। কারণ গত এক বছর ধরে চোরের মত জীবন কাটিয়েছি আমি। পালিয়ে বেড়িয়েছি, এক চোখ খোলা রেখে ঘুমিয়েছি। বছরটা খুব খারাপ গেছে আমার, হুগো। তোমার এবং তোমার মত কিছু চরিত্রের কারণে। তুমি যদি মনে করো তাতে তোমার ওপর আমি খুশি হয়েছি, তাহলে বড় ভুল করবে। তুমি আবার আমাকে লক-আপে পুরবে, সে জন্যে ফিরে আসিনি আমি। এসেছি আমার সব কিছুর ওপর নিজের দাবি প্রতিষ্ঠা করতে। সেজন্যে যা যা দরকার সবই করব আমি।'

তার শার্টের বুকের কাছটা মুঠো করে ধরে একটানে লোকটাকে তুলে দাঁড় করাল সে। 'তুমি আর আমি এখন শ্যন জেরির অফিসে যাচ্ছি পেছন দিক দিয়ে। আলো নেভাও।'

হুগো বার্নেট বদ হলেও কাপুরুষ নয়। বোকাও নয়। কাজেই ম্যাট স্টুয়ার্টের বক্তব্যের অন্তর্নিহিত অর্থ ধরতে একটুও সময় লাগল না তার। এ-ও বুঝল এখন কিছু করার নেই তার। অতএব নিয়তিকে মেনে নিল সে।

ল্যাম্প নিভিয়ে দিয়ে বেরিয়ে এল অফিস থেকে। ম্যাট প্রায় সেঁটে থাকল গায়ের সঙ্গে। পিস্তলের মায্‌ল্ ঠেকিয়ে রেখেছে তার পাঁজরের সাথে।

হল পেরিয়ে রাস্তায় এসে পড়ল দু'জনে।

দুই

জাজ হেনরি ওলসন ছোটখাট মানুষ। দেহের তুলনায় মাথাটা বড়, বিচারকের সাদা পরচুলা পরলে আরও বড় লাগে। কঠোর চেহারা, দেখলেই বোঝা যায় নীতির ক্ষেত্রে অটল মানুষ সে। ধপধপে সাদা, ঘন ভুরুর নিচে ইলেকট্রিক ব্লু রঙের চোখজোড়া যেন পৃথিবীর যাবতীয় অবিচারকে চ্যালেঞ্জ করতে সব সময় প্রস্তুত। ধৈর্য কম, তবে মানুষটা একশো ভাগ সৎ।

হেনরির গলার স্বর হতবাক করার মত। মেঘের ডাকের মত গমগমে, গভীর। একবার এক বউ পেটানো ইন্ডিয়ানের বিরুদ্ধে কেস হয়েছিল তার কোর্টে। কোনরকম জেল-জরিমানা নয়, লোকটাকে স্রেফ সেই গলা ও হুল ফোটানো ভাষায় ধোলাই করে ছেড়ে দেয় সে। পরে হতবাক ইন্ডিয়ানটিকে তার ব্যাপারে 'অল্প মেঘে বড় বজ্রপাত' বলে মন্তব্য করতে শোনা গিয়েছিল।

হুগো বার্নেটকে নিয়ে ম্যাট স্টুয়ার্ট যখন শ্যন জেরির অফিসের কাছে পৌঁছল, ভেতরে তখন সেই বজ্রপাত চলছে। গলাটা কানে যাওয়া মাত্র থেমে দাঁড়াল বার্নেট।

'জাজ হেনরির গলা না?' বলল সে।

'হ্যাঁ,' ম্যাট জবাব দিল। 'কেন, তার সামনে যেতে ভয় করছে?'

বন্ধ দরজায় নক্ করল সে। জেরি দরজা খুলে দিতে শেরিফকে নিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল। জেরির ডেস্কের একপাশে বসে আছে জাজ হেনরি। আগন্তুক দু'জনকে দেখে বিস্ময়ে অস্ফুটে গর্জে উঠল সে।

'কি হচ্ছে এসব? শেরিফ হুগো, কে ওই লোক? ওর হাতে অস্ত্র কেন?'

জবাবটা দিল স্টুয়ার্ট। 'আমি বলছি, জাজ। এ সবের বিশেষ এক কারণ আছে। ব্যাপারটা দেখতে একটু অস্বাভাবিক লাগছে, কিন্তু আমি প্রতিজ্ঞা করছি...'

'অস্বাভাবিক!' গর্জে উঠল জাজ। 'এরকম বেআইনী অস্ত্র প্রদর্শনীকে তুমি কেবল অস্বাভাবিক বলছ? কে তুমি?'

'ম্যাট। ম্যাট স্টুয়ার্ট।'

'স্টুয়ার্ট! জেল ভেঙে পালিয়েছিলে না তুমি আইনের বিচার অগ্রাহ্য করে?'

'হ্যাঁ, আমিই সেই লোক,' বলল ম্যাট। 'তবে বিচার নয়, অবিচারকে অগ্রাহ্য করে পালিয়েছিলাম আমি।'

কথাগুলো কানে গেল না জাজের, কড়া চোখে জেরির দিকে তাকাল সে। 'এই জন্যেই আমাকে এখানে ডেকে এনেছ? তুমি বলেছিলে...'

'আমি জানি আমি কি বলেছি,' শান্ত কণ্ঠে বাধা দিল জেরি। 'বলেছি এখানে আমার এক বন্ধু আসবে তোমার সাথে দেখা করতে। তার কিছু বলার আছে তোমাকে। তুমি তা শুনবে।'

'না, শুনব না। এ ধরনের কারও সাথে নিজের চেম্বারের বাইরে কোন সম্পর্ক থাকতে পারে না আমার। বুঝতে পেরেছ,

শ্যন জেরি?'

ছোটখাট মানুষটার কাঁধে হাত রাখল সে। 'হেনরি, আমরা দু'জন অনেকদিনের পুরানো বন্ধু। তুমি ভালই চেনো আমাকে। তুমি কি মনে করো আমি ওর নির্দোষিতার ব্যাপারে সন্দেহমুক্ত না হয়েই তোমাকে এর মধ্যে টেনে এনেছি?'

'আর তুমি বুঝতে পারছ না,' আগের মতই তেজের সাথে বলল জাজ হেনরি, 'যে মানুষ আমার কোর্টে ভুল বিচারের শিকার হয়েছে বলে তুমি মনে করো, এর মাধ্যমে সেই কোর্টকে তুমি ছোট করছ? সেই কোর্টের সততাকে প্রশ্নবিদ্ধ করছ?'

'আমি মোটেই তা করছি না, জাজ,' জেরি বলল। 'ম্যাট স্টুয়ার্টের যখন বিচার হয়, তুমি তখন ছুটিতে ছিলে ডেনভারে। তোমার জায়গায় ছিল জাজ এলিয়াস শেলডন। তুমি জানো, এর পর শেলডনের ভাগ্যে কি ঘটেছিল।'

'হ্যাঁ, তা জানি,' বলল জাজ। গলার তেজ একটু কমেছে। 'নীতিহীন কার্যকলাপের জন্যে টেরিটোরিয়াল অথরিটি তাকে সাময়িক বরখাস্ত করেছে। জমি আর ক্যাটল সম্পর্কিত বড় ধরনের কিছু কিছু ঘাপলার সাথে জড়িত ছিল বলে সন্দেহ করা হচ্ছে তাকে।'

'ঠিক!' জোর দিয়ে বলল জেরি। 'তাহলে দেখো, তোমার অভিযোগগুলো মোটেই ঠিক না। এবার স্টুয়ার্টের কি বলার আছে দয়া করে শুনবে?'

অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে ম্যাটের দিকে তাকিয়ে থাকল জাজ, সে-ও তাকিয়ে আছে। চোখের পাতা কাঁপছে না। এক সময় মাথা ঝাঁকাল হেনরি। 'ঠিক আছে, শুনব। কিন্তু তার আগে অস্ত্রটা রেখে দাও।'

'অবশ্যই!' ওটা টেবিলে রেখে দিল ম্যাট। 'শেরিফের মুখ বন্ধ রাখার জন্যে ব্যবহার করতে হয়েছিল এটা।'

'জাজ,' বলে উঠল শেরিফ। 'তোমার সাথে এইভাবে কথা বলার কোন আইনগত অধিকার নেই স্টুয়ার্টের। ও একজন ওয়ান্টেড।'

হাত নাড়ল ছোটখাট মানুষটা। 'আমি বলেছি আমি শুনব। এরকম কখনও কখনও হয়, যখন বিশেষ পরিস্থিতিতে বিশেষ বিবেচনার প্রয়োজন পড়ে। এটাও হয়তো সেরকমই কিছু হবে। মিস্টার স্টুয়ার্ট, তোমার কি বলার আছে?'

শার্টের বুক পকেট থেকে একটা মলিন খাম বের করল ম্যাট। এগিয়ে দিল তার দিকে। 'এরমধ্যে সব আছে,' বলল সে। 'পড়ে দেখো, জাজ।'

ধীরেসুস্থে খামটা খুলল হেনরি। ভুরু কুঁচকে আছে। ভেতরের কাগজটা বের করে সাবধানে মেলল সে, পড়তে শুরু করল। একবার নয়, দু'বার পড়ল, তারপর চোখ তুলে তাকাল। বদলে গেছে চেহারা। এখন একদম শান্ত জাজ। স্থির, অবিচল।

'এটা বিস্ময়কর একটা চিঠি,' বলল সে। 'এর বিষয়বস্তু তোমাদের সবার জানার জন্যে পড়ে শোনাচ্ছি আমি।' কেশে গলা পরিষ্কার করে নিল।

"যাহার জন্যে প্রযোজ্য:

জনৈক এমেট জ্যাকসন ওরফে এমেট শেফার আমার নিকট স্বীকারোক্তি করিয়াছে যে, সে জনৈক ম্যাট স্টুয়ার্টের বিরুদ্ধে মিথ্যে সাক্ষ্য দেয়ায় কোর্ট তাহাকে হত্যার দায়ে অভিযুক্ত করিয়াছে। এই স্বীকারোক্তি এমেট জ্যাকসন ওরফে এমেট শেফার স্বেচ্ছায় ও স্বস্থানে করিয়াছে। এই ক্ষেত্রে তাহার উপর কোনরকম অন্যায় চাপ প্রয়োগ করা হয় নাই এবং সে ঈশ্বরের নামে শপথ করিয়া নিম্নোক্ত বক্তব্য প্রদান করিয়াছে। তাহা এইরূপ:

সেইদিন যেসময় লুইস কার্লসন নামে এক ব্যক্তিকে সামিট

প্রেয়ারি রেঞ্জ বা বার্নট করালে গুলি করিয়া হত্যা করা হয়, সেইদিন, সেই একই সময়ে, এমেট জ্যাকসন ওরফে এমেট শেফার ঘটনাস্থল থেকে বিশ মাইল দূরবর্তী অ্যাসপেন ক্রীকের আপার বীচে ম্যাট স্টুয়ার্টের সাথে ছিল। তারা উভয়েই ব্যবসা সংক্রান্ত আলোচনা করিতেছিল উল্লেখিত সময়ে। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, লুইস কার্লসনকে হত্যার সময়ে ম্যাট স্টুয়ার্টের পক্ষে উক্ত স্থানে উপস্থিত থাকা সম্পূর্ণ অসম্ভব ছিল বিধায় সে কোনমতেই উক্ত অপরাধের অপরাধী হইতে পারে না।

এই জবানবন্দীর সত্যতা সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত হইয়া আমার সীল ও মর্যাদা বলে আমি ইহাকে এতদ্বারা প্রত্যয়ন করিতেছি।

স্বাক্ষর: অ্যান্ড্রিউ ম্যাকলিন ইউ.এস. মার্শাল।" '

জাজ হেনরির পড়া শেষ হতে শ্যন জেরি স্বস্তির গভীর নিঃশ্বাস ছেড়ে স্টুয়ার্টের দিকে তাকাল।

হুগো বার্নেট নড়ে উঠল। 'খুব বেশিরকম সহজ-সরল স্টেটমেন্ট, জাজ। স্টুয়ার্ট কোন অসৎ লইয়ারকে ঘুষ দিয়ে কাজটা করিয়ে থাকতে পারে।'

'অসম্ভব!' দৃঢ় কণ্ঠে বলল হেনরি। 'এই ডকুমেন্টের আইনগত নির্ভরযোগ্যতা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করা হবে স্রেফ নির্বুদ্ধিতা। কারণ অ্যান্ড্রিউ ম্যাকলিনকে দীর্ঘদিন থেকে চিনি আমি। বহুবার বহু অফিশিয়াল ও ব্যক্তিগত কাজে তার সাথে চিঠিপত্র বিনিময় হয়েছে আমার। কাজেই আমি তার হাতের লেখা আর এই সীল, দুটোই খুব ভাল চিনি।'

'কিন্তু এমেট শেফার মিথ্যে সাক্ষী দেয়ার কথা কেন স্বীকার করতে গেল?' তর্ক জুড়ে দিল শেরিফ। 'এতে তার লাভ কি?'

'লোকটার সাথে আমার কখনোই ব্যক্তিগত কোন সম্পর্ক ছিল

না,' স্টুয়ার্ট বলে উঠল। 'কাজেই বন্ধুত্ব বা শত্রুতা, সেসব স্বাভাবিক ভাবেই ছিল না। তার সাথে যখন আমার দেখা হয়, সে তখন টু রিভার্সের মার্শাল ম্যাকলিনের কাস্টাডিতে। একটা কেসের ব্যাপারে তাকে গ্র্যান্ড সিটিতে নিয়ে যাচ্ছিল মার্শাল। পুরানো এক ট্রেন ডাকাতির কেস। সে হয়তো ভেবেছে, আমার ব্যাপারে দেয়া মিথ্যে সাক্ষীর ব্যাপারটা স্বীকার করলে মার্শাল গ্র্যান্ড সিটি কোর্টকে তার শাস্তি লঘু করতে অনুরোধ জানাবে। তাই করেছে।'

'ঠিক!' মাথা ঝাঁকাল জাজ। 'এরকম একটা ঘটনা আমার কোর্টেও ঘটেছিল একবার। এক অপরাধের শাস্তি কমাতে আগের এক কুকর্মের কথা নিজে থেকে স্বীকার করেছিল এক লোক।' স্টুয়ার্টের দিকে তাকাল জাজ। 'এই লোক তাহলে মিথ্যে সাক্ষীই বা দিয়েছিল কেন তোমার বিরুদ্ধে?'

'হয়তো কেউ টাকা খাইয়েছে তাকে,' ম্যাট বলল। 'যখন জানলাম সে কোর্টে আমার বিরুদ্ধে বলেছে, তখনই ঠিক করলাম জেল ভেঙে পালিয়ে গিয়ে লোকটাকে ধরব। সত্যি কথাটা বের করব তার মুখ থেকে।' শ্রাগ করল যুবক। 'এছাড়া কোন উপায় ছিল না আমার।'

'মিস্টার স্টুয়ার্ট,' কিছুক্ষণ পর বলল জাজ হেনরি। 'লুইস কার্লসনের হত্যার সাথে তোমাকে কেন জড়ানো হলো? তার সাথে প্রকাশ্যে কখনও মারপিট হয়েছে তোমার, যাকে কেন্দ্র করে তৃতীয় কেউ ফায়দা লোটার চেষ্টা করেছে?'

'আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তাই ঘটেছে, জাজ,' শান্ত কণ্ঠে বলল ম্যাট। 'রেঞ্জ বাউন্ডারি নিয়ে একবার লজপোল বারে তার সাথে তর্কাতর্কি হয় আমার, কিছুটা হাতাহাতিও হয়েছিল।' খানিক ইতস্তত করল সে। 'এবার কি, জাজ?'

'মুক্তি,' দৃঢ় কণ্ঠে বলল হেনরি। 'খুনের দায় থেকে মুক্তি দেয়া

হলো তোমাকে। এরকম এক ডকুমেন্ট দেখার পর কোন কোর্টই তোমাকে মুক্তি দিতে বিন্দু মাত্র দ্বিধা করবে না।'

'কিন্তু আমি এখনও পুরোপুরি সন্তুষ্ট হতে পারিনি,' দুর্বল গলায় বলল শেরিফ। 'মনে হয় নতুন করে তদন্ত...'

'বোকার মত কথা বোলো না, শেরিফ,' বাধা দিল জাজ। 'এরপরও আপত্তি জানালে তোমার সততা নিয়ে হয়তো প্রশ্ন জাগবে আমার মনে।' নীল চোখ জ্বলছে হেনরির। বজ্রপাতের মত আওয়াজ বেরুচ্ছে গলা দিয়ে। 'আমি ধরে নেব, এসবের মধ্যে অফিশিয়াল নয়, ব্যক্তিগত কোন মতলব আছে তোমার। এই মুহূর্তে ম্যাট স্টুয়ার্ট সব ধরনের অভিযোগ থেকে মুক্ত, বুঝতে পেরেছ তুমি?'

মাথা ঝাঁকাল শেরিফ। 'কিন্তু জেল ভেঙে পালানোর সময় আমার ডেপুটিকে মারধর করেছে লোকটা। তাছাড়া আমাকেও অস্ত্রের মুখে এখানে নিয়ে এসেছে। এই দুই অভিযোগ থেকেও মুক্ত?'

'তার সাথে অবিচার হয়েছে। সেটা সংশোধন করতে এসব করতে হয়েছে লোকটাকে। কাজেই আমার মনে হয়, এই দুই অভিযোগ থেকেও মুক্তি দেয়া যায়। তুমি এখন যেতে পারো, শেরিফ।'

'এক মিনিট, জাজ,' ম্যাট বলে উঠল। 'আরেকটা কাজ বাকি আছে।'

'কি?'

'অ্যারেস্ট হওয়ার সময় আমার জিনসের পকেটে চারশো পঞ্চান্ন ডলার আর কিছু খুচরো সেন্ট ছিল। শেরিফ রেখে দিয়েছিল ওগুলো। আমি ফেরত চাই টাকাটা। চারশো পঞ্চান্ন ডলার হলেই চলবে।'

'আমি এ ঘটনার সাক্ষী,' শ্যন জেরি বলল। 'টাকাটা ক্যাটল

ডীলের। লাইল ডেটউইলার ওকে দেয়ার জন্যে আমাকে দিয়েছিল।'

শেরিফের দিকে তাকাল জাজ। 'কি বলার আছে তোমার, শেরিফ?'

শ্রাগ করল লোকটা। 'টাকা অবশ্যই ফেরত পাবে সে। আমি চোর নই। যে কোন মেজর অ্যারেস্টের সময় গ্রেফতারকৃতের পকেটের সবকিছু বের করে রাখার আইন আছে। আলামত হিসেবে কোর্টে দাখিল করা হয় সেসব।'

'কাল সকালেই আসব আমি টাকাটা নিতে,' ম্যাট বলল।

জেরি দরজা মেলে ধরতে বেরিয়ে গেল শেরিফ।

'এটা আমার বিচারক জীবনের নতুন এক অভিজ্ঞতা হয়ে থাকল,' জাজ বলল। 'আজকের সন্ধেটাও।'

'এরকম সন্ধের পর স্নায়ুকে নতুন ভাবে চালু করতে একটুখানি পান না করলে চলছে না,' উৎসাহের সাথে বলল জেরি। 'জাজ, আমাদের সাথে যোগ দিচ্ছ তো?'

'হ্যাঁ, তাতে আমার আপত্তি নেই,' হেনরি জবাব দিল। কারও বেলায় ঘটে যাওয়া অবিচারকে সংশোধন করতে পারার মুহূর্তকে উদ্‌যাপন করাই উচিত।'

এক পেগ পান করল হেনরি। কিন্তু জেরিকে দ্বিতীয়বার তার জন্যে বোতল তুলে ধরতে দেখে মাথা নাড়ল। 'ধন্যবাদ, আর না,' দুই কঠোর চোখে কৌতুক ফুটল তার। 'মিসেসের কাছে ধরা পড়ে যাব। বাইরে পান করলে এক পেগে আপত্তি করে না ও, বেশি হলে করে। লুকিয়ে-চুরিয়ে এক-আধবার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু গিন্নির ক্রস-এক্সামিনেশনে ধরা পড়ে যেতে হয়েছে শেষ পর্যন্ত।' স্টুয়ার্টের দিকে ফিরল সে। 'কোর্টের রেকর্ড সংশোধন করার জন্যে চিঠিটা আপাতত আমার কাছে থাকল। পরে ফেরত পাবে। কংগ্রাচুলেশন, স্যার। তুমি অব্যাহতি পাওয়ায় আমিও

তোমার মতই খুশি হয়েছি। এবার যেতে হবে আমাকে।'

ছোটখাট মানুষটা বেরিয়ে যেতে বন্ধুর দিকে ফিরল ম্যাট। 'জেরি, তোমরা দু'জনে মিলে মানুষের প্রতি আমার আস্থা কিছুটা ফিরিয়ে এনেছ বলে ধন্যবাদ।'

হাত নাড়ল জেরি। 'ওসব বাদ দাও। এরপর কি করতে চাও তা-ই বলো।'

আড়মোড়া ভাঙল স্টুয়ার্ট, লম্বা হাই তুলল। 'এখন ঘুমোতে যাওয়া ছাড়া আর কিছু ভাবছি না।'

নিজের গ্লাসে পানীয় ঢালল শ্যন জেরি। 'কাল কি করবে?'

'কাল? হ্যাঁ, কাল। অতীতে যা যা আমার নিজের ছিল, সবকিছুর ওপর আবার অধিকার প্রতিষ্ঠা করব আমি কাল থেকে।'

'সেটা খুব সহজ কাজ হবে না, ম্যাট,' হাতের তালুর আঘাতে বোতলের মুখের মধ্যে ছিপি সেঁধিয়ে দিল সে। 'গত এক বছরে জমি আর ক্যাটল মালিকরা অনেক ক্ষমতাশালী হয়ে উঠেছে। প্রতিপক্ষ এখন দুর্বল। অতীতেও কে হুপারের অধীনে টাফ আউটফিট ছিল। এখনকার দুর্ধর্ষ হুপার নরম মনের ভদ্রলোক ছিল বর্তমানের বস্ রজার লোগানের তুলনায়। তাছাড়া শেরিফ হুগো তার পক্ষে কাজ করে। তুমি তার তরফ থেকে কোন সহায়তাও পাবে না।'

'পাব বলে আশাও করিনি,' স্টুয়ার্ট বলল। 'এরমধ্যে ব্রুস লুকাসকে দেখেছ কখনও?'

'খুব কম।'

'কি করে সে?'

'পুরানো আউটফিটগুলোর একটার সাথে না হয় অন্যটার সাথে আছে, এখন এটা তখন ওটা করে বেড়াচ্ছে। কিন্তু দিনকাল ভাল যাচ্ছে না ওদের। হ্যানস আর গার্ড কান্ট্রি ছেড়ে পালিয়েছে। বুড়ো আলেক উইলসনও যায় যায়। জেনি হিকারসন, পিট ব্ল্যাকক

আর জ্যাক মুরল্যান্ড আছে এখনও। তবে তেমন একটা দেখা যায় না তাদের। পিট সিমন্স একমাত্র ভাল আছে। অবশ্য যত বাজে জায়গাতেই থাকুক, সব সময় ভালই থাকে ব্যাটা। এখন চিত্রকাপিল কান্ট্রিতে আছে—স্টার্ভেশন রেঞ্জে।'

কিছু ভাবল স্টুয়ার্ট। 'এখনও পরস্পরের সাথে লড়াই করে লোকগুলো?'

'ছয় কি আট মাস আগে করেছে শুনেছি,' জেরি বলল। 'এখনকার খবর জানি না। তবে...ইয়ে...মানে...'

'বলো। তাদের ধারণা আমি তাদের সাথে অন্যায় করেছি। হ্যাঁ, করেছি। কিন্তু মানুষ তো বদলায়, বদলায় না?'

'অবশ্যই, অবশ্যই!' ডেস্কের ড্রয়ার থেকে পাইপ বের করে তাড়াতাড়ি ধরাল জেরি। 'ম্যাট, তোমাকে পরামর্শ দিতে চাই না আমি। কিন্তু তবু বলতে বাধ্য হচ্ছি, দ্য সামিট অ্যান্ড ক্যাটল কোম্পানীর সাথে লড়াই করে তোমার জয়ী হওয়ার কোন চান্স দেখি না আমি। তোমার একার তুলনায় ওদের সম্মিলিত শক্তি সব দিক থেকে অনেক বেশি।'

রুমের মধ্যে পায়চারি করতে শুরু করল ম্যাট। চিন্তিত। 'এখন কি করা উচিত আমার, নিজের রেঞ্জ, নিজের ক্যাটলের দাবি ছেড়ে দেয়া? যার পিছনে জীবনের দশটি বছর কেটে গেছে আমার, একদল চোরকে সেসব বিনা পয়সায় দিয়ে দেয়া? আর কোথাও গিয়ে ফের নতুন করে জীবন শুরু করা?'

'লড়াই করে যেখানে জয়ের কোন সম্ভাবনা নেই, সেখানে লড়তে গিয়ে সময় নষ্ট না করে সেটাই বরং করা ভাল, ম্যাট,' শান্ত কণ্ঠে বলল শ্যন জেরি। 'তোমার জন্যে একটা কাজের ব্যবস্থা করে রেখেছি আমি। ফ্রেইটিং ব্যবসা বিক্রি করতে চাইছে গার্ডেনারভিলের ওয়াল্ট হ্যালি। তুমি যদি আমার পার্টনার হতে চাও, ওটা কিনে নেব আমি। ভাল চালু ব্যবসা।'

'কিন্তু আমি চিনি কেবল ক্যাটল, জেরি,' ম্যাট বলল। 'ফ্রেইট লাইন সম্পর্কে কিছুই জানি না আমি।'

'ওটা কোন সমস্যা নয়। তাছাড়া একাজে লড়াই করে হেরে যাওয়ার কোন ঝুঁকি নেই। নিশ্চিত লাভ হবে।'

'প্রস্তাবটার জন্যে ধন্যবাদ, জেরি। কিন্তু আমি দুঃখিত। গত একটা বছর পালিয়ে পালিয়ে বেড়িয়েছি আমি। তখনই প্রতিজ্ঞা করেছি, যদি এই ফাঁদ থেকে মুক্ত হতে পারি, তাহলে এমন ব্যবস্থা করব যাতে আর কখনও পালিয়ে বেড়াতে না হয়। কাজেই হার হোক বা জিত, আমি লড়বই।'

চাউনি সরু হয়ে গেল স্টুয়ার্টের, কঠিন হয়ে উঠল চেহারা। চোয়ালের হাড় দৃঢ় হয়ে ফুটে উঠল। আবার বলতে শুরু করল সে, 'ফলাফল যাই হোক, আমি পিছিয়ে আসতে রাজি নই।'

দু'কাঁধ সংকুচিত করে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল জেরি। 'আমার ভয় ছিল তুমি এ-ই করবে। এক বছরে তুমি অনেক বদলে গেছ, ম্যাট। তোমার চেহারায় একটা কিছু দেখতে পাচ্ছি আমি, যা আগে ছিল না।'

'হ্যাঁ, বদলে গেছি আমি।'

মাথা ঝাঁকাল জেরি। 'সব মানুষেরই আলাদা আলাদা পথ আছে, মনে হয় তার সেই পথেই চলা উচিত। তবে একটা কথা মনে রেখো, ম্যাট। যদি কখনও আমাকে প্রয়োজন পড়ে তোমার, দেরি না করে চলে এসো। আমি আমার সাধ্যমত করব। এখন ঘুমোতে যাও। মনে হচ্ছে খাড়া অবস্থায়ই নিজের মধ্যে নেই তুমি।'

তিন

এলিট থেকে বেরিয়ে এসে কোর্টহাউসে যাবে বলে পা চালাল ম্যাট। পুরো এক রাতের টানা, নিশ্চিত ঘুম দিয়ে উঠে ভরপেট নাস্তা খেয়ে পুরোপুরি তরতাজা বনে গেছে সে। জিভে এখনও লেগে রয়েছে শেষ কাপ কফির স্বাদ, তার সাথে যোগ হয়েছে দিনের প্রথম সিগারেটের সুগন্ধ। খুব ভাল লাগছে। বহু, বহু মাস এই ভাল লাগা থেকে বঞ্চিত ছিল ম্যাট।

রন জনসন তার স্টোর খুলে বাইরে তাকাল। পরক্ষণে খাড়া হয়ে গেল ওকে দেখে। 'ম্যাট!' উদ্বিগ্ন চোখে রাস্তার এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত নজর বুলিয়ে নিল সে চকিতে। 'ম্যান, সরে পড়ো! জলদি গা ঢাকা দাও!'

হাসল ম্যাট। 'কোন দরকার নেই, রন। তবু মনে করিয়ে দেয়ার জন্যে ধন্যবাদ। একটু পর আসছি তোমার স্টোরে। কিছু কেনাকাটা আছে।'

হতভম্ব, চিন্তিত লোকটাকে পেছনে ফেলে এগিয়ে চলল। দেখল গোল্ডেন হর্ন হোটেলের মেইন ডোর খোলা। এন্ট্রান্স ঝাড়ু দিচ্ছে এক সোয়াম্পার। রাস্তার অন্য দিকে দাঁড়িয়ে সেদিকে তাকিয়ে আছে ডার্ক সুট পরা এক লোক। দাঁতের ফাঁকে চুরুট জ্বলছে তার।

কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় লোকটাকে ভাল করে দেখল স্টুয়ার্ট। লোকটাও তাকাল তার দিকে। ফ্যাকাসে, মসৃণ চেহারা

লোকটার। অভিব্যক্তিহীন। চোখের রং খুব কালো। এত কালো চোখ কখনও দেখেনি সে। চাউনিও কঠিন। দীর্ঘ সময় ওকে দেখল লোকটা। ম্যাটের মনে হলো ওকে মূল্যায়ন করল আগন্তুক, তারপর ক্যাটালগ এঁটে ফাইলে তুলে রাখল। পরক্ষণে আবার নিজের মধ্যে ডুবে গেল মানুষটা।

সামনে নজর দিল ম্যাট। প্রথমেই চোখ পড়ল ডেপুটি ম্যাথিউ টিমস্টারের ওপর। কোর্টহাউসের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে ওর দিকে তাকিয়ে আছে। চাউনিতে ঘৃণা। মানুষটা প্রকাণ্ডদেহী, স্বাস্থ্য ষাঁড়ের মত। কাছে এসে তার উদ্দেশে মাথা নত করল স্টুয়ার্ট। 'হুগো আছে ভেতরে?'

'হ্যাঁ, আছে,' প্রায় ঘেউ ঘেউ করে উঠল লোকটা।

তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত চোখ বোলাল যুবক। 'সময়ের সাথে অনেক বড় বড় ক্ষতও শুকিয়ে যায়, টিম। কিন্তু তোমারটা মনে হয় শুকোয়ানি?'

লোকটার পুরু ঠোঁটের এক কোণ বেঁকে গেল। 'ঠিক ধরেছ।'

'আমি ভেতরে যাব।'

'কিন্তু আমি তার আগে পুরানো বোঝাপড়াটা সেরে নিতে চাই,' বলল ডেপুটি।

'প্রথমে আমার আর শেরিফের মধ্যেকার আলোচনা তোমার শোনা উচিত,' ঠাণ্ডা গলায় বলল ম্যাট। 'তাতে তোমারই উপকার হবে।'

খানিকটা ইতস্তত করে মাথা ঝাঁকাল টিমস্টার, ঘুরে দাঁড়িয়ে শেরিফের অফিসের দিকে চলল। স্টুয়ার্ট অনুসরণ করল তাকে।

নিজের ডেস্কে বসে আছে হুগো বার্নেট। দাঁতের ফাঁকে চুরুট। সামনে রাখা আছে টাকার ছোটখাট একটা স্তূপ, তার ওপর কিছু খুচরো পয়সা।

'গুনে নাও,' ম্যাট ভেতরে ঢুকতে স্তূপটা দেখাল সে।

'তা তো বটেই,' গমগমে কণ্ঠে বলল যুবক। 'তোমাকে আর বিশ্বাস করা যায় না।'

মুখ থেকে চুরুট নামাল শেরিফ। বলল, 'ভাগ্য এ মুহূর্তে তোমাকে সঙ্গ দিচ্ছে, ম্যাট। কিন্তু বেশি বাড়াবাড়ি কোরো না।'

পাত্তা দিল না ও, ধীরেসুস্থে কাগজের নোটগুলো গুনল, তারপর খুচরো। সন্তুষ্ট হয়ে মাথা ঝাঁকাল। 'চারশো পঞ্চান্ন ডলার আশি সেন্ট, একদম ঠিক আছে। এতদিনেও টাকাটা তুমি হজম না করায় খুব অবাক হলাম।'

'সাবধান, ম্যাট! নিজেকে নতুন সমস্যায় জড়াচ্ছ তুমি।'

টাকা-পয়সা পকেটে রেখে ডেস্কের ওপর শক্ত হাতের এক চাপড় লাগাল যুবক। 'সাবধান এখন থেকে তোমাকে হতে হবে, হুগো। তোমার সামনে এখন যাকে দেখছ, সে আর আগের মত নেই। এক বছরে অনেক বদলে গেছে সে। তোমার সাহায্য পেয়ে এই এক বছর "ওরা" যাকে তাড়া করে বেড়িয়েছে, সে মরে গেছে। কাজেই তোমাকেই সতর্ক থাকতে হবে।'

সোজা হয়ে ঘুরে দাঁড়াল ও, ডেপুটির বুকে শক্ত তর্জনী দিয়ে খোঁচা মারল। 'তুমিও, টিম,' বলল। 'আমি শুনেছি এতদিন আমার সম্পর্কে অনেক কথাই তুমি বলে বেড়িয়েছ। আমি কখনও ফিরে এলে এটা করবে সেটা করবে বলে দাপিয়ে বেড়িয়েছ। কাজটা ঠিক করোনি। কারণ আমি এসে পড়েছি শেষ পর্যন্ত, এবং তোমার কাছে এসবের কৈফিয়ত দাবি করেও বসতে পারি যে কোন সময়। তখন কোথায় থাকবে তুমি?'

দরজার দিকে এগোল ম্যাট। ঠোঁটে ব্যঙ্গের হাসি। 'তোমাদের দু'জনের সাথে কথা বলার একটা সুযোগের অপেক্ষায় ছিলাম আমি এতদিন। কথাগুলো নিজের মুখে বলতে চেয়েছিলাম। সে ইচ্ছে পূরণ হয়েছে আমার। এবার চলি।'

বেরিয়ে গেল সে। ম্যাথিউ টিমস্টার পেছন থেকে অকথ্য

ভাষায় মুখ খিস্তি করতে লাগল তার উদ্দেশে।

'কোন লাভ নেই,' বলল শেরিফ। 'গালাগাল করে কাজের কাজ কিছুই হবে না। এখন ওকে সহ্য করতেই হবে আমাদের।'

'আমি করব না!' খেঁকিয়ে উঠল ডেপুটি।

'নিশ্চয় করবে,' ধমক লাগাল শেরিফ। 'ওই স্টার পরতে চাইলে করতেই হবে।' নিভে যাওয়া চুরুট সডাস্ট বক্সে ফেলে দিল সে। 'এখন কিছুদিন সতর্ক হয়ে খেলতে হবে। জাজ হেনরির নজর আছে আমাদের ওপর।'

কথাগুলো মনে মনে নাড়াচাড়া করতে লাগল ডেপুটি। চোখের কোণ বিশ্রীরকম কুঁচকে আছে, নিচের ঠোঁট ঠেলে বেরিয়ে এসেছে সামনের দিকে। কোন কাজেই বিশেষ মাথা খাটায় না লোকটা, পরিস্থিতি বিচার-বিবেচনা করে না। কিন্তু এ মুহূর্তে মোটা মাথাটা ঘামাচ্ছে সে।

'একটু আগে তুমি ম্যাটকে সাবধান হতে বলেছিলে,' বলল ডেপুটি। 'নইলে নাকি সমস্যায় পড়বে ও। সেটা কি?'

শ্রাগ করল শেরিফ। 'মাথা ঠাণ্ডা রাখো। পাঁচ মিনিটে সব ভুলে যাবে তুমি।'

'আমি ভুলব না,' গোঁয়ারের মত বলল টিমস্টার। 'মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিল ও আমার।'

বিরক্তি ফুটল শেরিফের চেহারায়। 'একটা পয়েন্ট মিস করছ তুমি, টিম,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল। 'অন্য কাউকে দেখার আগে এখন নিজেদের দিকে খেয়াল রাখতে হবে আমাদের।'

'রজার লোগান, ডিউক স্পেল ব্যাপারটা হয়তো পছন্দ করবে না।'

ভেস্টের পকেট থেকে নতুন একটা চুরুট বের করে ধরাল হুগো, নীরবে কিছুক্ষণ টানল। তারপর শ্রাগ করে বলল, 'এই অবস্থায় করতেই হবে।'

বার্বার হিউম ক্লাইটের চেয়ারে গা ছেড়ে বসে আছে ম্যাট স্টুয়ার্ট। কোন বার্বার শপে বহুদিন পর আজই প্রথম পা রেখেছে ও, তাই সমস্ত অনুভূতি দিয়ে উপভোগ করছে পুরো ব্যাপারটা। এর আগের এক ঘণ্টা শপের বাথরুমে কেটেছে ওর, বাথটাবে।

ক্লাইটের হাতের কাজ শেষ হতে চেয়ার থেকে নেমে দাঁড়াল ম্যাট। ওয়াল মিররে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল নিজেকে। চুল দাড়ির জঙ্গল সাফ করে ওর বয়স কমিয়ে দিয়েছে যেন বার্বার, তার সাথে রন জনসনের স্টোর থেকে কেনা নতুন ড্রেসে আমূল বদলে গেছে ও। নিজেরই কষ্ট হচ্ছে চিনতে।

'হিউম, এটা কে? অনেকদিন পর ভাল করে দেখলাম লোকটাকে,' হাসল ও। ট্যারিফ কত, শুনে নিয়ে শোধ করল। তারপর বাইরে বেরিয়ে এসে এদিক-ওদিক তাকাল। পুরোপুরি কর্মচঞ্চল এখন তাসকারোরা। গোল্ডেন হর্ন হোটেলের হিচ রেইলে তিনটে স্যাডল পরানো ঘোড়া দেখতে পেল। লজপোল বারের রেইলে আছে একটা, ঝিমাচ্ছে। জনসনের স্টোরের সামনে দাঁড়িয়ে আছে একটা স্প্রিং ওয়াগন। একটু পর ওটার মালিক ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে সীটে বসল, ধুলো উড়িয়ে গড়াতে শুরু করল ওয়াগন।

ওদিকে ম্যাথিউ টিমস্টার কোর্টহাউস থেকে বেরিয়ে গোল্ডেন হর্নের সামনে এসে দাঁড়াল। ভেতরে ঢুকতে গিয়ে স্টুয়ার্টকে দেখে থেমে গেল সে। তাকিয়ে থাকল একভাবে। ঝাড়া ত্রিশ সেকেন্ড একভাবে দাঁড়িয়ে থাকল মানুষটা, অবশেষে বার রুমে ঢুকে পড়ল।

চেপে রাখা দম ছাড়ল স্টুয়ার্ট। মেরুদণ্ডে বয়ে গেল উদ্বেগের শীতল ধারা। ও ব্যাটার মাথায় কখন যে কি চিন্তা চলে, কখন যে তার ভেতরের বুনো স্বভাব মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে, সে কথা কেউ

নিশ্চিত হয়ে বলতে পারে না। তবে একটা ব্যাপার সবাই বোঝে, তা হলো, ব্যাটা যদি একবার ঘৃণা করতে শুরু করে, তাহলে সেটা হয় চিরস্থায়ী।

জনসনের স্টোরে এসে ঢুকল ম্যাট। ওকে দেখে মাথা ঝাঁকাল স্টোর-মালিক। 'ড্রেস তো ভালই ফিট করেছে। আর কিছু চাই?'

'হ্যাঁ, তোমার গান র‍্যাকে একবার চোখ বোলাতে চাই।'

'ম্যাট স্টুয়ার্ট,' বলল জনসন। 'ওই জিনিস আমি তোমার কাছে বিক্রি করব কি না বুঝতে পারছি না। আমি চাই না তুমি নতুন কোন সমস্যার সৃষ্টি করো।'

'রন,' স্টুয়ার্ট বলল। 'সামিট প্রেয়ারিতে নিরাপদে বেঁচেবর্তে থাকতে হলে হয় অস্ত্র রাখতে হবে আমাকে, নয়তো পালিয়ে যেতে হবে। কিন্তু এতদিন পর পালিয়ে যাব বলে আসিনি আমি।'

কয়েক মুহূর্ত ওকে নীরবে পর্যবেক্ষণ করল লোকটা, মাথা ঝাঁকিয়ে গান-র‍্যাক দেখাল। 'ঠিক আছে।'

দেখেশুনে একটা .৪৪-৪০ ক্যালিবারের '৭৩ উইনচেস্টার ও কোল্ট সিক্স-শূটার বাছাই করল ম্যাট। দুটোর একই কার্ট্রিজ। খানিকটা র‍্যাগ নিয়ে ওগুলোর গা থেকে ফ্যাক্টরি গ্রীজ তুলে ফেলল। সবশেষে রাইফেলের জন্যে একটা স্যাডল বুট ও কোল্টের জন্যে হোলস্টার ও বেল্ট পছন্দ করল।

'ব্যাপারটা আমার ভাল মনে হচ্ছে না,' রন জনসন বলল। 'যে স্টুয়ার্টকে আমি চিনতাম, তোমার মধ্যে তাকে দেখতে পাচ্ছি না আমি। সে কিন্তু তোমার মত গানম্যান ছিল না। এই জন্যে আমি আজও বিশ্বাস করি, পুরানো স্টুয়ার্ট কিছুতেই লুইস কার্লসনের খুনী হতে পারে না।'

'তোমার আস্থার জন্যে ধন্যবাদ, রন,' সিগারেট বানিয়ে ধরাল ম্যাট। 'ক্যাশ ড্রয়ারে এখনও একটা সিক্স-শূটার রাখো তুমি সব সময়?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই রাখি।'

'কেন?'

'সতর্কতার জন্যে,' বলল সে। 'প্রায়ই তো স্টোর হোল্ড-আপের মত ঘটনা ঘটে।'

'ঠিক,' মাথা দোলাল ম্যাট। 'সতর্ক থাকার জন্যে রাখতে হয়। আমার ব্যাপারটাও একই রকম, তবে পার্থক্য শুধু এই যে আমার যা ছিল, সব বেদখল হয়ে গেছে। জানি কারা করেছে কাজটা। এখন আমি তাদের কাছ থেকে সে সব ছিনিয়ে আনতে চাই। তার সাথে ক্ষতিপূরণ হিসেবে কিছু বাড়তিও। এই জন্যেই গানম্যান হতে হচ্ছে আমাকে।'

বাইরে, একটা বাকবোর্ড এসে থামল সামিট হাউস হোটেলের সামনে। ভেতর থেকে রুবি ডরম্যান বেরিয়ে এসে ওটায় উঠল, বসল ভাই-টেক ডরম্যানের পাশে। বোনের দিকে তাকাল সে। 'মেরি স্পেলের সাথে সময় ভালই কেটেছে তো?'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল রুবি।

ওর গলার স্বর সন্দেহজনক মনে হওয়ায় আবার তাকাল টেক। 'কোন সমস্যা হয়নি তো?'

'না। তবে একটা খবর আছে। ম্যাট স্টুয়ার্ট ফিরে এসেছে।'

ব্রেক রিলিজ করতে যাচ্ছিল টেক, আচমকা থেমে গেল। 'ম্যাট! প্রেয়ারিতে?'

'হ্যাঁ,' রুবি বলল।

'কিন্তু এতবড় ঝুঁকি কেন নিল ও? খুনের অভিযোগ...'

'শুনেছি, জাজ হেনরি ওই খুনের অভিযোগ প্রত্যাহার করে নিয়েছে। বাকি সব অভিযোগও। এমেট শেফার নাকি স্বীকার করেছে সে ওর বিরুদ্ধে মিথ্যে সাক্ষী দিয়েছিল কোর্টে। লুইস কার্লসনকে ম্যাট খুন করেনি।'

'আচ্ছা!' মুহূর্তের জন্যে অন্যমনস্ক হয়ে উঠল টেক। 'ম্যাট

স্টুয়ার্ট এখন তাহলে মুক্ত মানুষ! কিন্তু এখানে ও করবে কি? কিছুই তো নেই ওর প্রেয়ারিতে।'

'একদিন ছিল,' দ্রুত বলল রুবি।

'রেঞ্জ আর ক্যাটলের কথা বলছ?' প্রশ্ন করল টেক। 'কিন্তু সেসব আজ কোথায়? কিছুই তো নেই। বহু আগেই বেদখল হয়ে গেছে লেজি ওয়াই। ম্যাট সাদাসিধা নিরীহ মানুষ। ওর পক্ষে ওই রেঞ্জ উদ্ধার করা সম্ভব? আমার মনে হয় না।'

'ম্যাটকে "সাদাসিধা" "নিরীহ" বলে ঠাট্টা করছ মনে হচ্ছে?'

তখনই জবাব দিল না টেক, অনিশ্চিত লক্ষ্যের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। বিশালদেহী, প্রায় দানব একটা। বয়স তেইশ-চব্বিশ। বিষণ্ণ চেহারা। অসম্ভব ধৈর্যশীল। এক সময় নড়ে উঠল সে, একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে শ্রাগ করল, যেন অদৃশ্য কোন ভার চাপানো ছিল কাঁধে, ফেলে দিল। ব্রেক ছেড়ে লাগামে ঝাঁকি দিল। গড়াতে শুরু করল বাকবোর্ড।

রন জনসনের স্টোরের সামনে থামল সে। গানবেল্টের লূপে মোটা, হলুদ রঙের কার্ট্রিজ ভরার কাজ সবে শেষ করেছে স্টুয়ার্ট, এমন সময় বাইরে টেক ডরম্যানের পায়ের শব্দ শুনে ঘুরে তাকাল। টেক ও রুবিকে দেখে সতর্ক হলো।

বাইরের কড়া রোদ থেকে এসে ভেতরের অন্ধকারে প্রথমে কয়েক মুহূর্ত কিছুই দেখতে পেল না ওরা। পেল একটু পর। সঙ্গে সঙ্গে থেমে পড়ল মেয়েটা। হ্যাট স্পর্শ করল ম্যাট স্টুয়ার্ট।

'হ্যালো, রুবি!'

সোজা কাউন্টারের দিকে যাচ্ছিল টেক, ওর গলা শুনে চরকির মত ঘুরে দাঁড়াল। 'ম্যাট!' মুহূর্তের জন্যে নীরবতা। 'এইমাত্র শুনলাম তুমি প্রেয়ারিতে ফিরে এসেছ।'

'এসব কথা বাতাসের আগে ছড়ায়,' ব্যঙ্গের আভাস ফুটল ম্যাটের মন্তব্যে। 'তারপর? তোমার দিন কেমন চলছে?'

পলকের জন্যে লালের আভাস ফুটল দানবের দু'গালে। 'সেই একই,' সামলে নিয়ে বলল সে। 'তুমি খুনের অভিযোগ থেকে মুক্তি পেয়েছ, খুব খুশি হয়েছি আমি। আগেই বুঝেছি এ কাজ তোমাকে দিয়ে হতেই পারে না।'

'আচ্ছা! তা এই কথাটা এক বছর আগে পিছনের দু'পায়ে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলেই তো পারতে। অনেক উপকার হত তাহলে।'

আবার লালের আভাস ফুটল টেকের দু'গালে। চাউনিতে বিদ্বেষ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অনেক কষ্টে সামলে নিল সে নিজেকে, জনসনের দিকে ফিরে দরকারী জিনিসপত্রের অর্ডার দিল। ওদিকে রুবি ডরম্যানের একেবারেই পছন্দ হয়নি ম্যাটের এধরনের আচরণ।

ভাইকে এমন বিশ্রীভাবে অপমান হতে দেখে অসহ্য রাগ ফেনিয়ে উঠল তার মধ্যে। একদম ফ্যাকাসে হয়ে উঠল তার চেহারা, ঠোঁট কাঁপছে। হয়তো কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু সে-ও সামলে নিল। ব্যাপারটা বুঝল ম্যাট। রুবি ডরম্যানকে তার খুব ভাল করে চেনা আছে। ওর রাগ, কান্না, আনন্দ এবং হাসি—সব চেনে। চেহারা দেখে বলে দিতে পারে, ওর মনে কখন কি ভাবনা খেলা করে।

কাজটা ঠিক হয়নি, ভাবল ম্যাট। টেকের সাথে ওর এই ভাষায় কথা বলা ঠিক হয়নি। ও কখনও কোন অন্যায় করেনি তার সঙ্গে।

নিজের জিনিসপত্র তুলে নিল ম্যাট, বেরিয়ে যাওয়ার পথে রুবির সামনে থেমে দাঁড়াল একটু। 'দুঃখিত,' বলল ও। 'দুঃখিত, রুবি। কিন্তু কুকুর যখন চারদিক থেকে কেবলই লাথি খেতে থাকে, তখন ঘেউ ঘেউ করা তার স্বভাবে দাঁড়িয়ে যায়।'

বাইরে এসে স্টোর পোর্চের নিচে দাঁড়াল সে। চোখ কুঁচকে

কড়া রোদে অভ্যস্ত হওয়ার ফাঁকে ভাবল, সেই অন্ধ আক্রোশ আবার মাথা গুলিয়ে দিয়েছে তার। নইলে নির্দোষ একজনকে এত কড়া কথাগুলো কেন বলতে যাবে সে? অনেকগুলো ঘোড়ার ছুটে আসার শব্দে ঝাঁকি খেয়ে বাস্তবে ফিরে এল ম্যাট। দেখল চার রাইডার, এদিকেই আসছে। একজন দল থেকে এগিয়ে আছে সামান্য।

হ্যাট খানিকটা পেছন দিকে সরিয়ে মাথায় দিয়েছে সে, ফলে লালচে চুল বেরিয়ে আছে। ম্যাটকে চিনতে পেরে মুখ ঘুরিয়ে সঙ্গীদের উদ্দেশে কিছু বলল লোকটা, ঘোড়া ঘুরিয়ে দুলকি চালে স্টোরের হিচ রেইলের কাছে এসে থামল।

'বেশ, বেশ!' খুশি খুশি গলায় বলল লোকটা। 'মিস্টার ম্যাট স্টুয়ার্ট যে! তুমি ফিরে এসেছ শুনেছি, কিন্তু কেন, বুঝতে পারিনি। আর কাউকে পেছন থেকে গুলি করে মারার জন্যে না তো?'

শীতল চোখে দীর্ঘ সময় ধরে লোকটাকে দেখল ম্যাট। তার গত এক বছরের অমানুষিক কষ্টের জন্যে এই লালচুলোই সবচেয়ে বেশি দায়ী। হুগো বার্নেট, ম্যাথিউ টিমস্টার, এমেট শেফার এবং জাজ এলিয়াস শেলডন, তারা ছিল এর হুকুমের চাকর মাত্র। এই লোক যেভাবে নাচিয়েছে, তারা সেভাবেই নেচেছে।

'হুপার,' নিরুত্তাপ গলায় ডাকল ম্যাট। 'তোমার কোন পরিবর্তন হয়েছে বলে মনে হচ্ছে না। আগের মতই মিথ্যেবাদী রয়ে গেছ।'

হাসি একটু প্রশস্ত হলো কে হুপারের, কিন্তু মুখের চামড়া টানটান হয়ে উঠল। 'বনে জঙ্গলে থেকে এক বছরে কিছু বাজে স্বভাব হয়েছে দেখছি তোমার,' বলল সে। 'বিশেষ করে ফালতু কথা বলার। একটু শুকিয়েও গিয়েছ অবশ্য। জোরে দৌড়ানোর ফলে বোধহয়?'

'হয়তো। কিন্তু তোমার খবর কি? অন্যের সম্পদ চুরি করে খেয়ে-পরে চেহারা সুরত বেশ তেলতেলে করে তুলেছ দেখা যাচ্ছে। বেশ মোটাও হয়েছ।'

গুঁতোটা জায়গামতই লাগল। হাসি সম্পূর্ণ মিলিয়ে গেল লোকটার মুখ থেকে। 'স্টুয়ার্ট!' গম্ভীর গলায় বলল সে। 'তুমি নতুন সমস্যা সৃষ্টি করতে যাচ্ছ।'

টিটকিরির হাসি ফুটল ম্যাটের ঠোঁটে। 'একদম হুগো বার্নেটের মত কথা বলছ তুমি, হুপার।' সশব্দে থুতু ফেলল সে দু'জনের মাঝখানে। লোকটাকে খেপিয়ে তুলতে ইচ্ছে করেই কাজটা করল। 'সব সময় বড় বড় কথা বলো তুমি, হুপার। একেক সময় ভাবি, তোমার মেরুদণ্ড আসলে কতটা মজবুত।'

লালচুলো তাকিয়ে আছে তার দিকে। স্থির, চিন্তিত। মনে মনে ওজন করছে ম্যাট স্টুয়ার্টকে। ওর মতলব বোঝার চেষ্টা করছে। আবার থুথু ফেলল স্টুয়ার্ট।

'আমি অপেক্ষা করছি, হুপার।' টিটকিরির হাসি হাসল। 'ভাবছি কত তাড়াতাড়ি এগোবে তুমি।'

হঠাৎ হুপারের গলা দিয়ে একটা দুর্বোধ্য, ক্রুদ্ধ হুঙ্কার বেরিয়ে এল। স্টুয়ার্ট দেখল কাজ হয়েছে। খেপিয়ে তুলে কোণঠাসা করতে পেরেছে ও লোকটাকে। এখন আর পিছিয়ে যাওয়ার উপায় নেই তার। তবে তখনই কিছু করল না সে। স্থির হয়ে বসে আছে স্যাডলে। একটু ঝুঁকে আগুন চোখে তাকিয়ে আছে।

'আমি শুনেছি তুমি নাকি এ এলাকার সেরা লড়াকু,' আবার খোঁচা লাগাল ম্যাট। 'তোমার সাথে লাগলে নাকি হাড়-মাংস ঠিক থাকে না। নাকি ভুল শুনেছি?'

আবার হুঙ্কার ছাড়ল লোকটা। 'এসো তাহলে! নিজেই পরখ করে যাও সত্যি কি মিথ্যে।'

'এখনই আসছি, হুপার!'

চার

এগিয়ে এসে কে হুপারের ঘোড়ার মাথা বরাবর দাঁড়াল ম্যাট, একপাশে খানিকটা সরে। লোকটার স্যাডল থেকে নামার অপেক্ষায় থাকল। কিন্তু স্বাভাবিকভাবে নামল না হুপার, আচমকা ডাইভ দিল। স্টুয়ার্টের বুকের মাঝখানে দড়াম করে এক কাঁধ দিয়ে পড়ল সে।

এমন আক্রমণের জন্যে মোটেই প্রস্তুত ছিল না ম্যাট। বুকে তীব্র একটা ব্যথা অনুভব করল সে, পরক্ষণে উড়ে গেল পেছনদিকে। ডাইভটা হুপারের জন্যে বিশেষ কোন সুবিধে বয়ে আনল না। কারণ ম্যাট উড়ে যেতে শক্ত রাস্তায় নাক-মুখ দিয়ে হুড়মুড় করে আছড়ে পড়ল সে। আঘাতটা বেশ জোরেই লাগল।

ম্যাট পড়েছিল চিত হয়ে, হুপারকে আছড়ে পড়তে দেখে এক গড়ান দিয়ে সরে গেল, উঠে দাঁড়াল চট্ করে। মাথা ঘুরছে। স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারছে না। হুপারও সামলে নিয়ে উঠল। হ্যাট হারিয়েছে সে, খুলির সাথে লেপ্টে থাকা লাল চুল ধুলোয় সাদা হয়ে আছে। থু থু করে মুখের মধ্যে ঢুকে যাওয়া ধুলো ফেলল লোকটা, ফুলে ওঠা ঠোঁটে হাত বোলাল।

আগুন ঝরা দৃষ্টিতে স্টুয়ার্টকে দেখছে। এগিয়ে এসে ভয়ঙ্কর এক পাঞ্চ ছুঁড়ল। ওটা দেখল যুবক, কিন্তু চেষ্টা করেও সময়মত সরে যেতে ব্যর্থ হলো। মাথার একপাশে লাগল ঘুসিটা, ছিটকে

হিচ রেইলের ওপর গিয়ে পড়ল ও। ওটাই দ্বিতীয়বার মাটিতে আছড়ে পড়ার হাত থেকে বাঁচিয়ে দিল ম্যাটকে।

হিচ রেইল ধরে কোনমতে নিজেকে ঠেকাল, চট্ করে রেইলটার আরেকপাশে এসে দাঁড়াল। ওটাকে ব্যারিয়ার বানিয়ে কিছুটা সময় পাওয়ার ইচ্ছে। রাগে অন্ধ হুপার ব্যাপারটা দেখেও দেখল না, ঝাঁপ দিল সামনে। ওটার সাথে ধাক্কা খেতে হুঁশ হলো ব্যাটার, পড়ে যাওয়ার হাত থেকে বাঁচতে দু'হাতে খপ্ করে রেইল আঁকড়ে ধরল।

সুযোগটা হাতছাড়া করল না ম্যাট, এক পা এগিয়ে সর্বশক্তিতে প্রচণ্ড এক ঘুসি বসাল লোকটার নাকে মুখে। মুখের একটা কোনা কেটে গেল হুপারের, দরদর করে রক্ত বেরিয়ে এল। হুপার সামলে ওঠার আগেই রেইল ঘুরে দ্রুত সামনে, খোলা রাস্তায় এসে দাঁড়াল। অপেক্ষায় আছে লোকটার, জোরে জোরে দম নিচ্ছে।

তেড়ে এল কে হুপার, ওর মুখ সই করে অন্ধের মত হাত চালাল। সামান্য নিচু হয়ে আঘাতটা এড়াল ম্যাট, ঘুসিটা কাঁধের ওপর দিয়ে বেরিয়ে যেতে বুক চিতিয়ে দাঁড়াল। দু'হাত এক করে ধাঁই করে মেরে বসল লোকটার নরম ভুঁড়িতে। ঘোঁৎ করে উঠল হুপার, ধাক্কার চোটে এক পা পিছিয়ে গেল। ওর মধ্যেও হাত বাড়িয়েছিল ম্যাটকে ধরতে, কিন্তু পারল না।

থাবা দিয়ে হাতটা সরিয়ে দিয়েই চোখের পলকে আরও দুটো ব্লো ঝেড়ে দিল ম্যাট। এ দুটোও তার থলথলে, নরম ভুঁড়িতে। ব্যথায় নীল হয়ে উঠল হুপারের মুখটা, গোঙানি বেরিয়ে এল বুক চিরে। অজান্তেই পিছিয়ে যেতে শুরু করল সে। কিন্তু ম্যাট এত সহজেই ছেড়ে দিতে রাজি নয় লোকটাকে।

ছুটে গিয়ে তার চোয়াল সই করে প্রচণ্ড এক ঘুসি ছুঁড়ল। জায়গা মতই লাগল, হুপারের মাথা পেছনদিকে জোর এক ঝাঁকি

খেল। এতই জোরে যে কটকট্ করে ঘাড়ের হাড় ফোটার আওয়াজ উঠল। উড়ে রেইলের ওপর গিয়ে পড়ল লোকটা। তিন লাফে তার কাছে পৌঁছে গেল ম্যাট, রেল এঞ্জিনের পিস্টনের মত দু'হাতে দমাদম মেরে চলল তার পেটে।

প্রতিটা মারের সাথে ভীষণভাবে ঝাঁকি খেতে লাগল হুপার, হাঁ করে দম নেয়ার চেষ্টা করছে। ওর মধ্যেও আত্মরক্ষার চেষ্টা করছে লোকটা, দুর্বল হাতে ম্যাটকে পাল্টা আঘাত হানার চেষ্টা করল; কিন্তু বানের তোড়ে খড়কুটোর মত ভেসে গেল তা। নির্দয়ের মত মেরেই চলল ম্যাট।

একটু পরই ওয়াক তুলতে শুরু করল লালচুলো। বমি করে দেবে যে কোন মুহূর্তে। কাটা ঠোঁটের রক্তে চেহারা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে, বুকের মধ্যে ঘড়ঘড় করছে। দু'পা এমনভাবে কাঁপছে, মনে হচ্ছে ও দুটো বুঝি রাবারের খুঁটি, দেহের ভারে দুমড়ে যাবে এখনই।

পিস্টন থামিয়ে শেষ মারটা দেয়ার জন্যে প্রস্তুত হলো ম্যাট, জায়গা পছন্দ করতে গিয়ে ঝুঁকে পড়া চোয়ালটা পছন্দ করল। ঘুসিটার ওজন আর দু'জনের মাঝের ব্যবধান হিসেব করে মারল। চাপা কট! শব্দ করে উঠল চোয়াল। ঘুরে দড়াম করে আছড়ে পড়ল কে হুপার। জ্ঞান হারিয়েছে।

কিন্তু খুশি হওয়ার সুযোগ জুটল না ম্যাটের, শক্তি ওরও প্রায় নিঃশেষ হয়ে গেছে। চারদিকের সব কিছু ঘুরছে চোখের সামনে। পড়ে যাচ্ছে বুঝতে পেরে তাড়াতাড়ি থাবা দিয়ে হিচরেইল আঁকড়ে ধরল ও, দম নিচ্ছে হাঁ করে। ঘাম গড়িয়ে চোখে পড়ায় দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে উঠেছে।

হুপারের প্রথম ঘুসিটা যেখানে লেগেছে, সেদিকের পুরো চোয়াল অবশ, মুখের ভেতর নোন্তা রক্তের স্বাদ। নিজেকে ফিরে পাওয়ার প্রাণপণ চেষ্টা করছে ম্যাট, কিন্তু কাজ হচ্ছে না। হঠাৎ

মনে হলো, কয়েকটা ঘোড়া ঘিরে ফেলেছে ওকে, মাথার ওপর একাধিক ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর। ব্যাপার ঠিক মত বুঝে ওঠার আগেই একটা ঘোড়ার লাথি খেয়ে ছিটকে পড়ল যুবক।

একমুহূর্ত পর ভারী বুট পরা একটা পা দেখতে পেল, স্টিরাপসহ পা-টা ওর মুখ লক্ষ্য করে সবেগে চালাল কেউ। মিস করল অল্পের জন্যে। পরক্ষণে পেছনমুখো হয়ে ফিরে এল ওটা, স্পার রাওয়েল কাঁধের পেশীতে যেন আগুন ধরিয়ে দিল। চামড়া ছিঁড়ে বেরিয়ে গেল ওটা।

অন্ধের মত হাত চালাল স্টুয়ার্ট, আক্রমণকারীর বেল্ট মুঠো করে ধরে স্যাডল থেকে টেনে নামিয়ে আনার চেষ্টা করল। কিন্তু পেছন থেকে আক্রমণ করল আরেকজন, মাথায় ঘুসি খেয়ে পড়ে গেল ও।

এমন সময় দূর থেকে কে যেন চেঁচিয়ে উঠল তীক্ষ্ণ গলায়, একই মুহূর্তে গুলির শব্দে কেঁপে উঠল চারদিক। আবার এল চিৎকারটা, সঙ্গে সঙ্গে ম্যাটের চারদিকের ঘন বেষ্টনী আলগা হয়ে গেল। দূরে সরে গেছে ঘোড়াগুলো।

কষ্টেসৃষ্টে উঠে দাঁড়াল ও। দেখল কয়েক গজ দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে কে হুপারের তিন সঙ্গী, ম্যাটের দিকে নজর নেই কারও। তাদের দৃষ্টি অনুসরণ করে তাকাল যুবক। মলিন জিনস্ ও রঙ চটা শার্ট পরা একটা কাঠামো দেখতে পেল, পায়ে পুরানো বুট। একটু খুঁড়িয়ে হাঁটছে লোকটা, এদিকেই আসছে। বয়স্ক। হাতে উইনচেস্টার কারবাইন, নল তিন রাইডারের দিকে।

চোখ পিট্‌পিট করে দৃষ্টিপথের ধোঁয়াটে ভাবটা কাটাবার চেষ্টা করল ম্যাট। 'ব্রুস!' ডাকতে গিয়ে গলা ভেঙে গেল তার। 'ব্রুস লুকাস!'

'হাইয়া, বয়!' জবাব দিল লোকটা। 'আসছি, এক মিনিট!' রাইডারদের দিকে তাকাল চোখ গরম করে। 'টমসন! আমি

দেখেছি তুমি স্পার দিয়ে লাথি মেরেছ ম্যাটকে। প্রথমবার বাতাসে গুলি করে ভুল করেছি, এবার কিন্তু তা করব না। তুমি…'

'সাবধান, ক্রুস! উইনচেস্টার নামাও!'

গলাটা শেরিফ হুগো বার্নেটের। ডেপুটিসহ আচমকা সীনে হাজির সে। 'টিম, অস্ত্রটা নিয়ে নাও ওর কাছ থেকে।'

এগিয়ে এসেছিল ডেপুটি, ধমক মেরে থামিয়ে দিল ক্রুস লুকাস। 'না! আগে এই তিনটেকে ভাগাও এখান থেকে, তারপর তোমার সাথে কথা বলব আমি।'

'ঠিক আছে,' শেরিফ বলল। 'টমসন, নিকি আর প্যাট্রিজ, বের হয়ে যাও শহর থেকে।'

টমসন ষাঁড়ের মত স্বাস্থ্যের অধিকারী। গর্দান মোটা। এক কথায় পিছু হটার বান্দা নয়। মাথা নাড়ল সে। 'আমরা হুপারের সঙ্গে এসেছি, ওর সাথেই যাব।'

'এখনই যাবে তোমরা!' কড়া দাবড়ি লাগাল শেরিফ। 'হুপারের জন্যে তোমাদের না ভাবলেও চলবে। বেরিয়ে যাও এখনই। কথাটা দ্বিতীয়বার বলব না আমি।'

রোগাটে, সামান্য কুঁজো মানুষটার মধ্যে হঠাৎ করেই যেন কর্তৃত্বের ভাব ফুটল। তার কড়া দৃষ্টির সামনে চোখ নামিয়ে নিতে বাধ্য হলো টমসন। ঘোড়া ঘুরিয়ে নিয়ে সরে গেল জায়গা ছেড়ে। কিছুক্ষণ দলটার দিকে তাকিয়ে থেকে লুকাসের দিকে ফিরল শেরিফ। 'এবার দাও।'

চেম্বার খালি করে ওটা আবার ফিরিয়ে দিল সে। বলল, 'পরেরবার শহরে পা রাখার সময় অস্ত্রটা স্যাডল বুটে রেখে আসবে তুমি।'

'সে আমি বুঝব,' ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠল ক্রুস। 'প্রয়োজনে লাগতে পারে বলেই অস্ত্রটা সাথে রাখি আমি। এমনি এমনি নয়।' একটু দম নিল লোকটা। 'ম্যাট ফিরে এসেছে শুনে ওর সাথে

দেখা করতে এসেছিলাম। কি দেখলাম এসে? কে হুপারকে ধোলাই করছে ম্যাট, ম্যান-টু-ম্যান লড়াই হচ্ছে। তারপর? ওই তিন হারামজাদা এসে ম্যাটকে তিনদিক থেকে আক্রমণ করল। কি করার ছিল তখন আমার, দূরে দাঁড়িয়ে হাততালি দিয়ে ব্যাটাদের উৎসাহ দেয়া?'

চোখের কোণে নড়াচড়া ধরা পড়তে ঘুরে তাকাল শেরিফ। দেখল এক কনুইয়ে ভর দিয়ে উঠে বসার চেষ্টা করছে কে হুপার। ডেপুটির উদ্দেশে মাথা ঝাঁকাল সে। 'একে সাহায্য করো।' ম্যাটের দিকে ফিরল নির্দেশটা দিয়ে। 'তারপর, কি বলার আছে তোমার? পুরানো অভিযোগ থেকে মুক্তি পেয়েছ বলে যা খুশি তাই করে বেড়াবে? কেন ঝগড়া বাধাতে গেলে হুপারের সাথে?'

'আমি বাধাইনি,' বলল ম্যাট। 'ও ব্যাটাই বাধিয়েছে। আমি জনসনের স্টোর থেকে বের হচ্ছি, এই সময় তিন সঙ্গীসহ এসে হাজির হুপার। আমাকে দেখেই ঘোড়া থামিয়ে যা-তা বলতে শুরু করে দিল।'

'ঠিক,' ক্রুস বলল। 'আমি দেখেছি।' ম্যাটের বাহু মুঠো করে ধরল। 'চলো, জর্জ ডলউইগের ওখানে যাই। একটু গলা না ভেজালে চলছে না।'

'আমারও,' বলে প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে শেরিফের দিকে তাকাল।

'যাও,' বলল সে। 'কিন্তু মনে রেখো, আমার কাছ থেকে কোন বিশেষ সুবিধে তুমি পাবে না।'

পড়ে থাকা গিয়ার তুলে নেয়ার জন্যে স্টোর পোর্চের দিকে ফিরল স্টুয়ার্ট, চোখে পড়ল ছোটখাট ভিড় জমে গেছে ওখানটায়। ভিড়ের মধ্যে জনসন, টেক আর রুবি ডরম্যানকে দেখতে পেল ও। বড় বড় চোখ মেলে ম্যাটকে দেখছে মেয়েটা। গভীর কোন রহস্য আছে যেন সে দৃষ্টিতে।

তার ভাইয়ের চেহারায় অবিশ্বাস। যা দেখেছে, যেন তা মেনে

নিতে পারছে না।

ম্যাট স্টুয়ার্ট আর ব্রুস লুকাসকে দেখে লজপোল বারের দরজা খুলে ধরল জর্জ ডলউইগ। মাঝারি উচ্চতার মানুষ সে, মুখটা গোল। মাথাভর্তি চকচকে টাক।

'আমরা দু'জন খুব মজা পেয়েছি তোমার হাতের কাজ দেখে,' পাশে দাঁড়ানো বার্ট গ্রেডারকে দেখিয়ে বলল জর্জ। 'হুপারের পাওনা ছিল ব্যাপারটা।'

হাসির ভঙ্গি করল ম্যাট। বলল, 'তোমরা ভাবতে পারো কাজটা কি করে করলাম আমি? উত্তরটা নিজেও জানি না। মনে হয়েছে ব্যাটার পেটটা নরম, কিছু করতে হলে ওটার ওপরই করতে হবে।' শ্রাগ করল ও। 'ব্যস।'

হো হো করে হেসে উঠল ব্রুস লুকাস, কিন্তু সেলুনের দরজা দড়াম করে খুলে যেতে মাঝপথে থেমে গেল সে। ডেপুটি ম্যাথিউ টিমস্টার ঢুকেছে ভেতরে। দু'চোখ জ্বলছে লোকটার। বিশাল দেহ নিয়ে স্টুয়ার্টের সামনে এসে দাঁড়াল। 'জানো, কি করেছ তুমি? কে হুপারের চোয়াল ভেঙে দিয়েছ!'

চোখ পিট্ পিট্ করল ম্যাট। 'তাই নাকি?' বলল শান্ত গলায়। ডান হাত মুঠো পাকিয়ে চোখের সামনে তুলে দেখল। 'আমি তো কেবল খালি হাতে মেরেছি।'

'সেটা ব্যাপার নয়। ব্যাপার হচ্ছে তুমি ওর চোয়াল ভেঙে দিয়েছ।'

'না হয় দিয়েছে,' ব্রুস লুকাস বলল ক্রুদ্ধ গলায়। 'তাতে হয়েছেটা কি? হুপার দু'হাত ব্যবহার করেছে, ম্যাটও দু'হাত ব্যবহার করেছে। নাকি তুমি বলতে চাইছ ও চার হাত ব্যবহার করেছে! তাছাড়া হুপার যদি ম্যাটের চোয়াল ভেঙে দিত, তুমি এত ব্যস্ত হতে বলে মনে হয় না। ব্যাপার কি?'

চোখ কুঁচকে লোকটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল ডেপুটি। 'তোমার এ ধরনের কথাবার্তা ভাল লাগছে না আমার, ব্রুস।'

শ্রাগ করল সে। 'দুঃখিত। তোমাকে খুশি করার মত কোন শব্দ আমার জানা নেই। আমি কেবল নির্দোষ একটা মন্তব্য করেছি। নিশ্চয়ই এজন্যে আইনে কোন শাস্তির ব্যবস্থা নেই?'

রাগে কুকুরের মত গরগর করতে লাগল ডেপুটি। বড়সড় মুখটা তেতে উঠতে শুরু করেছে। প্রচ্ছন্ন হুমকি দিয়ে তার গোড়ায় পানি ঢেলে দিল জর্জ ডলউইগ।

'ম্যাথিউ, স্টুয়ার্টের বিরুদ্ধে কোন লিগ্যাল অভিযোগ আছে তোমার?' প্রশ্ন করল লোকটা।

ঘোলাটে চোখে তার দিকে তাকাল লোকটা। 'লিগ্যাল!'

'ওয়ারেন্টের কথা বোঝাতে চাইছি আমি। ওকে অ্যারেস্ট করতে চাও?'

'না,' আমতা আমতা করে বলল লোকটা। 'আমি শুধু বলতে...'

'আর কিছু বলার দরকার নেই,' জর্জ বাধা দিল বিরক্ত গলায়। 'যদি কোন অফিশিয়াল কাজে এসে থাকো, আমার কোন আপত্তি নেই। যদি তা না হয়, তাহলে দয়া করে বেরিয়ে যাও। আর কোন কথা শুনতে চাই না। আমার কাস্টমাররাও চায় না। বুঝতে পেরেছ?'

দীর্ঘ সময় কড়া চোখে তাকে দেখল টিমস্টার। অপদস্থ হয়ে রাগে লাল। কিন্তু নিজের অসহায় অবস্থা বুঝতে দেরি হলো না, তাই রাগ সামলে গট্‌গট্ করে বেরিয়ে গেল সে।

পরিস্থিতি খানিকটা স্বাভাবিক হতে ড্রিঙ্কের অর্ডার দিল ব্রুস। ড্রিঙ্ক আসতে গ্লাসে চুমুক দিয়ে মাথা দোলাল। 'এখন এটাই সবচেয়ে বেশি দরকার তোমার।'

তখনই জবাব দিল না ম্যাট। একটু পর বলল, 'আমার সবচেয়ে বেশি দরকার শহর ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়া। এখন কোন আউটফিটের সাথে আছ তুমি, ব্রুস?'

'কোনটার সাথে নেই। কুলী গ্লেডে বুড়ো আলেক উইলসন আর তার মেয়ের সাথে আছি অবশ্য।'

'তাহলে এখন থেকে তুমি আর আমি নতুন করে জোট বাঁধলাম,' পকেট থেকে কিছু খুচরো বের করে টেবিলে রাখল ম্যাট। 'পথে নামতে হলে প্রথমেই লাগবে খাবার আর ব্লাঙ্কেট। যাও, রন জনসনের স্টোর থেকে কিনে ফেলো সব। আমি শ্যন জেরির করাল থেকে প্যাক হর্স নিয়ে আসছি।'

চোখ কুঁচকে গভীর দৃষ্টিতে ওকে দেখল লোকটা। 'একটা প্রশ্ন আছে আমার, বয়। শহরে থাকার কোন ইচ্ছে নেই তোমার?'

'না, ব্রুস,' মাথা নাড়ল ম্যাট। 'একদম না।'

'ঠিক আছে,' বলে খুচরো টাকাগুলোর দিকে হাত বাড়াল বৃদ্ধ রাইডার। উঠে পড়ল। 'তাহলে, আজ থেকে তুমি আর আমি জোট বাঁধলাম নতুন করে।'

দ্রুত পায়ে লজপোল বার থেকে বেরিয়ে এল মজবুত দেহের অধিকারী বৃদ্ধ। চাঁছাছোলা কথার মানুষ সে, কাউকে পরোয়া করে না। একটু পর স্টোরের রেইলের সাথে ঘোড়া বাঁধল লোকটা, দেখল ডরম্যান বাকবোর্ড তখনও আগের জায়গায়ই দাঁড়িয়ে আছে। রুবি সীটে বসা। ঘোড়া বাঁধা শেষ করে মুখ তুলতেই টেককে দেখতে পেল বৃদ্ধ। স্টোর থেকে বেরিয়ে এসে টিমের বাঁধন খুলে বোনের পাশে উঠে বসল যুবক। ঘুরে তাকাল ব্রুস লুকাসের দিকে।

'ও কেমন আছে?'

'অ্যাঁ! ম্যাটের কথা বলছ?' হাসল। 'ও ভাল আছে, কিচ্ছু হয়নি। তবে কে হুপারের কথা বলতে পারি না। শুনেছি তার নাকি

চোয়াল ভেঙে গেছে।'

লাগাম তুলে নিল টেক ডরম্যান। রাইডারের হাসি পছন্দ হয়নি। 'আলেক উইলসনের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হয় আজকাল?' সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল।

চোখ তুলে তাকে দেখল ব্রুস। মনে হলো যুবকের চাউনিতে শত্রুতার ক্ষীণ আভাস রয়েছে। 'হ্যাঁ, প্রায়ই দেখা হয়। কুলী গ্লেডে ক্যাম্প করে আছি আমি, আলেক আর তার মেয়ে অ্যানি। আমাদের দুই বুড়োর কোন সমস্যা হয় না, হয় মেয়েটার। ওর ওরকম পরিবেশে থাকার কথা ছিল না। মাথার ওপরে একটা ছাদ থাকার কথা ছিল মেয়েটার। না, না, তাই বলে ওর কোন অভিযোগ নেই। মেয়েটা একেবারেই অন্য ধরনের।'

টেকের চোয়াল দৃঢ় হলো। 'ডরম্যান র‍্যাঞ্চ যে কোন মুহূর্তে তাদেরকে অভ্যর্থনা জানাতে প্রস্তুত আছে। যতদিন খুশি সেখানে থাকতে পারে তারা। সে কথা তারাও জানে।'

'হয়তো,' নিরাসক্ত কণ্ঠে বলল লুকাস। 'কিন্তু ওখানে থাকার চেয়ে কুলী গ্লেডে ক্যাম্প করে থাকাই বাপ-বেটীর বেশি পছন্দ।'

'জাহান্নামে যাক!' দাঁতে দাঁত চেপে বিড়বিড় করল টেক। 'সব ক'টা জাহান্নামে যাক!'

বাতাসে সপাং করে তীক্ষ্ণ আওয়াজ তুলল চাবুক। ভয়ে লাফিয়ে উঠে ছুটল টিম। বিপজ্জনক ভঙ্গিতে লাফ ঝাঁপ করতে করতে বাকবোর্ডও ছুটল ধুলো উড়িয়ে। রাগের মাথায় আবারও চাবুক তুলেছিল যুবক, কিন্তু শেষ মুহূর্তে নামিয়ে নিল।

'দুঃখিত। শুধু শুধু টিমের ওপর রাগ ঝাড়ছি আমি। লোকটার কথা শুনে গায়ে আগুন ধরে গিয়েছিল।'

'আমি বুঝি,' মৃদু স্বরে বলল রুবি।

বোনের দিকে ফিরল টেক। 'রজার লোগানের খবর কি? লাইনের বাইরে যাওয়ার চেষ্টা করেনি তো?'

মাথা নাড়ল যুবতী। 'নাহ্! লোকটা আসলেই খুব ভদ্র।'

'হলেই ভাল। যদি কখনও বেলাইনে পা বাড়ায়, আমি নিজেই ওর ঘাড় ভাঙব।'

ঘন গাছপালা ঘেরা রেডস্টোন হিলের চূড়া এবং পুবের বিশাল স্মেমিনো মাউন্টেনের মাঝখানে সামিট প্রেয়ারি–পনেরো মাইল দীর্ঘ। ওপরের অংশের দশ মাইল উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত, কিন্তু নিচের অংশ শেরিডান পীকের গোড়াকে বেস্টন করে পুবদিকে বাঁক নিয়েছে। উল্টো দ্বীপশিখার আকৃতি নিয়ে চিঙ্কাপিন কান্ট্রির দিকে চলে গেছে।

প্রেয়ারি এমন ভাবে বাঁক নিয়েছে যে শরতের শেষদিকে এবং বসন্তের শুরুতে শেরিডান পীকের কারণে তাসকারোরা শহরে সূর্য দেখা দেয় বেশ কিছুটা দেরিতে। গ্রীষ্মের মাঝামাঝি সময়ে অবশ্য অত দেরি হয় না। তখন পীকের উত্তরদিক ঘেঁষে সূর্য ওঠে বলে আলো আর উত্তাপ তাড়াতাড়িই পৌঁছে যায় শহরে।

প্যাকহর্স সামনে নিয়ে ম্যাট স্টুয়ার্ট ও ব্রুস লুকাস যখন শহর ছেড়ে বেরিয়ে আসছে, সূর্য তখন একদম মাথার ওপরে। আকাশ পরিষ্কার। মেঘের চিহ্নও নেই কোথাও।

দু'জনেই নীরবে পথ চলছে। ডুবে আছে যে যার চিন্তায়। বেশ কিছুক্ষণ পর মুখ খুলল বৃদ্ধ রাইডার। 'হুপারের সাথে সেধে লড়তে যাওয়া উচিত হয়নি তোমার। ওর সাথে তিনজন ছিল। বড় ধরনের বিপদ ঘটে যেতে পারত আজ।'

একটু বিরতি দিল সে। 'আমার সন্দেহ তুমি সেধে লোকটার সাথে লড়াই বাধিয়েছ। সত্যি?'

'হ্যাঁ,' মাথা দোলাল ম্যাট।

'কেন?'

'কিছুদিন আগে পর্যন্ত ভীতু ছিলাম বলে কারও সাথে লড়তে

সাহস পেতাম না। কিন্তু ইদানীং কিছুদিন ধরে মনে হচ্ছিল সে ভয় আর নেই আমার মধ্যে। কেটে গেছে। ব্যাপারটা সত্যি কিনা, পরখ করে দেখার লোভ হলো...তাই...'

দ্রুত মুখ ঘুরিয়ে ওকে দেখল লুকাস। 'তুমি লড়েছ ভালই, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু, ম্যাট, হঠাৎ অস্ত্র কেনার কি দরকার পড়ল তোমার? ওগুলো কতটুকু দেখানোর জন্যে আর কতটুকু ব্যবহারের জন্যে কিনেছ?'

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল ম্যাট, নজর সামনে নিবদ্ধ। দু'ঠোঁট পরস্পরের সাথে এঁটে আছে। যখন মুখ খুলল, মনে হলো অনেক দূর থেকে কথা বলছে। নিচু, আবেগহীন কণ্ঠস্বর।

'পালিয়ে বেড়ানোর দিনগুলোতে প্রতিটা রাত ছিল ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক,' শুরু করল । 'তার মধ্যে একটা রাত এত ভয়ঙ্কর ছিল, যা কাউকে বলে বোঝানো যাবে না। সে রাতে আমি গ্রেস্টোন মাউন্টেন ধরে যাচ্ছিলাম, এমেট শেফারের ট্রেইল ধরে। সন্ধে লাগা মাত্র শুরু হলো ঝড়। সে কি ঝড়! দুনিয়ার সব কিছু উড়ে আসছে আমার দিকে। একেকটা শব্দে মনে হচ্ছিল পৃথিবী ভেঙেচুরে এখনই মাথায় পড়বে। এত গাঢ় অন্ধকার, নাকের সামনে তুলে এনেও হাত দেখতে পাচ্ছিলাম না। আমার আশেপাশে ঘন ঘন বাজ পড়ছে, বড় বড় গাছ ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে। বাতাস পোড়া গন্ধে ভরে আছে।

'বাতাসের মুখোমুখি চলার সাধ্য ছিল না, দম আটকে আসছিল প্রবল ঝাপটায়। হঠাৎ বড় একটা গাছের ডাল ভেঙে পড়ল আমার মাত্র কয়েক ইঞ্চি সামনে, আমার ঘোড়াটার মাথায়। মরে গেল ওটা। হাঁটতে শুরু করলাম। তার একটু পর শুরু হলো বৃষ্টি। সে কি বৃষ্টি, তুমি কল্পনাও করতে পারবে না, ব্রুস।

'অল্প সময়ের মধ্যে আমার কোমর পর্যন্ত উঠে এল পানি। অন্ধকার বনের মধ্যে প্রাণের ভয়ে অন্ধের মত ছোটাছুটি করছি

আমি,' আপন মনেই মাথা ঝাঁকাল স্টুয়ার্ট। 'এমন অভিজ্ঞতা যেন আর কারও না হয়। একটু পর বৃষ্টি থামল, শুরু হলো শিলাবৃষ্টি। কাপড়-চোপড় জমে গেল আমার। ঠাণ্ডায় মরার দশা। আগুন জ্বালার কোন উপায় নেই পানি আর বাতাসের জন্যে। জমে যাওয়ার হাত থেকে বাঁচার উপায় না দেখে দৌড়াতে শুরু করলাম অন্ধের মত। ঘণ্টার পর ঘণ্টা দৌড়েছি সেদিন, শেষ পর্যন্ত মরিনি এত কিছুর পরও, প্রাণে বেঁচে গেছি। কিন্তু কিভাবে, আজও জানি না আমি।

'ওই সময় মাথায় একটাই চিন্তা ছিল আমার। তা হলো, এরকম সময়ে, এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে আমি এই পাহাড়ী বনে কেন? কিসের প্রায়শ্চিত্ত করছি? মাথায় ডাল পড়ার সময় ঘোড়াটা যদি আর কয়েক ইঞ্চি এগিয়ে থাকত, কি হত তাহলে?

'সামিট প্রেয়ারির নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে কেন পথে নামতে হয়েছে আমাকে? কে দায়ী এজন্যে?'

মাথা ঝাঁকাল স্টুয়ার্ট। 'আরও অনেক চিন্তা সে রাতে মাথায় এসেছে আমার। তারপর আরও অনেক ভয়ঙ্কর রাত গেছে গত এক বছরে, ব্রুস। অনেক ঝড় গেছে আমার ওপর দিয়ে। তাই ফিরে আসার আগেই প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, যে বা যারা আমার ওই পরিণতির জন্যে দায়ী, তাদের কাউকে ছাড়ব না আমি।

'সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে ওগুলো কিনতে হয়েছে, ব্রুস। যদি ভেবে থাকো ওগুলো শুধুই দেখানোর জন্যে, তাহলে খুব ভুল করবে।'

পাঁচ

শেরিডান পীকের উত্তরে, ল্যাভেন্ডারের মিষ্টি গন্ধে ভরা সেমিনোর গভীরে মিলিত হয়েছে অ্যাসপেন ও কুলী ক্রীকের মিষ্টি পানি। সেখান থেকে নতুন ধারা হয়ে নাচতে নাচতে প্রেয়ারি ফ্ল্যাট হয়ে রুবিকন ক্যানিয়নে চলে গেছে। তারপর নেমে গেছে অনেক দূরের হেরন লেকে।

রুবিকন ক্রীক যেখানে ক্যানিয়ন থেকে আলাদা হয়ে সরে এসেছে তার সামান্য দক্ষিণে সেমিনোর উত্থানের শুরু। ডরম্যান র‍্যাঞ্চ হেডকোয়ার্টার্স এই দুইয়ের মাঝখানে। বিরাট র‍্যাঞ্চ। কয়েকটা বিল্ডিং, করাল ইত্যাদি মিলিয়ে প্রায় সিকি মাইল বিস্তৃত। পেছনে সেমিনোর ঢাল মোটা মোটা, আকাশছোঁয়া পাইন গাছে ছেয়ে আছে।

বিল্ডিংগুলোর মাঝখান দিয়ে গেছে র‍্যাঞ্চের রাস্তা। তার একদিকে মেইন র‍্যাঞ্চহাউস, অন্যদিকে আর সব। র‍্যাঞ্চহাউসে যেতে হলে পানি ভরা একটা অগভীর ডিচ পেরোতে হয়। পাহাড়ের ঢালের এক সরু গিরিখাত ওটা, র‍্যাঞ্চহাউসের কাছ দিয়ে ঘুরে উত্তরের রুবিকন ক্রীকের দিকে চলে গেছে।

র‍্যাঞ্চহাউসের সামনে বাকবোর্ড দাঁড় করাল টেক ডরম্যান। রুবি তাকিয়ে আছে সামনে, পোর্চের শেষ মাথায় আর্মি চেয়ারে বসা মানুষটার দিকে। ধপধপে সাদা চুল তার, ছোটখাট দেহ।

চেহারায় বার্ধক্যের নির্মম ছাপ।

বাকবোর্ডের সাড়া পেয়ে করাল থেকে স্মিথ রেমন বেরিয়ে এল। রুবিকে নামতে সাহায্য করল, তারপর বৃদ্ধের উদ্দেশে মৃদু মাথা ঝাঁকাল। 'মানুষটা তেমন কথা বলছে না, রুবি,' বলল স্মিথ নিচু গলায়। 'যখন বলে, শুধু তোমার কথাই বলে। আজ সকালেই তোমার খোঁজ নিয়েছে। জানতে চাইছিল, তুমি কোথায়, কখন ফিরবে। খুব উদ্বিগ্ন তোমাকে নিয়ে।'

দ্রুত একপলক বৃদ্ধকে দেখে নিল লোকটা। 'মনে হচ্ছে প্রতি মুহূর্তে একটু একটু করে আমাদের কাছ থেকে দূরে চলে যাচ্ছে মানুষটা।'

স্মিথ ব্যস্ত হয়ে পড়ল বাকবোর্ড সামাল দিতে, ডাক সাপ্লাই ভর্তি স্যাক নামাতে শুরু করল। এদিকে রুবি ধীর পায়ে বৃদ্ধের সামনে এসে দাঁড়াল। ঝুঁকে চুমু খেলো তার কপালে। 'আঙ্কেল ডেভ,' বিড় বিড় করে বলল। 'আমি ফিরে এসেছি।'

মাথা পেছনে হেলিয়ে ফ্যাকাসে নীলচে চোখে রুবিকে দেখল বৃদ্ধ। দৃষ্টি নরম হয়ে উঠল তার, মুখে মৃদু হাসির আভাসও দেখা দিল। এক হাতে ওর একটা হাত ধরল বৃদ্ধ, অন্য হাতে সেটার পিঠ চাপড়ে দিল। কিছু বলল না।

তাড়াতাড়ি কিচেনে চলে এল রুবি। গলার মধ্যে গিঁঠ পাকিয়ে গেছে, কান্না পাচ্ছে ওর। স্মিথ রেমন ঠিকই বলেছে, ভাবল ও, মানুষটা ওদের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।

সাপ্লাই নিয়ে টেক ডরম্যান ঢুকল একটু পর, কিচেন টেবিলে ওগুলো সাজিয়ে রাখতে লাগল। বোনের ওপর চোখ পড়তে তার মনের অবস্থা বুঝল সে, এগিয়ে এসে একটা হাত রাখল তার কাঁধে। 'যেদিন আমরা প্রথম আঙ্কেল ডেভকে দেখলাম, সেদিনের কথা মনে আছে তোমার, রুবি?' গাঢ় কণ্ঠে বলল সে। মাথা নাড়ল। 'না থাকারই কথা। তুমি তখন সাত বছরের ছিলে, আমি

তেরো বছরের।

'শীতকাল ছিল তখন। আমরা দু'জন স্কুলে। হঠাৎ খবর এল, তুষার ধসে পড়ে আমাদের কেবিন তলিয়ে গেছে, মা-বাবার পাত্তা নেই। এত বরফ ভেঙে পড়েছে, তার নিচে কারও বেঁচে থাকার প্রশ্নই আসে না। স্কুলের সবাই অন্যরকম চোখে দেখতে লাগল আমাদেরকে, ওরা বুঝে ফেলেছিল, ওদের আর আমাদের জীবন এক নেই, বদলে গেছে।

'প্রতিবেশীরা, বিশেষ করে আর্চাররা কিছুদিন আমাদের দেখাশুনা করল, তারপর একদিন আঙ্কেল ডেভ এসে হাজির। সারাক্ষণ মানুষটার মুখে হাসি লেগেই থাকত,' একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল টেক। 'এসেই আমাদের জীবনের শূন্যতা পূরণ করে দিল, নতুন পৃথিবীর সন্ধান পেলাম আমরা। জানলাম, নিরাপত্তা আর সুখ কাকে বলে।'

আনমনা হয়ে উঠল যুবক। আরেকবার দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, 'ডক রিচার্ড বলেছে, বড়জোর আর এক সপ্তা বাঁচবে আঙ্কেল ডেভ।'

অনেক কষ্টে কান্না ঠেকাল রুবি। দুঃখে বুক ফেটে যাচ্ছে।

'মানুষটার কাছে আমাদের দেনার অন্ত নেই, রুবি। তাই ঠিক করেছি, জীবনের শেষ এই ক'টা দিন যাতে আঙ্কেলকে কোন কষ্ট ছুঁতে না পারে, সেই চেষ্টা করব। তুমি আর আমি। এতে তার কিছু ঋণ হয়তো শোধ হবে।

'রজার লোগান, কে হুপারের মত মানুষের সাথে সুসম্পর্ক রেখে চলব, যাতে সামিট ল্যান্ড অ্যান্ড ক্যাটল কোম্পানির লোভের হাত থেকে নিরাপদ থাকা যায়। প্রতিবেশীরা যদি ভুল বোঝে, যদি কাপুরুষ ভাবে, যদি মনে করে ওদের সাথে হাত মিলিয়ে আমরা বিশ্বাসঘাতকতা করছি, করুক মনে। কিছু যাবে আসবে না।

'একজন বুড়ো, ক্লান্ত, প্রিয় মানুষ যাতে অন্তত শান্তিতে মরতে পারে সেজন্যে এই সামান্য ত্যাগ আমাদের স্বীকার করতেই হবে, কি বলো?'

গলার গিঁঠটা আরও বড় হয়ে উঠেছে রুবির। চোখের পানি বাঁধ মানতে চাইছে না। তবু জোর করে মানাল ও।

'হ্যাঁ, টেক,' বলল কোনমতে। 'ঠিক বলেছ তুমি। আমি আছি তোমার সাথে।'

মেইন প্রেয়ারি রোড ধরে এগিয়ে চলেছে ম্যাট ও ব্রুস। ওদের অনেকটা সামনে ধুলোর মেঘ দেখা যাচ্ছে–টেক ডরম্যানের বাকবোর্ডের তৈরি। অতীতের কথা ভাবল ম্যাট। ওই পথ ধরে সে নিজেও কতবার ওদের র‍্যাঞ্চে গেছে, হিসেব নেই তার।

রুবিকে ওখানেই পেয়েছিল সে। আর কোনদিন কি...? মাথা ঝাঁকিয়ে চিন্তাটা দূর করে দিতে চাইল।

'কি হয়েছে?' লুকাস প্রশ্ন করল।

হাসল ও। 'বন্ধু হুপার জবর এক ব্লো মেরেছিল মাথায়। ব্যথা করছে।'

'আজকের দিনটা অন্তত বিশ্রাম নেয়া উচিত ছিল তোমার,' গম্ভীর হয়ে উঠল বৃদ্ধ। 'এত তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়া ঠিক হয়নি। যাক গে, যা হওয়ার হয়ে গেছে। এখন তাড়াতাড়ি কুলী গ্লেডে চলো। ওখানে আলেক উইলসনের ক্যাম্পে বিশ্রাম নিয়ে...'

'ওদিকে যাব ঠিক,' বাধা দিয়ে বলল ম্যাট। 'কিন্তু তার আগে অন্য একটা কাজ আছে।'

'কি?' চোখ কুঁচকে উঠল ব্রুসের।

'বাড়িটা একবার দেখব,' এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল যুবক।

'আমিও এই ভয়টাই করছিলাম,' ব্রুস বলল। 'কিন্তু

ওখানকার বর্তমান চেহারা ভাল লাগবে না তোমার। কম্বাইন ওটাকে সিক্সটি সিক্সের হেডকোয়ার্টার্স বানিয়ে ফেলেছে। তাছাড়া নেল টমসন শেরিফের তাড়া খেয়ে ওখানেই গিয়ে উঠেছে। নতুন ঝামেলা বাধবে তুমি গেলে।'

'ঝামেলা!' চাউনি হিম হয়ে উঠল ম্যাটের। 'নেল টমসন! ওই ব্যাটাই না আমাকে রাওয়েল করেছিল?' হাত তুলে ক্ষতস্থানটা ছুঁয়ে দেখল। 'ওর সাথে আমার আরেকবার দেখা হওয়া দরকার, ব্রুস।'

'ও একা নেই, ম্যাট। ওর সঙ্গীরাও আছে।'

বাঁকা হাসি ফুটল ম্যাটের ঠোঁটের কোণে। 'আমার সম্পত্তিতে খুব জমিয়ে বসেছে ব্যাটারা, কেমন? খুব মৌজে আছে? ভেবেছে যা খুশি তাই করতে পারে, কেউ বাধা দিতে আসবে না?' চিবিয়ে চিবিয়ে বলল ম্যাট। 'খুব টাফ ওরা? খুব টাফ আউটফিট? আমি নিজে পরীক্ষা করে দেখতে চাই কত টাফ ওরা।'

নীরবে শ্রাগ করল বৃদ্ধ রাইডার। আপত্তি জানাল না। ধীর গতিতে এগোল ম্যাট। সামনে একটা বড় লেক, রুবিকন ক্রীক এসে মিশেছে ওটার সাথে। লেকের অন্য পাশে বড় এক জলাভূমি। তার পুব প্রান্ত ঘেঁষে ক্রীক অতিক্রম করে গেছে র‍্যাঞ্চের রাস্তা।

চলার মধ্যে লেকের দিকে তাকাল ম্যাট। সেমিনো থেকে আসা মৃদু বাতাসে ছোট ছোট ঢেউ উঠেছে পানিতে। জলাভূমির ওপর পাখি উড়ছে, বিচিত্র স্বরে ডাকছে ওরা। প্রচুর সারস হকও দেখতে পেল সে, বুক পানিতে দাঁড়িয়ে ডানা ঝাপটে গোসল করছে। বহুদিনের না দেখা পরিচিত দৃশ্যগুলো উত্তেজিত করে তুলল ম্যাটকে।

কিছুক্ষণ পর মরুভূমির সমতল ভূমিতে এসে পড়ল ওরা। সামনেই ম্যাটের গন্তব্য–তার র‍্যাঞ্চ। আরও একটু এগোতে

বড়সড় এক গরুর পাল দেখতে পেল ম্যাট। প্রত্যেকটার গায়ে সিক্সটি সিক্সের স্ট্যাম্প আয়রনের ব্র্যান্ড। ওর লেজি ওয়াইয়ের কোন চিহ্নই নেই।

'আমার ক্যাটলগুলোর কি হলো, ব্রুস?'

'অ্যাসপেন ক্রীকের মাথায় কিছু আছে,' বৃদ্ধ বলল। 'রেঞ্জ থাকলে ওগুলোকে নিয়ে আসতাম আমি।'

মাথা দোলাল স্টুয়ার্ট, গম্ভীর। মনে পড়েছে, প্রেয়ারি ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হওয়ার কিছুদিন আগে নিজের সমস্ত গরু সামার রেঞ্জের জন্যে পাহাড়ে নিয়ে গিয়েছিল ও।

'শীতে কিছু কিছু মরে গেছে,' আবার বলল ব্রুস লুকাস। 'তবে বেশির ভাগই বেঁচে আছে। আমি ওদিকে নিয়মিত যাওয়া-আসা করেছি পশুগুলোর ওপর নজর রাখতে।'

'কতগুলো আছে মনে হয় তোমার?'

'শ'তিনেক,' একটু ভেবে জবাব দিল সে। 'কিছু বেশিও হতে পারে। আন্দাজে বলছি অবশ্য।'

মাথা ঝাঁকাল ম্যাট। 'তিনশো থাকলেই আমি খুশি। কিন্তু এক থেকে দু'বছর বয়সী শ'দুয়েক গরুও ছিল এই তৃণভূমিতে। সেগুলোর কি হলো?'

শ্রাগ করল ব্রুস। 'বুঝে নাও।'

'নিয়েছি। তবু কাউকে কাউকে জিজ্ঞেস করতে হবে।'

একটা উঁচুমত জায়গায় এসে থামল ওরা। সামনে র‍্যাঞ্চ হেডকোয়ার্টার্স। ঢালের ওপর। র‍্যাঞ্চহাউসের সমতলভূমিতে একজোড়া পপলার গাছ সগর্বে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে, অলস বাতাসে সবুজ মাথা একটু একটু দুলছে। ও দুটোর মাঝখানে লম্বা হিচ রেইল। ওটার কাছে দাঁড়িয়ে আছে দুই লোক, তর্ক করছে কিছু নিয়ে।

করালের কাছে আরও দু'জনকে দেখা গেল, তিনটে ঘোড়ার স্যাডল খোলার কাজে ব্যস্ত। দূরে, লেকের উল্টোদিকে এক রাইডারকে দেখতে পেল ওরা, দুলকি চালে কোথাও যাচ্ছে। ওদিকে প্রেয়ারি রোডের ওপর ধুলোর ক্ষীণ মেঘ ভাসছে। কেউ আসছে।

চারদিকে আরও একবার দ্রুত নজর বুলিয়ে নিল ম্যাট। এটা ওরই র‍্যাঞ্চ, অথচ একবছর হলো এখান থেকে বিতাড়িত ও। কিছুই বদলায়নি এখানকার, তারপরও মনে হচ্ছে আগের মত নেই কিছু। শত্রু ভর করে আছে এখানটায়। বুকের ভেতর শীতল ক্রোধ জেগে উঠছে টের পেল ম্যাট। ঠাণ্ডা আগুন জ্বলছে।

'যা ভেবেছিলাম,' ব্রুস লুকাস বলল। 'শেরিফের তাড়া খেয়ে টমসন হারামজাদা এখানেই এসে উঠেছে দলবল নিয়ে। হয়তো আরও কম্বাইন্ড হ্যান্ড আছে ভেতরে বা আশেপাশে।'

'তবু আমরা ভেতরে যাচ্ছি,' বলল ম্যাট। 'প্যাকহর্স এখানেই রেখে চলো।'

'ওই যে নেল টমসন,' হিচ রেইলের কাছে তর্করত লোক দুটোকে দেখাল বৃদ্ধ। 'অন্যজন কম্বাইনের বিগ বস, রজার লোগান!'

'ঠিক আছে চলো, পরিচয় করে আসি।'

দুই রাইডারের উপস্থিতি টের পেয়ে তর্ক থেমে গেছে টমসন ও লোগানের। একযোগে ঘুরে তাকাল তারা। 'ওই তো সেই লোক!' ম্যাটকে দেখিয়ে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল প্রথমজন। 'ওই মেরেছে হুপারকে!'

রজার লোগানকে ভাল মত ওজন করে নিল ম্যাট। দীর্ঘদেহী মানুষ সে, চওড়া হাড়ের। হাতের কব্জি দেখলেই বোঝা যায় অসুরের শক্তি দেহে। মুখটা সামান্য লম্বাটে, খাড়া নাক। চেহারা সব মিলিয়ে খুবই হ্যান্ডসাম। কিন্তু দুটো খুঁত আছে। একটা হলো মুখে লেগে থাকা সার্বক্ষণিক বাঁকা হাসি। ওই হাসি দেখলেই

বোঝা যায় দয়ামায়ার ছিটেফোঁটাও নেই তার মধ্যে।

অন্যটা হলো চোখ। ধূসর রঙের চোখ, চাউনি একেবারেই অন্তঃসারহীন। শিকারী বাজের মত নির্দয়। সাপের মত পলকহীন। আগের রাতে রুবি ডরম্যানের সাথে একেই দেখেছিল ম্যাট, রন জনসনের স্টোরের সামনে।

'হ্যাঁ,' পুনরাবৃত্তি করল টমসন। 'এই সেই স্টুয়ার্ট। হুপারকে মারতে মারতে আধমরা করে ফেলেছে ও। কিন্তু হুপার যদি কাজটা আমাকে করতে দিত, তাহলে ঘটনা অন্যরকম ঘটত।'

দীর্ঘসময় পলকহীন চোখে ম্যাটকে দেখল লোগান। অবশেষে নড়ে উঠল, দেহের ভার এক পা থেকে অন্য পায়ে চাপিয়ে বলল, 'তুমি যেভাবে ঢাল বেয়ে নেমে এলে, তাতে যে কেউ ভাববে এখানে বিশেষ কোন কাজ আছে তোমার।' মাথা ঝাঁকাল। 'আছে নাকি?'

মানুষটা খুব ঠাণ্ডা মেজাজের, ভাবল ম্যাট। এবং আত্মবিশ্বাসী। প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসী। কে হুপারের চেয়ে অনেক কঠিন বান্দা।

'ওয়েল?' আবার বলল লোগান।

হাত নেড়ে র‍্যাঞ্চটা বোঝাতে চাইল ও। 'এটা আমার। এখানকার সবকিছু আমার। একবছর আগেও ছিল, আজও আছে। তোমাদেরকে এক সপ্তা সময় দেয়া হলো এখান থেকে সরে পড়ার।'

কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল লোকটা। তারপর মাথা পেছনে হেলিয়ে হেসে উঠল হা হা করে। 'নেল, অনেকদিন পর কোন জোকারের দেখা পেলাম,' বলল সে। 'এমন মজার জোক বহুকাল শুনিনি আমি।'

'ভুল করছ তুমি, মিস্টার,' ম্যাট বলল। 'সময় হলে আমি যেভাবে ব্যাপারটা হ্যান্ডেল করব, তার মধ্যে হাসির কিছু খুঁজে

পাবে না তুমি। এক সপ্তা, মনে রেখো। তারপর আমার অন্য চেহারা দেখতে পাবে তোমরা।'

আবার হো হো করে হেসে উঠল লোগান, কিন্তু বেশিক্ষণ স্থায়ী হলো না এবারের হাসি। আচমকা থেমে গেল। 'নেল, হুপারকে ধোলাই করতে পেরেছে বলে গর্বে মাটিতে পা পড়ছে না ওর। টেনে স্যাডল থেকে নামাও ব্যাটাকে। আচ্ছারকম শিক্ষা দিয়ে দাও একটা।'

কথা বলার ফাঁকে গায়ের ক্যানভাস কোটের ভেতর হাত ভরে দিয়েছিল লোকটা। কিন্তু বের করার সুযোগ পেল না, তার আগেই গম্ভীর গলায় সতর্ক করল ব্রুস লুকাস।

'সাবধান, লোগান! হাত সরাও শোল্ডার গান থেকে!'

ঘাড় থেকে নিয়ে নিচের পুরোটা আড়ষ্ট হয়ে গেল লোকটার, ধীরে ধীরে মাথা ঘোরাল সে। দেখল, সিক্স গান শোভা পাচ্ছে বৃদ্ধ রাইডারের হাতে। ওটা স্যাডল হর্নের ওপর রেখে বসে আছে ব্রুস, গান মাযল তার গলার দিকে সই করা।

করালের কাছে দুই লোকের দিকে ফিরল এবার বৃদ্ধ। 'তোমরা!' হাঁক ছাড়ল। 'হ্যাঁ, তোমরা দু'জন। নড়াচড়া কোরো না, তোমাদের বিগ বসের বিগ বিপদ ঘটে যেতে পারে। সাবধান!'

একটু একটু করে হাত নামিয়ে নিল রজার লোগান। চোখে খুনীর দৃষ্টি। 'কাজটা খুব খারাপ করলে তুমি, বন্ধু,' বলল সে। 'আমাকে অস্ত্র দেখানোর ফল কি—তা সাতদিনের মধ্যে তোমাকে দেখাব আমি।'

'আর তুমি যা করতে যাচ্ছিলে, তার ফল আমি এখনই দেখাতে পারি,' তৎক্ষণাৎ জবাব দিল ব্রুস লুকাস। স্টুয়ার্টের দিকে ফিরল। 'এখানে সারাদিন থাকার ইচ্ছে আছে নাকি?'

'না। একটা কাজ আছে. ওটা সেরে এখনই যাব।'

'কি কাজ?'

'কেউ একটা কথা বলেছে একটু আগে, শিক্ষা দেয়ার ব্যাপারে। কথাটা শুনে একটা আইডিয়া এসেছে আমার মাথায়,' বলেই চোখের পলকে ঘোড়া ঘুরিয়ে ফেলল ম্যাট, ওর স্পারের গুঁতো খেয়ে লাফ দিল পশুটা। ওদিকে লোগানের নির্দেশে ওকে শিক্ষা দেয়ার জন্যে কয়েক পা এগিয়ে এসেছিল টমসন, ঘোড়াটা তার দিকে ঘুরছে দেখে সামনে থেকে সরে যাওয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না, নাকেমুখে ওটার প্রচণ্ড এক ধাক্কা খেয়ে গুঙিয়ে উঠল লোকটা।

উড়ে যাচ্ছিল, তার আগেই ঝুঁকে থাবা চালাল স্টুয়ার্ট। সব সময় সাদা ও কালো রঙের একটা বাকস্কিন ভেস্ট পরে নেল, কারণ ওই জিনিস তার খুব পছন্দের। কেননা ওটা পরলে তাকে আরও বেশি স্বাস্থ্যবান মনে হয়। সবচেয়ে বড় কারণ, ওই ভেস্ট গায়ে থাকলে তার ধারণা হাজার জনের মধ্যে থেকেও তাকে চিনে নিতে সুবিধে হয় সবার। কিন্তু এত সাধের ভেস্টটই যে শেষ পর্যন্ত ডোবাবে, ভুলেও ভাবেনি লোকটা।

থাবা দিয়ে পেছনদিক থেকে ওটার অনেকখানি মুঠো করে ধরল ম্যাট, হ্যাঁচকা টান মেরে লোকটাকে শূন্যে তুলে ফেলল। পরমুহূর্তে ঘোড়া ছোটাল, একটা বৃত্ত রচনা করে দ্রুতবেগে ঘুরতে লাগল ওটা। অসহায় রাগে চিৎকার করে উঠল টমসন, বারবার পিস্তল ড্র করার চেষ্টা করতে লাগল। একই সাথে নিজেকে ছাড়াবার জন্যেও প্রাণপণে লড়াই করছে।

কিন্তু কোন চেষ্টাই সফল হলো না তার। ভেস্টের বেকায়দা টানে দু'হাত প্রায় আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে ওপরে উঠে গেছে, ওদিকে পা মাটিতে রাখতে পারলেও খুব একটা সুবিধে হচ্ছে না। ঘোড়ার গতি ক্রমে বাড়িয়ে চলেছে ম্যাট, ওটার সাথে তাল রেখে ছুটতে পারছে না সে, হাঁটু ভেঙে যাচ্ছে বারবার।

কিন্তু ম্যাটের আসল উদ্দেশ্য তখনও বুঝতে পারেনি লোকটা। গোটাদশেক চক্কর শেষ করে ওকে ডান পা স্টিরাপ থেকে মুক্ত করতে দেখে আঁতকে উঠল সে। পরক্ষণে চেঁচিয়ে উঠল যন্ত্রণায়। কিন্তু নির্দয় হয়ে উঠেছে তখন ম্যাট, সেদিকে খেয়াল না দিয়ে লাথির পর লাথি মেরে চলল নেলকে। ওর রাওয়েলের আঘাতে আঘাতে কিছুক্ষণের মধ্যে সারা পিঠ, নিতম্ব কেটেচিরে একাকার হয়ে উঠল। রক্তে ভেসে যাচ্ছে।

ধুলোর মেঘের মধ্যে ম্যাটের চক্কর চলতেই থাকল। ওদিকে লোগান ও তার সঙ্গীরা হতভম্ব, নড়াচড়া করতেও ভুলে গেছে তারা। হাঁ করে টমসনের হেনস্তা দেখছে। এদিকে টমসনের চিৎকার কিছুক্ষণের মধ্যে গোঙানিতে পরিণত হলো। শার্ট ছিন্নভিন্ন হয়ে প্রায় গা থেকে খসে পড়েছে, লোমশ পিঠের সর্বত্র হাঁ হয়ে আছে চামড়া, ছোট-বড় রক্তাক্ত ক্ষতে ভর্তি।

শেষ লাথিটা মেরে মুঠো আলগা করে টমসনকে ছেড়ে দিল ম্যাট। খানিকটা উড়ে গিয়ে ধপাস করে আছড়ে পড়ল লোকটা, পপলার গাছের গুঁড়িতে জোরে ঠুকে গেল মাথা। ওভাবেই পড়ে থাকল ব্যাটা—আধা নগ্ন, রক্তাক্ত, বোধবুদ্ধিহীন একটা মাংসপিণ্ডের মত।

হাঁপাতে হাঁপাতে রজার লোগানের দিকে তাকাল ম্যাট। 'আর কাউকে স্পার দিয়ে আঘাত করার আগে যাতে চিন্তা ভাবনা করে নেয়, সেজন্যে এই সবকটা ওর দরকার ছিল,' বলল ও। 'আর তুমিও মনে রেখো, সাতদিন সময় আছে তোমার হাতে। চলো, ক্রুস।'

'এক মিনিট,' বলে গান মাযল লোগানের বুক বরাবর ধরল সে। 'তুমি চলো। আমাদের সাথে কিছুদূর যেতে হবে তোমাকে, যাতে তোমার সঙ্গীদের কারও দূর থেকে শুটিং প্র্যাকটিসের দুর্মতি না জাগে। হাঁটো!'

ম্যাথিউ টিমস্টারকে দাঁড়ানো দেখে ইশারায় কাছে ডাকল।

'হুগো কোথায়?'

'অফিসে,' টিমস্টার বলল।

'পাঠিয়ে দাও ওকে। বলবে, ডিউকের ব্যাকরুমে আছি আমি।'

মাথা ঝাঁকিয়ে চলে গেল ডেপুটি। লোগান ঢুকে পড়ল আধো অন্ধকার সেলুনে। ভেতরে খদ্দের নেই, কেবল বারটেন্ডার আছে। গ্লাস মোছায় ব্যস্ত। 'ডিউক ভেতরে?' লোকটার উদ্দেশে মাথা ঝাঁকাল সে।

'হ্যাঁ।'

বিয়ার ডোরের দিকে এগোল লোগান। ঢুকে পড়ল ভেতরে। চৌকো ধরনের ঘর এটা। এক কোণে ছোট সেফ আছে। আর আছে একটা টেবিল আর কয়েকটা চেয়ার। টেবিলের ওপাশে দরজার দিকে মুখ করে বসে আছে ডিউক স্পেল। ঠোঁটে আধপোড়া চুরুট। ওটা নামাল লোকটা।

বলল, 'তোমাকে আশা করছিলাম। টমসন হুপারের খবর দিয়েছে তোমাকে?'

'দিয়েছে। এখন তার অবস্থাও হুপারের মতই।'

সোজা হয়ে গেল ডিউক, অলস চাউনি হঠাৎ করে সতর্ক হয়ে উঠল। 'তার মানে?'

'হুপারকে যে ধোলাই করেছে,' নিরাসক্ত কণ্ঠে বলল লোগান। 'সেই একই লোক একটু আগে টমসনকেও পিটিয়ে সমান করে দিয়ে এসেছে রুবিকন ক্রীক হেডকোয়ার্টার্সে গিয়ে।'

'ম্যাট স্টুয়ার্ট গিয়েছিল ওখানে?'

'হ্যাঁ। ম্যাট আর সেই বুড়ো নেকড়ে, ক্রুস লুকাস। জনসনের সারা গায়ে স্পারের চিহ্ন রেখে এসেছে ম্যাট। এত দাগ, শুকোতে কতদিন লাগে খোদা মালুম!'

তার চোখে চোখ রেখে হেলান দিয়ে বসল ডিউক স্পেল। 'আর তুমি তাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলে?'

'হ্যাঁ, দেখলাম। তুমি হলেও দেখতে, বাধ্য হয়ে। কারণ ম্যাটের কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত ক্রুস লুকাস আমার বুক সই করে সিক্সগান ধরে রেখেছিল।' পায়ে বাধিয়ে একটা চেয়ার কাছে টেনে নিয়ে এল সে, ধপ্ করে বসে পড়ল। 'দেখে যাওয়া ছাড়া কিছু করার ছিল না আমার।'

চুপ করে লোগানের দিকে তাকিয়ে থাকল ডিউক, চোখে পলক পড়ছে না। কথা নেই।

'শুধু এই নয়,' লোগান বলল খানিক পর। 'আরও কিছু করেছে ম্যাট স্টুয়ার্ট।'

'কি?'

'রুবিকন ক্রীক ছেড়ে সরে পড়ার জন্যে সাতদিন সময় দিয়ে এসেছে আমাদেরকে। প্রথমে হেসে উড়িয়ে দিই আমি ওর হুমকি, কিন্তু টমসনের অবস্থা দেখে বুঝতে পেরেছি...'

'কি?'

'খুব টাফ লোকের পাল্লায় পড়েছি আমরা।'

চুরুটে হালকা টান দিয়ে চিকন ধোঁয়া ছাড়ল ডিউক। 'টাফ লোক হলেও একজনই তো?'

'হাসি-কান্নার মত টাফনেসও ছোঁয়াচে,' বলল লোগান। 'একজন টাফ খুব সহজেই দশজন টাফকে দলে ভিড়িয়ে নিতে পারে। এখানকার অনেকেই সামিট ল্যান্ড অ্যান্ড ক্যাটল কোম্পানিকে ভাল চোখে দেখে না। তাই এসব অবহেলা করা ঠিক হবে না আমাদের।'

কিছুক্ষণ ভাবল ডিউক, তারপর শ্রাগ করল। 'এরকম অবস্থায় অনেক কিছুই ঘটতে পারে, মানলাম। কিন্তু এক্ষেত্রে মনে হচ্ছে তুমি সমস্যা আমদানী করার চিন্তা করছ।'

'মোটেই না!' রেগে উঠল লোগান। 'বরং সমস্যা মোকাবিলা করার উপায় খুঁজে বের করতে চাইছি।'

'কিন্তু আমার তো মনে হয় লোকটা ধাপ্পা দেয়ার চেষ্টা করছে।'

'তাহলে কে হুপার আর নেল টমসনের সাথে কথা বলো তুমি। কারও চোয়াল ভেঙে দেয়া আর কাউকে স্পার রাওয়েল দিয়ে মোরব্বা করার মধ্যে ধাপ্পার কিছু আছে বলে আমার মনে হয় না,' মাথা নাড়ল লোগান। 'ম্যাট যা বলেছে, আমার ধারণা তা করে ছাড়বে শেষ পর্যন্ত।' সরু হাসি ফুটল ডিউকের ঠোঁটে। 'এখন তুমি বলতে চাও রুবিকন ক্রীক ছেড়ে লেজ তুলে পালিয়ে যেতে হবে আমাদের?'

টেবিলে কনুইয়ের ভর রেখে ঝুঁকে বসল রজার লোগান। চোখ কুঁচকে ডিউককে দেখল খানিক। 'তোমার ওই বদ হাসিটা একদম পছন্দ হচ্ছে না আমার, ডিউক। গিলে ফেলো ওটা। এখন আমাদের মাথা খাটাবার সময়। এক ভাই যখন মনে করে দু'জনের মধ্যে সে-ই সেরা, তখন অন্য ভাই ভাবে ঠিক উল্টোটা। আর...'

দ্রুত হাত তুলে বাধা দিল ডিউক। 'আরে, থামো থামো মাথা গরম গবেট কোথাকার! বাইরে কেউ এসেছে।'

'হুগো বার্নেট,' বলল লোগান। 'টিমস্টারকে পাঠিয়েছিলাম ওকে খবর দিতে।'

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দরজায় নক্ করে ভেতরে ঢুকল শেরিফ। সরাসরি রজার লোগানের দিকে তাকাল। 'আমাকে ডেকেছ তুমি?'

মাথা দোলাল সে। 'হ্যাঁ, বোসো। ডিউক, চুরুট দাও আমাদের।'

লোগান ও হুগো চুরুট ধরাল। হুগোকে খুব ধীরস্থির লাগছে, কারও সাথে আলাপ করার মুডে নেই। একটু গম্ভীর, নজর

সামনের দেয়ালে। ব্যাপারটা খেয়াল করল ডিউক, লোগানের উদ্দেশে ঠোঁট উল্টে মৃদু শ্রাগ করল। চেয়ার ছাড়ল লোগান, কয়েকবার রুমের এ-মাথা ও-মাথা পায়চারি করে শেরিফের সামনে এসে দাঁড়াল।

'ওই লোক, ম্যাট স্টুয়ার্ট, আজ রুবিকন ক্রীকে গিয়েছিল, শেরিফ,' বলল সে।

'জানি। শুনেছি,' কাটা কাটা জবাব দিল শেরিফ।

'হারামজাদা ম্যানহ্যান্ডেল করেছে নেল টমসনকে। স্পার দিয়ে ওর সারা শরীর কেটে ছিঁড়ে...'

'ওটা টমসনের পাওনা ছিল,' শান্ত গলায় বলল শেরিফ। 'সে-ই আগে স্পার করেছে স্টুয়ার্টকে। আমি দেখেছি।'

'কিন্তু আমি তেমন কোন চিহ্ন দেখিনি ম্যাটের গায়ে,' লোগান রেগে উঠল। 'যদি কোন চিহ্ন থেকেও থাকে, তার চেয়ে হাজার গুণ বেশি চিহ্ন আছে টমসনের গায়ে।'

'মন্দ কি?' তেমনি ধীরস্থির শেরিফ। 'ব্যাপারটা ওর জন্যে একটা শিক্ষা হয়ে থাকবে।'

লোকটার গা ছাড়া ভাব দেখে বিস্মিত হলো লোগান। দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'তুমি বুঝতে পারোনি আমার কথা, হুগো। লোকটা যা করেছে, সে জন্যে ওকে গ্রেফতার করা উচিত তোমার।'

'আমি জানতাম তুমি এই কথাই বলবে,' মাথা দোলাল শেরিফ। 'টমসন মরেনি তো? অথবা মরার মত অবস্থা হয়নি তো ওর?'

'না। কিন্তু...'

'ঠিক আছে,' বাধা দিল সে। 'ম্যাটকে যদি অ্যারেস্ট করতে চাও, জাজ হেনরির কাছে গিয়ে ঘটনা জানাও। ওয়ারেন্ট ইস্যু করাও তাকে দিয়ে। তোমরা এই কাজটা করিয়ে নিয়ে এসো

আমি ম্যাটকে ভেতরে ঢোকাচ্ছি। নইলে আমার কিছু করার নেই।'

ঝট্ করে ঘুরে দাঁড়াল লোগান, রুমের আরেক মাথায় গিয়ে রাগে ফুঁসতে লাগল। দু'চোখ ধক্ ধক্ করছে।

'তোমার কথাবার্তা কেমন যেন ত্যাড়া শোনাচ্ছে আজ, হুগো!' বলল সে। 'একটা সাধারণ অ্যারেস্টের ক্ষেত্রে তোমাকে এত কিছু করতে হয়, একথা তুমি আমাদের বিশ্বাস করতে বলো?'

'বলি। কারণ এই লোকের ক্ষেত্রে এর সবই করতে হবে আমাকে।'

'কিন্তু কেন?' প্রায় বিস্ফোরিত হলো লোগান।

অথচ শেরিফের মধ্যে রাগের ছিটেফোঁটাও নেই। বরং এখন আরও শান্ত সে। 'কারণ এখন থেকে এভাবেই কাজ করব আমি, প্রতিটা পা ফেলব আইন মেনে। আর তোমাদেরকেও সতর্ক করার জন্যে বলছি, যদি জাজ হেনরির সামনে কোন অভিযোগ নিয়ে যেতে চাও, সাথে সাক্ষী-প্রমাণও নিয়ে যেয়ো। নয়তো নিজেরাই উল্টো বিপদে পড়ে যেতে পারো।'

তার সামনে এসে দাঁড়াল লোগান। 'আইনের মারপ্যাঁচ শেখাচ্ছ!' চিবিয়ে চিবিয়ে বলল। 'এক বছরও হয়নি...'

'সেসব এখন ইতিহাস,' আবারও বাধা দিল শেরিফ। 'তখন আপাদমস্তক এক লোভী, নিজের মাথা বিক্রি করে দেয়ার মানসিকতার লোক, এলিয়াস শেলডন ছিল রেঞ্জে। টেরিটোরিয়াল কোর্টের নির্দেশে আজ সে সাসপেন্ড হয়ে আছে, বিচার আর শাস্তির অপেক্ষায় দিন গুণছে। তার সাথে জাজ হেনরির পার্থক্য আকাশ-পাতাল।'

'তুমিও তো এলিয়াসের নির্দেশ মেনে কাজ করেছ।'

'করেছি। তার কোর্টের নির্দেশ পালন করেছি। আইন অনুযায়ী সেটাই করার কথা আমার। তার মানে এই নয় যে আমি

কোন অন্যায় করেছি। কিন্তু এখনকার চিত্র সম্পূর্ণ আলাদা।'

'কতখানি আলাদা?'

'অ-নে-ক!' টেনে বলল শেরিফ হুগো বার্নেট। 'জাজ হেনরি এলিয়াসের তুলনায় সম্পূর্ণ উল্টো ধাঁচের মানুষ। আপাদমস্তক সৎ এবং খাঁটি একজন বিচারক।'

'অর্থাৎ তোমার সাহায্য আর পাচ্ছি না আমরা, এই তো?' লোগান বলল।

শ্রাগ করল শেরিফ। 'আমাকে দিয়ে কোন বাড়তি সুবিধে তোমরা আদায় করতে পারবে না, সেটাই বোঝাতে চেয়েছি আমি। এখন তোমরা যেভাবে নিতে চাও, নিতে পারো।'

হঠাৎ কথা বলে উঠল ডিউক স্পেল। 'হুগো, পরবর্তী ইলেকশনের কতদিন বাকি?'

ঝট্ করে লোকটার দিকে ফিরল শেরিফ। ঠাণ্ডা, অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। 'এক বছর। কেন?'

'ভাবছি তার আগেই তুমি রিটায়ার করতে চাও কি না,' প্রচ্ছন্ন হুমকি ফুটল লোকটার বলার মধ্যে।

'না, চাই না। এবং করবও না।'

চেহারা দ্রুত বদলে যেতে লাগল ডিউকের। যদিও বাইরে স্বাভাবিক থাকার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করল। 'তুমি ওই অফিসে ততদিন থাকবে, যতদিন আমি আর লোগান চাইব। তোমার বন্ধু কারা, কথাটা যতদিন তুমি মনে রাখতে পারবে, ঠিক ততদিন ওই স্টার পরতে পারবে তুমি। যেদিন কথাটা ভুলে যাবে, হুগো, সেদিন কুকুরের মত লাথি মেরে তোমাকে পথে নামিয়ে দেয়া হবে।'

ভয়ঙ্কর রাগে চেহারা কালো হয়ে উঠল শেরিফের, দু'চোখ প্রায় বুজে এল। উঠে দাঁড়াল সে ধীরে ধীরে। 'ডিউক,' চাপা, অনুত্তেজিত গলায় বলল। 'কথাটা বলে ভালই করেছ তুমি। এর

ফলে সিদ্ধান্ত নিতে সুবিধে হবে আমার। এবার আমার কথা খুব মন দিয়ে শোনো। আমি বাস্তব রাজনীতিতে বিশ্বাসী, আমার অফিসেও সেই চর্চা চলে। একটা স্টার ধরে রাখতে মানুষকে কি কি করতে হয়, আমি তা খুব ভাল করে জানি। এবং আমি তা করেও থাকি। আমাকে হুমকি দিয়ে এইমাত্র বড় এক ভুল করলে তুমি। খুব খারাপ ভুল।'

দরজার দিকে এগোল সে। কি খেয়াল হতে ডোর নবে হাত রেখে ঘুরল। 'এখন থেকে তোমাদের কারও যদি আমাকে দরকার হয়, আমার অফিসে আসবে। ডেকে পাঠাতে যেয়ো না, তাতে সময় নষ্ট হবে। আর, ডিউক, তুমি যদি মনে করো তুমি মনিব আর আমি কুকুর, তাহলে এখনই সেটা প্রমাণের সময় তোমার। এসো, বের করো আমাকে লাথি মেরে।'

না রজার লোগান, না ডিউক স্পেল, কেউ নড়ল না। কারণ দু'জনেই শেরিফের চোখে ভয়ঙ্কর বিপদের পূর্বাভাস দেখতে পাচ্ছে। এখন যা-তা কাণ্ড ঘটিয়ে বসতে পারে লোকটা।

বাঁকা হাসির ভঙ্গিতে ঠোঁট বেঁকে গেল হুগো বার্নেটের। 'যা ভেবেছিলাম,' বলল সে। 'এতেই প্রমাণ হয়ে গেল কুকুর আসলে কে।'

বেরিয়ে গেল লোকটা, পরক্ষণে দরজা লেগে গেল দড়াম করে। কিছুক্ষণ সেদিকে হাবার মত তাকিয়ে থেকে ডিউকের দিকে ফিরল লোগান। 'এবার?'

তখনই জবাব দিল না সে। আধপোড়া চুরুট ফেলে দিয়ে নতুন একটা ধরাল। ফোঁস ফোঁস করছে রাগে। 'গর্দভ!' হঠাৎ বিস্ফোরিত হলো সে। 'ব্যাটাকে ভাল মত একটা শিক্ষা দিতে হবে।'

মাথা নাড়ল লোগান। 'তাতে সমস্যা বরং বাড়বে আমাদের। হুগো বোকা নয়। মাথা ঠাণ্ডা করো এখন। আসল সমস্যা নিয়ে ভাবো।'

'এত ভাবাভাবির কিছু নেই। আমাদের কম্বাইনের বিরুদ্ধে লেগে একা কিছুই করতে পারবে না স্টুয়ার্ট। এই প্রেয়ারি আমাদের হিপ পকেটে আছে, চিরদিন থাকবেও।'

মাথা ঝাঁকাল লোগান। 'হয়তো তাই। থাকবে। কিন্তু বেশি নিশ্চিন্তে থাকতে থাকতে নিজেদের গতরে চর্বি জমিয়ে ফেলেছি আমরা, ডিউক। চিন্তাশক্তির ধার নষ্ট করে ফেলেছি। কেন জানো? এই প্রেয়ারি খুব সহজে আমাদের হাতের মুঠোয় এসে পড়েছিল, তাই। এই জন্যেই এটা নিয়ে কোন মাথাব্যথা নেই আমাদের। কিন্তু একটু ভেবে দেখো, এখন যদি স্টুয়ার্ট ওদেরকে একত্রিত করে আমাদেরকে পাল্টা মার দেয়ার আয়োজন করে? স্টুয়ার্ট, উইলিয়াম, সেই ডাচ ম্যান কলিন প্যাগেট, আমাদের হঠাৎ আক্রমণের মুখে দিশা না পেয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। সংগঠিত হওয়ার সুযোগ পায়নি। এখন যদি...'

'তুমি শুধু শুধু দুশ্চিন্তা করছ, লোগান,' ডিউক বলল বিরক্ত মুখে। 'ওরকম কিছুই ঘটবে না।'

'মানলাম। কিন্তু "যদি" ঘটে? যদি সত্যিকারের অল-আউট শো-ডাউন হয়, সেরকম কেউ আছে আমাদের লড়াই করার মত?'

'নেই মানে? আমাদের অর্গানাইজেশনের সবাই...'

'কোন সবাই?' বাধা দিয়ে বলল লোগান। 'নেল টমসন আর কে হুপারকে এতদিন সবচেয়ে টাফ বলে জানতাম আমি। আজ কি অবস্থা ওদের? এই ম্যাট স্টুয়ার্ট; এক বছর আগে যে ছিল ভীতুর ডিম, সে কি হয়ে ফিরে এসেছে দেখতে পারছ না তুমি? অনেক বদলে গেছে লোকটা। হুগোও বদলে গেছে, সেটা তো চোখের সামনেই দেখেছ। না, ডিউক, ব্যাপারটাকে এত সহজভাবে নিলে পরে পস্তাতে হবে আমাদের।

'গতকাল সন্ধে পর্যন্ত প্রেয়ারি শান্তই ছিল,' বলে চলল সে।

'তারপর যেই ম্যাট শহরে ঢুকল, অমনি সব বদলে যেতে শুরু করল। হুপার আর টমসন বিছানায় পড়ে গেল, হুগো আমাদের ছেড়ে সরে পড়ল। লোকটা বিপজ্জনক, ডিউক। খুবই বিপজ্জনক।

'একদিনেই এতকিছু ঘটাল, সময় পেলে আরও কতকিছু ঘটিয়ে বসবে, কে বলতে পারে? আমি জানি মৌমাছির চাকে ঢিল মারতে এসেছে ওই লোক।'

লোগান থামল। টেবিলের দু'পাশে দাঁড়িয়ে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকল সে আর ডিউক। কিছু সময় কেটে গেল, তারপর হঠাৎ হাসি ফুটল ডিউকের মুখে।

'বেশ তো,' বলল সে। 'সেরকমই যদি মনে হয়, তাহলে চূড়ান্ত ব্যবস্থা নিলেই তো চুকে গেল মামলা।'

'চিরস্থায়ী ব্যবস্থা?' বলল লোগান।

'নিশ্চয়!'

সাত

রেডস্টোন পাহাড়ের দিক থেকে সন্ধে ঘনিয়ে আসছে, দ্রুত। নীলচে কালো রঙের স্রোতের মত দীর্ঘ পদক্ষেপে এগিয়ে আসছে, প্রেয়ারির বুকের ওপর দিয়ে। অন্ধকারে খুব দ্রুত তলিয়ে যাচ্ছে—ঘন বন-জঙ্গল, পাহাড়ের ঢাল। শেরিডান পীকের শেষবারের মত কাঁচা সোনার রং ফুটিয়ে ডুব দিল সূর্য। তারপর, একেবারে আচমকা ভূমিষ্ঠ হলো শিশু রাত।

প্রায় একই মুহূর্তে কুলী গ্রেডে পৌছল ম্যাট স্টুয়ার্ট ও ব্রুস লুকাস। সেমিনো থেকে গড়িয়ে আসা লাভার অনেকগুলো জমাট বাঁধা স্রোত আছে এখানটায়, বেশ উঁচুতে। সবচেয়ে চওড়া স্রোতটার ধার ঘেঁষে আলেক উইলসনের ক্যাম্পফায়ার, গাঢ় অন্ধকারে রুবির মত জ্বলজ্বল করছে। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা।

ঘোড়ার শব্দে একটা ছায়া নড়ে উঠল ক্যাম্পের কাছে। সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে নিজেদের পরিচয় জানাল ব্রুস লুকাস। আরেকটু এগোতে রান্নার সুগন্ধ নাকে এল। পেটের ভেতর মুচড়ে উঠল ম্যাটের। খেয়াল হলো, সকালে নাস্তার পর এ পর্যন্ত কিছুই পেটে পড়েনি। পুরো বারো ঘণ্টা না খেয়ে আছে ও। আগুনের কাছে ঘোড়া থেকে নামল দু'জনে।

'ম্যাট!' কেউ বলে উঠল আড়াল থেকে। 'ম্যাট স্টুয়ার্ট!'

অন্ধকার থেকে একে একে তিনটে কাঠামো বেরিয়ে এল। একজন ঢ্যাঙা, বয়স্ক—আলেক। দ্বিতীয়জনও তাই, তবে এ কমবয়সী। পিট সিমন্স। শেষেরজন বেশ স্বাস্থ্যবান, দীর্ঘদেহী। স্টিফেন কেইসার। আরও একজনকে দেখতে পেল ওরা—ডিভাইডেড স্কার্ট ও পুরুষদের উলেন শার্ট পরে আছে কোটের মত। ওটা অ্যানি। অ্যানি উইলসন।

'আলেক...পিট...স্টিফেন!' একে একে তিনজনকে দেখল ম্যাট। তারপর অ্যানির দিকে তাকাল। হাসল। 'কেমন আছ, অ্যানি?'

'হ্যালো, ম্যাট!' মৃদু গলায় বলল যুবতী। হাসছে। 'তোমাকে দেখে খুশি হলাম। ঠিক সময়েই এসেছ তোমরা। সাপার প্রায় রেডি।'

বৃদ্ধ আলেক কিছু বলছে না দেখে তার দিকে চোখ কুঁচকে তাকাল ব্রুস লুকাস। 'কি ব্যাপার, আলেক? মনে হচ্ছে আলাদা ক্যাম্প করতে হবে আমাদেরকে?'

গলা খাঁকারি দিল লোকটা। 'না, না! থাকো তোমরা।'

বলল বটে, কিন্তু মানুষটা সে দ্বিধাগ্রস্ত, তা তাকে দেখেই বুঝল ম্যাট। স্বাভাবিক। কিন্তু প্রশ্নের উত্তর না পাওয়া পর্যন্ত ভাবটা কাটবে না। খাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত পরিবেশ থম মেরে থাকল। কথা নেই কারও মুখে। কিন্তু ম্যাটের দিকে বিশেষ নজর দিল না। একে খিদেয় অবস্থা কাহিল, তার ওপর চমৎকার রেঁধেছে মেয়েটা। একেবারে খাওয়া শেষ করে মুখ তুলল ম্যাট, 'দারুণ রেঁধেছ, অ্যানি। এত ভাল খাবার কখনও খাইনি।'

মুচকে হাসল যুবতী। চোখ আর চুল, দুটোই কুচকুচে কালো তার। চোয়ালের হাড় সামান্য উঁচু। ব্ল্যাকফুট ইন্ডিয়ান রক্ত আছে ওর মধ্যে। ফলে এক ধরনের উষ্ণ, অভিজাত সৌন্দর্য ফুটে আছে চেহারায়। সাপার ডিশ ধোয়া মোছায় মেয়েটাকে সাহায্য করতে এগোল ব্রুস লুকাস।

'ম্যাট প্রচুর বেকন নিয়ে এসেছে, অ্যানি,' বলল সে। 'কয়েকদিন নিশ্চিন্তে চলে যাবে।'

'অ্যানি কোন উটকো ঝামেলা নিয়ে দুশ্চিন্তা করছে বলে মনে হয় না,' আলোর কিনারায় বিশ্রামরত পিট সিমন্স বলে উঠল। 'যে-ই আসবে, তার জন্যেই ওকে রাঁধতে হবে, এতটা নিশ্চয় আশা কোরো না তুমি?'

সোজা হয়ে দাঁড়াল ব্রুস। 'কখনও খালি পেট ছাড়া ভুলেও কিছু নিয়ে এসেছ এই ক্যাম্পে? মাগ্না খেয়ে শুয়ে শুয়ে দর্শন ঝাড়ছ? তা-ও বুঝতাম, যদি বাসন ধোয়ার কাজেও অন্তত সাহায্য করতে মেয়েটাকে।'

থুতনি সরু পিট সিমন্সের, মুখটাও সরু। কুঁতকুঁতে চোখ। নোংরা ভূত একটা! তবে হিসেবী আর ভীষণ ধূর্ত প্রকৃতির মানুষ। তেমনি হিংসুটে। অ্যানি কারও উদ্দেশে বন্ধুত্বপূর্ণ হাসি দিলেই হয়েছে, ভেতরে ভেতরে জ্বলে পুড়ে যায়। কড়া চোখে রাইডারকে

কিছুক্ষণ দেখল সে, তারপর উঠল কিছু একটা বিহিত করার জন্যে। কিন্তু বুড়ো উইলসন বাধা দিল।

'থামো,' বলল সে। 'বসে থাকো।'

আলেক হাড্ডিসার মানুষ। নাক বাজপাখির ঠোঁটের মত বাঁকা। গায়ের চামড়া পুরোনো স্যাডল লেদারের মত। চুলের রঙ কয়লার মত কালো। চোখ দুটোও তাই–ঘন ভুরুর নিচে কোটরে বসা।

ব্যাপারটা এখানেই চাপা পড়ে যেতে স্টিফেন উঠল। 'এবার যেতে হয়, আলেক,' বলল সে। 'অ্যানি, চমৎকার সাপারের জন্যে ধন্যবাদ।'

'এক মিনিট, স্টিফেন,' ম্যাট বাধা দিল। 'আমার কিছু বলার আছে।'

'বলো, শুনছি,' নিরাসক্ত জবাব দিল লোকটা।

উইলসনের দিকে ফিরল ও। 'তোমারও শোনা দরকার, আলেক। জেফ হিকারসন, জনি ব্রায়ান আর কলিন প্যাগ্লেটেরও শোনা দরকার কথাগুলো।'

যাদের উদ্দেশে বলা, তাদের কেউ নড়ল না। নিরাসক্ত চোখে ওর দিকে তাকিয়ে অপেক্ষায় আছে।

'কারও কারও ধারণা, আমার ভুলের জন্যেই ল্যান্ড অ্যান্ড ক্যাটল কম্বাইন সামিট প্রেয়ারি দখল করে নিতে পেরেছে,' বলল ম্যাট। 'এরকম কেন ভাবা হয়েছে আমি জানি না। তার কোন কারণও দেখি না। অনেকের মত আমারও রেঞ্জ ও গবাদিপশু ছিল এখানে। সেসব আমি অন্যের হাতে তুলে দেব, এরকম কেন ভাববে কেউ?'

'কারণ আছে বলেই ভাবে,' পিট সিমন্স বলল। 'লেকের পুবদিকে তোমার আর ডরম্যানদের লে-আউট। সেদিন যদি তোমরা আমাদেরকে সাথে থেকে লড়াই করার সুযোগ দিতে,

তাহলে হয়তো কম্বাইনকে উচিত শিক্ষা দিতে পারতাম আমরা।'

'পশ্চিমের আউটফিটগুলোর কি হয়েছিল?' ম্যাট জিজ্ঞেস করল। 'ওর মধ্যে একটা তোমার। তোমরা কি করছিলে সেদিন?'

'ওরা এমন হঠাৎ হামলা চালাল, আমরা কিছু করার সময়ই পাইনি।'

'আমি পেয়েছি? না, আমিও...'

'ম্যাট,' অধৈর্য গলায় বলল স্টিফেন। 'তোমাদের তর্ক শোনার কোন ইচ্ছে নেই আমার। কিছু বলার থাকলে বলো নয়তো আমি চললাম।'

'বলছি,' তার দিকে ফিরল ম্যাট। 'আমি খোলা মনে কিছু কথা বলতে চাই। সামিট প্রেয়ারিতে আমরা যারা আছি, মানে, ছিলাম আর কি, তাদের মধ্যে প্রত্যেকেই ছিলাম একান্ত স্বার্থপর। "প্রত্যেকে" বলতে আমি সবাইকেই বোঝাচ্ছি। তুমি, আমি, আলেক, পিট, সবাইকেই। ছোট ছোট বিষয় নিয়ে পরস্পরের পেছনে লেগে ছিলাম আমরা, কে কার বাউন্ডারি ঠেলে এক-আধ একর জমি দখল করবে, সেই ধান্দায় ছিলাম। কম্বাইন যখন এল, তখনও তাই নিয়েই ব্যস্ত ছিলাম, বিপদ টের পাইনি। যদি পেয়েও থাকি, গ্রাহ্য করিনি। ভেবেছি, বাজ পড়লে অমুকের মাথায় পড়বে, আমার মাথায় পড়বে না।'

মাথা ঝাঁকাল স্টিফেন কেইসার। 'বলে যাও।'

আলেক উইলসন কিছু বলল না, তবে মাথা দুলিয়ে সায় দিল। পিট উঠে এল জায়গা ছেড়ে। 'কিন্তু ওরা যে এরকম করবে, তা কি কেউ বুঝেছিল সেদিন?'

'বোঝা উচিত ছিল,' দ্রুত বলল ম্যাট। 'ওরা যখন প্যাট্রিক রেঞ্জে কয়েক হাজার গরুর অতবড় একটা পাল ছেড়ে দিল, তখনই বোঝা উচিত ছিল কম্বাইন আবারও হাত বাড়াবে। আরও খাসজমি প্রয়োজন হবে ওদের। তখনই আমাদের এক হয়ে

যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য, আমরা হইনি। এ দোষ আমাদের সবার।'

কিছুক্ষণ কথা বলল না কেউ। অবশেষে স্টিফেন বলল, 'ঠিক আছে, তুমি যা বলেছ, মিথ্যে বলোনি। কিন্তু সে আলোচনায় এখন লাভ কি? এতদিন পর এ প্রসঙ্গ তুলছ কেন?'

'কারণ আমি আমার ভুল বুঝতে পেরেছি। ঠিক করেছি, কম্বাইনকে পাল্টা মার লাগাব।'

'পাল্টা মার?' উত্তেজিত হয়ে উঠল লোকটা। চেহারায় আগ্রহ ফুটল তার হঠাৎ করে। 'তোমার মনে হয় তাতে কাজ হবে? ওদের বিরুদ্ধে সুবিধে করতে পারব আমরা?'

'আমি জানি না,' আন্তরিক কণ্ঠে বলল ম্যাট। 'তবে পরখ করে দেখতে চাই। তোমাদের মধ্যে কেউ যদি আমার সাথে যোগ দাও, আমি খুব খুশি হব।'

'আমি এসবের মধ্যে নেই,' দ্রুত বলল পিট। 'কম্বাইনের তাড়া খেয়ে বেড়ানোর কোন ইচ্ছে নেই আমার।'

'ঠিক আছে, পিট,' শান্ত, নিরাসক্ত গলায় বলল ম্যাট। 'তোমাকে আমি হিসেবের বাইরেই রেখেছিলাম।' স্টিফেন কেইসারের দিকে ফিরল। 'তুমি চিঙ্কাপিন যাচ্ছ?'

'হ্যাঁ।'

'হিকারসনের সাথে দেখা হবে নিশ্চয়? জনি ব্রায়ান, আর প্যাগেট...'

'কলিন প্যাগেট নেই,' বাধা দিয়ে বলল সে। 'ও দেশ ছেড়ে চলে গেছে। অন্য দু'জনের সঙ্গে দেখা হবে। ওদেরকে তোমার কথা বলব আমি।'

'ওরা রাজি হবে মনে হয়?'

মাথা নাড়ল চিন্তিত স্টিফেন। 'বলতে পারি না। ওদের, আমার, এখন প্রায় কিছুই নেই। পথে বসার দশা। এই অবস্থায়

শেষ সম্বল যা আছে, সব বাজি রেখে ওরা কম্বাইনের বিরুদ্ধে লড়তে রাজি হবে কি না বলা মুশকিল।'

'আর তুমি?' বলল ম্যাট। 'তোমার কি ইচ্ছে?'

ধীরে ধীরে আগুনের কাছে বসে পড়ল স্টিফেন। একটা সিগারেট রোল করে ধরাল। কয়েক টান দিয়ে আপনমনে বলল, 'ভেবে দেখার মত বিষয়। চিঙ্কাপিনে যে পরিমাণ ঘাস আছে, তাতে আমাদের তিনজনের গরুর পেট ভরবে না। গত শীতে চলে গেছে কোন মতে, কিন্তু এই শীতে প্রচুর গরু মরবে না-খেয়ে। এখন আমাদের সবচেয়ে বেশি যা-প্রয়োজন, তা হচ্ছে একটা রেঞ্জ। ঘাস কোথায় পাবে? নিজেদের হারানো জমিতে? কিন্তু সেখানে যেতে চাইলে অল আউট লড়াই বেঁধে যাবে কম্বাইনের সাথে। সেক্ষেত্রে...' চোখ তুলে তাকাল লোকটা। 'তোমার কোন পরামর্শ আছে?'

'আছে,' মাথা দোলাল ম্যাট। নিজেও একটা সিগারেট ধরাল। 'লেকের পুবদিকে জড়ো হতে হবে আমাদেরকে।'

'পুবদিকে?' চোখ কুঁচকে উঠল স্টিফেনের। 'কোথায়?'

'আমার লেজি ওয়াই হেডকোয়ার্টার্সে।'

অবজ্ঞার হাসি হাসল পিট সিমন্স। 'যেখানে কম্বাইন জেঁকে বসে আছে, সেখানে? মাথা ঠিক আছে তো তোমার?'

'তুমি চুপ করো!' ধমকে উঠল আলেক উইলসন। 'একটু আগেই বলেছ তুমি এসবের মধ্যে নেই, কাজেই মুখ বুজে থাকো। তোমার মনে হচ্ছে কোন প্ল্যান আছে, ম্যাট? খুলে বলো।'

মনে মনে কথা গুছিয়ে নিতে শুরু করল স্টুয়ার্ট। 'প্যাট্রিক রেঞ্জ ছাড়া সামিট প্রেয়ারিতে আইনত এক একর জমিও নেই ওদের। আমাদের রেঞ্জ ওরা দখল করে রেখেছে আইনের পজেশনের কনস্টিটিউশনের নয় পয়েন্টের ওপর ভিত্তি করে। আসলে আইনসম্মত "আমাদের" জমিতে বেআইনীভাবে আছে

কম্বাইন।

'ওদেরকে ভাগানোর দুটো উপায় আছে, তার একটা হলো কোর্টের সাহায্য চাওয়া। জাজ হেনরির মত সৎ মানুষ যেখানে আছে, সেখানে আমরা ন্যায় বিচার পাব, কোন সন্দেহ নেই তাতে। কিন্তু মামলা-মোকদ্দমায় প্রচুর খরচ, আমাদের পক্ষে সে খরচ মেটানো সম্ভব হবে না। কম্বাইনের টাকা আছে, ওরা কেস টেনে কত লম্বা করবে, তার ঠিক নেই। কাজেই ওই পথে যেতে চাই না আমি।

'আমি চাই অন্যভাবে কাজ সারতে। প্রথম সুযোগেই লেজি ওয়াই দখল করে নেব, বসে থাকব টাইট হয়ে। যদি প্ল্যান সফল হয়, কম্বাইন জাজ হেনরির কোর্টে যাওয়ার সাহসই পাবে না, কারণ ওদের আইনগত কোন অধিকার নেই ওই জমির ওপর। তাই বলে কম্বাইন বসে থাকবে বলে মনে হয় না। ওরা আসবে। জোর করে আবার উচ্ছেদের চেষ্টা করবে আমাদের। তা করতে গেলে আরও ফেঁসে যাবে কম্বাইন, কেননা সেটা হবে সরাসরি আইনবিরুদ্ধ। নিজের নিজের সম্পত্তি রক্ষার জন্যে ওদের যতগুলোকে খুশি মারতে পারব আমরা, কিন্তু ওরা যদি আমাদের একজনকেও মারে...' শ্রাগ করল ম্যাট। 'আমরা যদি এক থাকি, মহাসমস্যায় পড়ে যাবে কম্বাইন।'

'যদি কোর্ট ওদের পক্ষ নেয়?' স্টিফেন বলল।

'নেবে না,' মাথা নাড়ল ও। 'এলিয়াস শেলডন ছিল অসৎ জাজ, কিন্তু হেনরি সম্পূর্ণ ভিন্ন।'

'কিন্তু হুগো বার্নেট? ও তো কম্বাইনের পোষা। আগেও ছিল, এখনও আছে, আমি বাজি ধরে বলতে পারি।'

'হয়তো আছে, হয়তো নেই,' ম্যাট বলল। 'আগে এক অসৎ কোর্টের নির্দেশ মেনে চলত লোকটা, এখন চলতে হচ্ছে সৎ কোর্টের নির্দেশে। এটা বড় একটা সুবিধে আমাদের জন্যে।'

গভীর নীরবতা নেমে এল ক্যাম্পে। কথা নেই কারও মুখে, যে যার চিন্তায় ডুবে আছে। মৃদু পট্ পট্ শব্দে কাঠ পুড়ছে। কাছেই কোথাও একটা কয়োট ডেকে উঠল।

'তুমি লড়াই করতে রাজি আছ?' গম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন করল আলেক উইলসন। কোটরাগত চোখ কুঁচকে ম্যাটের দিকে তাকিয়ে আছে।

'হ্যাঁ,' বলল ও।

'কিন্তু তোমার যা চরিত্র, তার সাথে মিলছে না ব্যাপারটা। সেই ভীতু ম্যাট স্টুয়ার্ট...নাহ!'

'মানুষ তো বদলায়, আলেক।'

মাথা দোলাল বৃদ্ধ। 'আমি কারও পক্ষ নেয়ার আগে জানতে চাই, সে শেষ পর্যন্ত লড়তে রাজি আছে কি না।'

'আছি,' দ্রুত বলল ম্যাট। 'আমি রাজি আছি।'

ব্রুস লুকাস নড়ে উঠল। 'একটা কথা তোমাকে এখনও বলা হয়নি, আলেক। আজ সকালে শহরে একটা ঘটনা ঘটেছে। মারের চোটে কে হুপারের হাড়-মাংস প্রায় আলাদা হয়ে গেছে। চোয়াল ভেঙে গেছে ওর।'

'অ্যাঁ!' নিখাদ বিস্ময় ফুটল বৃদ্ধের চোখেমুখে। 'কে মেরেছে?'

মিটিমিটি হাসছে ব্রুস। 'ম্যাট স্টুয়ার্ট।'

'কি বললে?'

'বিকেলে নেল টমসনেরও বারোটা বাজিয়েছে ও স্পার দিয়ে মেরে। রজার লোগানকে সাতদিনের মধ্যে লেজি ওয়াই ছেড়ে সরে পড়ার নির্দেশও দিয়েছে।'

বিস্ময় উত্তরোত্তর বাড়ছে বৃদ্ধের। অন্যরাও চোখ বড় বড় করে দেখছে ম্যাটকে।

'কি বলছ তুমি?' বলল আলেক উইলসন। 'ম্যাট মেরেছে কে হুপারকে? ওর মত এক কঠিন ফাইটারকে? টমসনকেও! আশ্চর্য! বিশ্বাসই হতে চায় না আমার।'

পুরো ঘটনা খুলে বলল ব্রুস লুকাস। শুনতে শুনতে শুকনো মুখ জ্বলে উঠল যেন বৃদ্ধের। 'অল রাইট, বয়,' ব্রুস থামতে বলল। 'তুমি তৈরি হয়ে নাও। আমি আছি তোমার সাথে।'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল ম্যাট। এটাই চাইছিল ও। জানে আলেককে পাওয়া গেলে হিকারসন আর জনি ব্রায়ানকেও দলে ভেড়ানো সহজ হবে।

স্টিফেন কেইসারের দিকে ফিরল ম্যাট। 'তোমার কি মত?'

'আগে হিকারসন আর জনির সাথে আলোচনা করি। তারপর কাল জানাব তোমাকে।' অন্ধকারে মিলিয়ে গেল লোকটা। খানিকপর ঘোড়ার খুরের শব্দ উঠল, একটু একটু করে দূরে মিলিয়ে গেল।

পিট সিমন্সও উঠে পড়ল। ধোয়ামোছার কাজ শেষ করে আলোর বৃত্তের কিনারায় কম্বল বিছিয়ে বসেছে অ্যানি, তার দিকে এগোল পায়ে পায়ে। ভঙ্গিটা ঢিলেঢালা হলেও ওর আসন গেড়ে বসার মধ্যে আলাদা একটা মাধুর্য, একটা আকর্ষণ আছে, ভাবল ম্যাট। এক ধরনের চাপা আগুনও আছে। পিট টের পেল সেটা।

যেন এদিকের সবার কথাবার্তায় ভারী বিরক্ত হয়েছে, এমন ভাব করে অ্যানির দিকে তাকাল সে। বিড়বিড় করে কি সব বলতে বলতে তার পাশে বসতে যাচ্ছিল, কিন্তু দ্রুত কি যেন বলল যুবতী, হাত নাড়ল বিরক্ত হয়ে। সঙ্গে সঙ্গে সটান হয়ে গেল পিট। দ্বিধায় পড়ে গেল, কি বলবে ভাবছে। কিন্তু সে সুযোগও দিল না আলেক উইলসন।

'দেখা যাচ্ছে তুমি কারও সাথে একমত হতে পারছ না, পিট,' গমগমে গলায় বলল সে। 'এখন বরং কেটে পড়ো।'

খানিক পর আবার ঘোড়ার শব্দ উঠল। এটা দ্রুত ছুটছে।

*

পরদিন সূর্য ওঠার পরপরই ডরম্যান র‍্যাঞ্চে এসে হাজির হলো রজার লোগান। গ্র্যাভেলে খুরের শব্দ উঠতে ফীড শেড থেকে স্মিথ রেমন বেরিয়ে এল। দাঁড়িয়ে পড়ল লোকটাকে দেখে।

'হ্যালো, রেমন,' হাসির ভঙ্গি করল লোগান।

অনড় দাঁড়িয়ে থাকল লোকটা। চেহারায় রাজ্যের বিতৃষ্ণা নিয়ে তাকিয়ে থাকল তার দিকে।

ভেতরে অসহ্য রাগ ফেনিয়ে উঠল লোগানের। মানুষটা সে জন্মগতভাবে নিষ্ঠুর, তার সাথে হ্যান্ডসাম চেহারা এবং পৌরুষের আলাদা অহঙ্কারও আছে। এতকিছুর ওপর আবার আছে ক্ষমতার দম্ভ। ডরম্যানদের এক সামান্য কর্মচারীর অবহেলায় তার সবগুলোয় ঘা লাগল।

'হয়েছে কি তোমার? বোবা হয়ে গেলে নাকি? আমার কর্মচারী হলে দু'দিনে আচরণ শিখিয়ে দিতাম তোমাকে।'

এবারও জবাব দিল না রেমন, বরং কৌতূহলী চোখে লোকটার পা থেকে মাথা পর্যন্ত চোখ বুলিয়ে সশব্দে একদলা থুতু ফেলল। দৃঢ় পায়ে ঢুকে গেল শেডে।

রাগে দু'চোখ ঝলসে উঠল লোগানের, রাওয়েল দিয়ে ভীষণ ভাবে খোঁচা মেরে বসল ঘোড়ার পেটে। ব্যথায় লাফিয়ে উঠে ছুটতে গেল ওটা, সঙ্গে সঙ্গে নিষ্ঠুর হাতে লাগামে হ্যাঁচকা টান মারল। হতভম্ব হয়ে পড়ল পশুটা। তাকে অযথা শাস্তি দেয়া কেন, বুঝে উঠতে না পেরে কাঁপতে কাঁপতে র‍্যাঞ্চহাউসের দিকে এগোল। নাক দিয়ে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করছে।

ভেতর থেকে বেরিয়ে এল টেক ডরম্যান। সূর্যের আলোয় দাঁড়িয়ে থাকল টাওয়ারের মত। ভেতর থেকে রেমনের কাণ্ড এবং তার ফল, দুটোই দেখেছে। কিন্তু ভান করল কিছুই দেখেনি। 'মর্নিং, লোগান,' হাসি মুখে বলল। 'এসো, কফি খাওয়া যাক।'

রাগের ঠেলায় কয়েক মুহূর্ত কথা বের হলো না লোগানের মুখ দিয়ে। তারপর মাথা নেড়ে স্যাডল থেকে নামল। 'হ্যাঁ, তা খাওয়া যায়।'

লাগাম ছেড়ে দিল লোগান, পরক্ষণে তার কাছ থেকে সরে গেল ঘোড়াটা। এখনও মেজাজ খিটখিটে, চাউনিতে অস্বস্তি। ঘাড় আর বুক ঘেমে ভিজে উঠেছে হঠাৎ করে। কিচেনের জানালায় দাঁড়িয়ে প্রথম থেকে পুরো ঘটনাটাই দেখেছে রুবি ডরম্যান। ভেতরে ভেতরে রাগে ফুঁসছে মেয়েটা।

টেকের সাথে কিচেনে পা রেখেই ব্যাপার বুঝে ফেলল লোগান। হাসল শব্দ করে। 'দুঃখিত, রুবি। তোমাদের রাইডার, রেমন, আচরণ জানে না। ওকে আমি "হ্যালো" করলাম, অথচ লোকটা কোন জবাবই দিল না। দাঁড়িয়ে থাকল কাঠের পুতুলের মত। এ ধরনের বেয়াদবি সহ্য হয় না আমার।'

'তার শাস্তি অবোধ পশুটা পেতে পারে না,' বিরক্তকণ্ঠে বলল রুবি। 'একটা বোবা পশুর ওপর ওভাবে অত্যাচার না করলেও পারতে।' শ্রাগ করল লোকটা। 'ওরা এসবে মাইন্ড করে না। যদি করত, তাহলে আমরা যখন ওদের ব্র্যান্ড করি, কি অবস্থা হত ভেবে দেখো।'

'ওই কাজটা প্রয়োজনে করা হয়,' কাটা কাটা জবাব দিল যুবতী। 'তুমি যা করেছ, তার সাথে ওটার কোন মিল নেই।'

মেজাজ ঠাণ্ডা হয়ে আসছিল লোগানের, ফের গরম হয়ে উঠল। অনেক কষ্টে সামলে নিল নিজেকে। 'দুঃখিত। আমারই ভুল হয়েছে।'

রুবি কিছু বলল না। নীরবে কফি পরিবেশন করল দু'জনের জন্যে, জানালায় গিয়ে দাঁড়াল। গম্ভীর। মুখের একপাশে সূর্যের কাঁচা আলো পড়ায় রূপ যেন হাজার গুণ বেড়ে গেছে। প্রায় হাঁ করে সেদিকে তাকিয়ে থাকল রজার লোগান।

কয়েক মাস হলো রুবির সাথে পরিচয়, দেখা-সাক্ষাৎ প্রায়ই হয়। অথচ ওকে দেখার আশা যেন মিটতেই চায় না লোগানের। যত দেখে, ততই দেখার ইচ্ছে বাড়ে। শুধু দৈহিক সৌন্দর্যই নয়, আরও যেন কি আছে মেয়েটার মধ্যে, আজও বুঝে উঠতে পারেনি সে। তাই রুবির দিকে হাত বাড়াতে পারেনি ইচ্ছে থাকলেও। অথচ অন্য কোন মেয়ে হলে...

অনেকবারই ওকে কাছে পেয়েছে লোগান। ওকে নিয়ে শহরে গেছে বহুবার, রন জনসনের অয়্যারহাউসে বিভিন্ন সময়ে নেচেছে দু'জনে, গভীর রাতে একসাথে বাড়ি ফিরেছে। অথচ তারপরও কেন যেন মেয়েটার দিকে হাত বাড়াতে পারেনি। প্রতিবারই মনে হয়েছে, কাছে থেকেও রুবি সব সময় ওর থেকে মিলিয়ন মাইল দূরে থাকে।

মেয়েটির এ মুহূর্তের উদাসীন ভাবটা ভাল লাগল না তার। রাগটা পড়ল গিয়ে টেকের ওপর। তবু নিজেকে যথাসম্ভব সংযত রাখল।

'ম্যাটের ব্যাপারে কি ভাবছ তুমি, টেক? শহরে লোকটার ফিরে আসাকে তুমি সমর্থন করবে?'

'সে তার ব্যাপার,' শ্রাগ করল টেক। 'এখন তো ও খুনের দায় থেকে মুক্ত।'

মাথা ঝাঁকাল লোগান। 'শুনলাম, কেউ যদি জাজ হেনরিকে রূপকথার গল্প শোনায়, আহম্মকটা নাকি তাও বিশ্বাস করে। সে যাই হোক, আমরা ম্যাটের মত কাউকে এখানে চাই না। যদি তোমার এখানে আসে লোকটা, সোজা ভাগিয়ে দেবে, ওকে?'

চুপ করে থাকল টেক ডরম্যান।

'আমরা চাই না বুড়ো, অসুস্থ চাচাকে নিয়ে আশ্রয়ের খোঁজে এখানে-ওখানে ছুটে বেড়াও তুমি। কি বলো?'

রাগে গা জ্বলে উঠল টেকের। সেই চাপ, সেই হুমকি। হয়

কম্বাইনের সিদ্ধান্ত মেনে নাও, নয়তো গাট্টি বোঁচকা বাঁধো। 'ম্যাট এখানে আসবে না, নিশ্চিন্তে থাকো,' অনেক কষ্টে গলা স্বাভাবিক রেখে বলল সে।

'যদি আসে, যা বলেছি তাই করবে তুমি,' স্পষ্ট নির্দেশের সুরে বলল লোগান। 'মনে থাকবে?'

মাথা ঝাঁকাল টেক—থাকবে।

কফি শেষ করে উঠল লোকটা। তখনও জানালার কাছে একভাবে দাঁড়িয়ে রুবি। 'কফির জন্যে ধন্যবাদ, রুবি।'

তাকালও না মেয়েটা।

আট

রাতের আঁধারে এল ওরা। রুবিকন ক্যানিয়নের দক্ষিণ রিম ঘুরে ঘন বন অতিক্রম করে থামল। সামনে প্রেয়ারি, ঘুটঘুটে অন্ধকারে ডুবে আছে। অনেক দূরে, শেরিডান পীকের গোড়ার কাছে একটা দুটো আলোর মৃদু আভাস চোখে পড়ছে। ওগুলো তাসকারোরা শহরের।

আকাশও আজ অন্ধকার। হাতে গোনা কিছু তারা মিটমিট করছে। হেরন লেকের পানিতে প্রতিফলিত হচ্ছে সেগুলো, কিন্তু খুবই আবছা ভাবে। 'ভাল রাতেই এসেছি আমরা,' ব্রুস লুকাস বলল। 'ওরা কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই মামলা খতম হয়ে যাবে।'

'এত বেশি আশা কোরো না,' আলেক উইলসন বলল। 'যেখানে আমাদের ছয়জনের আসার কথা, সেখানে এসেছি মাত্র তিনজন। পিট সিমন্সের আশা আমি কখনোই করিনি, কিন্তু হিকারসন, ব্রায়ান আর স্টিফেনও যে আসবে না, তা ভুলেও ভাবিনি।'

'এজন্যে তুমি ওদের দোষ দিতে পারো না,' ম্যাট বলল। 'কম্বাইনের জন্যে অনেক ভুগতে হয়েছে মানুষগুলোকে।'

'সে জন্যেই আরও বেশি করে আসা উচিত ছিল ওদের,' ক্রুদ্ধ গলায় বলল বৃদ্ধ। 'শুধু ওরা ভুগেছে, আমরা ভুগিনি? ওদের চেয়ে হয়তো বেশিই ভুগিছি আমরা। তবু তো বসে থাকিনি।'

'ওদের কথা ছাড়ো,' ব্রুস বলল। 'কিন্তু টেক ডরম্যানের ব্যাপারটা কি? সে কি কম্বাইনের পক্ষ নিল শেষ পর্যন্ত? আগে ভাবতাম তোমার আর অ্যানির টেকের প্রতি অন্যরকম একটা টান আছে।'

'ছিল,' নিচু গলায় বলল বৃদ্ধ উইলসন। 'এক সময় ছিল। কিন্তু এখন...জানি না। তবে অ্যানির ধারণা, চাচার কথা বিবেচনা করে কম্বাইনের সাথে মিলেমিশে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অন্য কিছু করতে গেলে ওদের শত্রুতে পরিণত হত ডরম্যানরা, জায়গাজমি হারাতে হত। তেমন কিছু হলে অসুস্থ বুড়ো মানুষটা খুব কষ্ট নিয়ে মরত। আমার ধারণা কথাটা সত্যি হলেও হতে পারে।'

স্যাডলে পিঠ খাড়া করে বসল ম্যাট, দূরের অন্ধকার ডরম্যান র‍্যাঞ্চের দিকে তাকিয়ে থাকল। এই সম্ভাবনার কথা তো কখনও ভাবেনি ও। আলেকের মুখ থেকে শোনার পর এখন মনে হচ্ছে কথাটা সত্যি হওয়ার চান্স বেশি। রজার লোগানের সাথে রুবির বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের বিষয়টা সেরকমই ইঙ্গিত দেয়।

তারমানে অ্যানির ধারণাই সত্যি। মনে মনে চমকে গেল

ম্যাট। প্রশান্তির স্নিগ্ধ একটা ধারা বয়ে গেল দেহমনের ওপর দিয়ে। যদি সত্যিই তাই হয়, তাহলে ওদের দু'জনের কাছেই ক্ষমা চাইতে হবে আমাকে, ভাবল ও।

'এবার চলো,' বলল। 'সময় হয়েছে।'

ঢাল বেয়ে প্রায় নিঃশব্দে প্রেয়ারিতে নেমে এল দলটা। ডরম্যান হেডকোয়ার্টার্স দক্ষিণে রেখে এগোল। রুবিকন ক্রীক অতিক্রম করার আগে মেইন রোডে আবার একটু থামল পরিস্থিতি বোঝার জন্যে।

ওদের পশ্চিমে লেক। সেদিক থেকে ভেজা, হিম বাতাস আসছে। তার সাথে আছে বুনো লতাপাতা, ফুলের গন্ধ। কাছের জলাভূমি থেকে নাম না জানা বড় কিছু পাখি উড়ে পালাল ডাকতে ডাকতে। একই সময় লেকের অন্য তীরে একটা কয়োট ডেকে উঠল।

নিজের র‍্যাঞ্চহাউসে পৌঁছার আগে যে উঁচু জায়গাটা পড়ে, তার চূড়ায় এসে আবার থামল ম্যাট, অন্ধকারে তাকাল সামনের দিকে। দেখতে পাচ্ছে না কিছু, আবার মনের চোখে সবই দেখতে পাচ্ছে দিনের মত। কারণ ওখানে যা আছে, সবই ম্যাটের নখদর্পণে।

তবে খুব সতর্কতার সাথে এগোতে হবে। নইলে সমস্যা হয়ে যাবে। স্যাডল থেকে নেমে পড়ল স্টুয়ার্ট, স্পার খুলে স্যাডল হর্নে ঝুলিয়ে রাখল।

'আমি সিগন্যাল না দেয়া পর্যন্ত তোমরা দু'জন এখানেই থাকবে,' বলল ও। 'সামনে কুকশ্যাকের দরজা। সব ঠিক থাকলে ওখান থেকে দু'বার আলো জ্বেলে সিগন্যাল দেব, তখন এসো। কিন্তু যদি সিগন্যাল না দিই, বা আধঘণ্টার মধ্যে ফিরে না আসি, তাহলে কুলী গ্লেড ফিরে যাবে। ভুলে যাবে সব।'

'তুমি সিগন্যাল না দিলে বা আধঘণ্টার মধ্যে না ফিরলে আমি

আসব তোমাকে খুঁজতে।' ব্রুস লুকাস বলল।

'না,' দৃঢ় কণ্ঠে বাধা দিল ম্যাট। 'আসছ না। হয় আমি যেভাবে বলছি সেভাবে কাজ হবে, নয়তো হবে না। ফিরে যাব আমরা এখান থেকে। ক্যাম্প ছাড়ার আগে এ ব্যাপারে পরিষ্কার বলে নিয়েছি আমি, ব্রুস।'

'আচ্ছা, আচ্ছা!' রেগে উঠল বৃদ্ধ। 'তাই হবে।'

অন্ধকারে মিলিয়ে গেল ম্যাট। বাতাসের বিপরীতে হাঁটছে সে। এর সুবিধে আছে। যদি গার্ড থাকে, তারা ওর গায়ের গন্ধ পাবে না। কিন্তু ও তাদেরটা পাবে। তাদের কেউ যদি সিগারেট ধরায়, তাহলে তো কথাই নেই। তবে গার্ডের ব্যাপারে সন্দেহ আছে ওর। কম্বাইন অনেক বড় ব্যাপার, প্রচুর ক্ষমতা তাদের। কাজেই আত্মবিশ্বাসও তেমনি। মাত্র তিনজন মানুষ এসে তাদের মূল ঘাঁটি দখল করে নিতে পারে, সে জন্যে গার্ড বসাতে হবে, এমন চিন্তা হয়তো মাথায়ই আসবে না লোকগুলোর।

শেষ পর্যন্ত ওর অনুমানই ঠিক হলো, কোন গার্ড নেই। কোনরকম সমস্যা ছাড়াই র‍্যাঞ্চহাউসের প্রান্তে পৌঁছে গেল ম্যাট। এখান থেকে আরও বহুগুণ সতর্ক হয়ে এগোল। সবগুলো ইন্দ্রিয় সজাগ, সতর্ক। চারদিক ঘুরে দেখল ও র‍্যাঞ্চহাউসের—না, কোথাও গার্ড নেই।

তবে বাঙ্কহাউসের পাশ কাটাবার সময় টের পেল, ভেতরে মানুষ আছে। ঘুমাচ্ছে। শ্রাগ করে কুকশ্যাকের দিকে চলল ও। ওটার পেছনের খোলা জানালা দিয়ে নাক ডাকার শব্দ আসছে। নিঃশব্দে এগোল ম্যাট। র‍্যাঞ্চকুকরা সবাই একইরকম, ভাবল ও, যার যার পট আর প্যানের কাছে ঘুমাতে পছন্দ করে।

সাবধানে ভেতরে ঢুকল যুবক। গান ড্র করে পা টিপে এগোল নাক ডাকার শব্দ লক্ষ্য করে। শ্যাকের পেছনদিকে কুক'স স্লীপিং কোয়ার্টারে ঘুমাচ্ছে লোকটা। কিছুক্ষণ ওখানে দাঁড়িয়ে থেকে

দরজার কাছে ফিরে এল, দুটো দেশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে সংকেত দিল অপেক্ষমাণ দুই বৃদ্ধকে।

দশ মিনিট পর নিঃশব্দে হাজির হলো তারা। তখনও আগের মতই নাক ডাকছে কুক। একটা ল্যান্টার্ন জ্বালল ব্রুস লুকাস, ওটা নিয়ে লোকটার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। চোখে আলো পড়তে ঘুম ভেঙে গেল কুকের, চট করে উঠে বসতে চেষ্টা করল লোকটা। কিন্তু চোয়ালে সিক্স-গানের মায্‌ল ঠেসে ধরে শুয়ে থাকতে বাধ্য করল ম্যাট।

'উঠো না। ভাল মানুষের মত শুয়ে থাকো, যদি বাঁচতে চাও।'

আলোয় চোখ সয়ে আসতে পালা করে ওদের তিনজনকে দেখল হতভম্ব কুক। মানুষটা খাটো, মোটা। প্রায় গোল। মাথায় চুল আছে অল্প। নিরীহদর্শন চেহারা। আলেকের হাতে এক গোছা দড়ি দেখে ঢোক গিলল। 'কারা তোমরা? কি চাও?'

জবাব না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করল ম্যাট। 'বাঙ্কহাউসে কতজন আছে?'

'চা-চারজন,' বলল কুক। 'নেল টমসনসহ চারজন। কেন, ওদের নিয়ে কি করবে? কে তুমি?'

'আমি এই সম্পত্তির আসল মালিক। তোমার অস্ত্র?'

'আমি পট র‍্যাঙলার, ফাইটার নই,' বলল লোকটা। 'সঙ্গে অস্ত্র রাখি না।' একটু থেমে বলল। 'কি করতে চাইছ তোমরা?'

'দেখতে পাবে,' ম্যাট বলল। 'আলেক, বাঁধো এটাকে।'

'তার কোন দরকার নেই,' তাড়াতাড়ি বলল কুক। 'বলেছি তো আমি কোন লড়াই-ফ্যাসাদে জড়াই না।'

'তবু,' আলেক বলল। 'কাজটা না করলে স্বস্তি পাব না আমি।'

'বেশ, বাঁধো,' হাল ছেড়ে দিল কুক।

বাঁধাছাঁদা শেষ করে কাজ ঠিক হয়েছে কিনা পরীক্ষা করে

দেখল বৃদ্ধ। মাথা ঝাঁকাল সন্তুষ্ট হয়ে। 'যদি চিৎকার করেছ, তাহলে ফিরে আসব আমি তোমাকে মেরামত করতে।'

'বলেছি তো, আমি কোন ঝামেলায় যেতে চাই না।'

'গুড। তাহলে স্বীকার করতেই হবে তোমার মত স্মার্ট কুক জীবনে চোখে পড়েনি আমার।'

বাঙ্কহাউসের দিকে পা বাড়াল ওরা, ম্যাট আলো হাতে আগে আগে হাঁটছে। ভেতরে ঢোকার সময় তো নয়ই, এমনকি বাঙ্কহাউসের টেবিলে রাখা ল্যাম্পটা জ্বলে ওঠার আগে পর্যন্ত কিছুই টের পেল না ঘুমন্ত চারজন। টমসনের ঘুম ভাঙল আগে। চোখে অতিরিক্ত আলো পড়ায় পিট্‌পিট্‌ করে তাকাল সে, পরমুহূর্তে জমে গেল মাথার কাছে সিক্স-গান হাতে যমদূতের মত ম্যাটকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে। 'তুমি!' হুঁশ ফিরতে বলল সে।

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল ও। 'জঞ্জাল সাফ করতে এসেছি। হয় স্বেচ্ছায় উঠে পড়ো, নয়তো...' ইচ্ছে করে বক্তব্য শেষ করল না।

অন্য তিনজনেরও ঘুম ভেঙে গেছে এরমধ্যে, হাঁ করে তিন অস্ত্রধারীকে দেখছে তারা। নড়াচড়ার সাহস নেই।

'তুমি শুধু শুধু নিজের বোঝা বাড়াচ্ছ, ম্যাট,' টমসন বলল ক্রুদ্ধ গলায়। 'এত বোঝা বইবার মত মাজার জোর তোমার আছে বলে মনে হয় না।'

'সময় হোক, ভুল ভাঙবে তোমার,' বলে ক্রুস লুকাসের দিকে ফিরল ম্যাট। 'ওদের অস্ত্রগুলোর ব্যবস্থা করো।'

দেয়ালের পেরেকে ঝোলানো লোকগুলোর বেল্ট-গান নামিয়ে নিল বৃদ্ধ। দরজার কাছে দেয়ালে ঠেস দিয়ে রাখা ছিল কয়েকটা রাইফেল। ওগুলো নিয়ে এসে সব একটা বাঙ্কে রাখল। কাজটা শেষ হতে আলেক নড়ে উঠল। 'আমি ওদের ঘোড়া নিয়ে আসছি।'

মিনিট দশেক পর ফিরল লোকটা। বাঙ্কহাউসের দরজার

বাইরে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করল, 'দিনের আলো ফুটতে শুরু করেছে, ম্যাট।'

'গুড!' চার কম্বাইন হ্যান্ডের দিকে ফিরল ও। 'বেরিয়ে পড়ো। গেট লস্ট!'

নিঃশব্দে কাপড় পরে বেরিয়ে গেল লোকগুলো। ঘোড়ায় উঠে নেল টমসন ঘুরে তাকাল। 'ম্যাট, প্রার্থনা করো যেন তোমার ভাগ্য বরাবরই এরকম ভাল থাকে। নইলে...'

'ভাগো এখান থেকে!' ধমকে উঠল ও।

ক্রমেই বাড়তে থাকা আলোয় লোকগুলোকে একটু একটু করে দূরে সরে যেতে দেখল ম্যাট, আলেক ও ক্রুস।

'যাক,' এক সময় আলেক বলল। 'এত সহজে ঝামেলা মিটে যাবে চিন্তাই করিনি আমি।'

'ঝামেলা মেটেনি,' বলল স্টুয়ার্ট। 'বরং বলো শুরু হলো। ওরা আবার আসবে। কেননা লেকের পুবদিকে এটাই কম্বাইনের মূল ঘাঁটি। তাছাড়া ব্যাপারটাকে যদি ওরা বিনা চ্যালেঞ্জে ছেড়ে দেয়, তাহলে প্রমাণ হয়ে যাবে সামিট প্রেয়ারিতে সম্পূর্ণ বেআইনীভাবে আছে কম্বাইন। কাজেই ওরা আসবে।'

'আসুক,' ক্রুস লুকাস বলল। 'আমরাও অপেক্ষায় থাকলাম।'

কুকশ্যাকে এসে কুকের বাঁধন খুলে দিল ম্যাট। 'টমসন সঙ্গীদের নিয়ে চলে গেছে। চাইলে তুমিও যখন খুশি চলে যেতে পারো। তোমার সাথে কিছুটা কঠোর আরচণ করতে হয়েছে বলে দুঃখিত। এ ছাড়া কোন উপায় ছিল না।'

উঠে বসল লোকটা। কব্জি ডলতে ডলতে বলল, 'আমি তো বলেইছি এসবের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আমি স্রেফ একজন কুক। র‍্যাঞ্চ নিয়ে আমার কোন মাথাব্যথা নেই। ইয়ে, যাওয়ার আগে এক পট কফি খেয়ে যেতে পারি?'

'অবশ্যই!' বলল ও। 'আমাদেরকেও একটু দিলে খুশি হই।'

শুধু কফি নয়, ব্যাপারটা শেষ হলো চমৎকার ভাবে, ভরপেট নাস্তার মধ্যে দিয়ে। রান্নার হাত এত দারুণ লোকটার, ওরা তিনজন গোগ্রাসে গিলল।

'তোমার হাতের কাজ চমৎকার, ফ্রেন্ড,' ম্যাট বলল। 'যদি চাও, থেকে যেতে পারো আমাদের সঙ্গে।'

মাথা নাড়ল মানুষটা। 'আমি কম্বাইনের কর্মচারী, ওদের সাথেই থাকতে চাই।'

'বেশ,' মাথা নাড়ল ও। 'মনিবের প্রতি বিশ্বস্তদের আমি শ্রদ্ধা করি।'

একটু পর নিজের বুড়ো পনির পিঠে চড়ে চলে গেল কুক।

নয়

অফিসে বসে আছে শেরিফ হুগো বার্নেট। চেহারা অভিব্যক্তিহীন। দাঁত দিয়ে চুরুট কামড়ে ধরে আছে, নীলচে ধোঁয়া উঠছে ওটার মাথা থেকে। ধোঁয়া থেকে বাঁচতে চোখ কুঁচকে রেখেছে সে।

'এ ব্যাপারে তোমাকে আগেও বলেছি, লোগান,' বলল শেরিফ। 'জাজ হেনরির কোর্ট থেকে ওয়ারেন্ট নিয়ে এসো, আমি তোমার কাজ করে দেব। নইলে...' শ্রাগ করল সে।

ভেতরে এই দু'জন ছাড়া আরও দু'জন আছে। ডেপুটি ম্যাথিউ টিমস্টার ও নেল টমসন। লোগান ছোট রুমটার মধ্যে পায়চারি করছে। থেকে থেকে মুখ ঘুরিয়ে দেখছে শেরিফকে।

টমসনের চেহারায় রাজ্যের বিরক্তি। কষ্ট হলেও একটা চেয়ারে কোনমতে খাড়া রেখেছে সে নিজেকে। নড়তে-চড়তে গেলেই অসংখ্য ক্ষতে যন্ত্রণা হচ্ছে।

হঠাৎ থেমে পড়ল লোগান। 'এর আগেরবার যখন আমাদের কথা হয়, তখনও তুমি এই অজুহাত দেখিয়েছিলে, হুগো,' চাপা রাগের সাথে বলল। 'সেবারের কথা বাদ দাও, কিন্তু এখন তো কোন ওয়ারেন্টের প্রয়োজন দেখি না আমি। লেজি ওয়াইতে যাবে, বুটের লাথি মেরে ম্যাট স্টুয়ার্টকে বের করে দেবে, ব্যস।'

'বের করে দেব কি অপরাধে? কি অভিযোগ আছে ওর বিরুদ্ধে?'

'অনেক অভিযোগই আছে,' অধৈর্যের মত হাত নাড়ল লোগান। 'ম্যাট আর দুই বুড়ো, ক্রুস লুকাস ও আলেক উইলসন গিয়ে চড়াও হয়েছে র‍্যাঞ্চে, টমসনসহ আমাদের আরও তিন হ্যান্ডকে অস্ত্রের মুখে তাড়িয়ে দিয়েছে সেখান থেকে। এরচেয়ে বড় অভিযোগের আর কোন প্রয়োজন আছে তোমার?'

'ব্যাপারটা যদি এতই সহজ হত, লোগান, তাহলে আমার চেয়ে বেশি খুশি আর কেউ হত না আজ,' শেরিফ বলল। 'কিন্তু ম্যাট যা করেছে, তাতে কোন অপরাধ হয়নি। ও ঠিক কাজটাই করেছে।'

'ঠিক কাজ করেছে!' বিস্মিত হলো লোকটা। 'তার মানে?'

হেলান দিয়ে বসা ছিল শেরিফ, এবার সোজা হলো। টেবিলে দু'হাতের ভর রেখে ঝুঁকে বসল। 'তার মানে তাই,' বলল সে। 'যে সম্পত্তির সে আইনগত মালিক, সেখান থেকে কিছু ট্রেসপেসারকে লাথি মেরে দূর করে দিয়েছে ম্যাট। তাতে কোন অপরাধ হয়নি। দেশের যে কোন অনেস্ট কোর্টে গিয়ে ওর বিরুদ্ধে অভিযোগ করে দেখতে পারো তুমি, কেউ বলবে না ম্যাট কোন অপরাধ করেছে। বেশি দূরে যেতে না চাও, হেনরির কাছেই

না হয় যাও। শোনো, সে কি বলে।'

রেগে ব্যোম হয়ে গেল রজার লোগান, তবে কখন রাগ চেপে রাখতে হয়, সেটা ও ভালই যানে। তাই রাগ চেপে রেখে অন্য লাইন ধরল। 'তোমাকে আমি বাস্তববাদী মানুষ বলে জানি, হুগো,' নরম সুরে বলল। 'এতদিন তুমি আমাদের স্বপক্ষে কাজ করেছ, আমরাও তার প্রতিদান দিয়েছি। ভবিষ্যতেও দিয়ে যাব, যদি তুমি...'

'দাঁড়াও!' বাধা দিল হুগো বার্নেট। 'বলো দেখি, কিভাবে প্রতিদান দিয়েছ তোমরা? কিভাবে, লোগান, কিভাবে? আমি বলছি কিভাবে, আমার মাথার ওপরে রাজনীতির ছড়ি ঘুরিয়ে। আমাকে এই অফিস থেকে দূর করে দেয়ার ভয় দেখিয়ে। তখন ব্যাপারটাকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করতাম, তাই তোমাদের সাথে তাল মিলিয়ে চলেছি। কিন্তু এখন আর সেরকম ইচ্ছে নেই।'

হেলান দিয়ে চুরুটে লম্বা করে টান দিল শেরিফ। 'তুমি খুব বড় ভুল করে ফেলেছ, লোগান,' আবার বলল। 'ভেবেছিলে প্রেয়ারির মানুষদের কোন মর্যাদা নেই। ইচ্ছে হলেই তাদের লাথি মারতে পারো তুমি, নাকে দড়ি দিয়ে যত খুশি ঘোরাতে পারো। বিনিময়ে তারা শুধু হাসবে, তোমাকে ভালবাসবে। অদ্ভুত হলেও নিজের মধ্যে ইদানীং কিছুটা মর্যাদার খোঁজ পেয়েছি আমি। ব্যাপারটা পছন্দ হয়েছে, কাজেই এখন আর তোমাদের ইশারায় নাচতে রাজি নই আমি। বুঝতে পেরেছ?'

এবার আর রাগ চেপে রাখা সম্ভব হলো না লোগানের পক্ষে। ভদ্রতার মুখোশ খসে পড়ল। 'তাহলে তুমি সত্যিই পক্ষ বদল করেছ, হুগো?'

'হ্যাঁ,' শান্ত স্বরে বলল শেরিফ। 'সে কথা তো তোমাকে আর ডিউক স্পেলকে আগেই জানিয়ে দিয়েছি আমি।'

কিছুক্ষণ ক্রুদ্ধ চোখে তার দিকে তাকিয়ে থাকল লোগান।

শেরিফও চোখে চোখে অপলক তাকিয়ে থাকল। হঠাৎ ঘুরে তাকাল লোগান। 'চলে এসো, টমসন।' দরজা পর্যন্ত গিয়ে থামল, ঘুরে তাকাল ডেপুটির দিকে। 'টিম, তুমি কোন পক্ষে থাকবে ঠিক করেছ? ডেপুটি হওয়ার আগে তুমি আমাদের লোক ছিলে, ভুলে যেয়ো না। এখন ভেবে দেখো, কোন পক্ষে থাকলে নিজের ভাল হবে মনে হয় তোমার।'

উঠে দাঁড়াল শেরিফ। 'আমিও ওকে এই প্রশ্নটাই করব ভাবছিলাম। করা যখন হয়েই গেল, বলো, টিম। জবাব দাও। কোন পক্ষে থাকতে চাও তুমি?'

পালা করে শেরিফ ও লোগানের দিকে তাকাতে লাগল বিশালদেহী; মোটাবুদ্ধির ডেপুটি। কম্বাইনের চাপে শেরিফ তাকে ডেপুটি করতে বাধ্য হওয়ার আগে তাদের সাধারণ এক কাউহ্যান্ড ছিল লোকটা। তার ভেতরে সুপ্ত পশুসুলভ যে এক প্রতিভা আছে, ডেপুটির ব্যাজ না পরা পর্যন্ত সে কথা জানতই না টিম। স্টার পরলে মানুষ যা খুশি করতে পারে বলে এতদিন জানত সে, করেও এসেছে তাই।

কিন্তু এ মুহূর্তে দোটানায় পড়ে গেছে। কার পক্ষ নেবে বুঝে উঠতে পারছে না। কম্বাইন এতদিন যা করে এসেছে, সবই টিমের মনের মত কাজ। খুন-খারাবির মত মজা অন্য কিছুতে নেই, এতদিন তাই করে এসেছে সে ইচ্ছেমত। হুগো তাতে সায়ও দিয়েছে। কিন্তু আজ কেমন যেন উল্টোপাল্টা মনে হচ্ছে ব্যাপারটা।

হুগো বদলে গেছে। কম্বাইনের অন্যতম মাথার সাথে তর্ক করছে, অবাক কাণ্ড। ম্যাট স্টুয়ার্টকে নিয়ে হুগোর কিসের মাথাব্যথা, কিছুতেই ভেবে পেল না ম্যাথিউ টিমস্টার। মনের প্রশ্নটাই মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল তার। শেরিফের উদ্দেশে বলল, 'এই স্টুয়ার্টকে নিয়ে আমাদের এত কিসের মাথাব্যথা? ও কি

লাগে আমাদের? ভাগ্য ভাল থাকলে তো অনেক আগেই ওটাকে ফাঁসিতে লটকাতাম আমরা। স্টুয়ার্ট আমাদের বন্ধু নয়। কিন্তু লোগান, নেল, কম্বাইনের আর সবাই, প্রত্যেকে আমাদের বন্ধু। ওরা...'

'এক মিনিট, টিম,' হুগো বাধা দিল। 'ব্যাপারটাকে শুধু এভাবেই দেখছ তুমি?' পায়ে পায়ে লোকটার মুখোমুখি এসে দাঁড়াল। একভাবে তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। 'কোনটা ন্যায়, কোনটা অন্যায় সেসব ভাবনা মাথায় আসছে না? কোনটা আইনের পক্ষে, কোনটা বিপক্ষে তাও না?'

শেরিফের ক্রুদ্ধ দৃষ্টির সামনে মনে মনে কুঁকড়ে গেল লোকটা। 'আর কিভাবে ভাবব?' বিড়বিড় করে বলল। 'সময়ে-অসময়ে বন্ধুকে যদি সাহায্য না-ই করলাম, তাহলে কিসের বন্ধুত্ব?'

'ঠিক বলেছ, টিম,' লোগান সায় দিল। 'একদম লাইনের কথা বলেছ তুমি।'

খেয়াল করল না টিম। চোখের পলকে বাঁ হাত বাড়াল শেরিফ, টিমের বুকের কাছে আটকানো স্টারটা একটানে ছিঁড়ে নামিয়ে নিল। নিজের ডেস্কে ছুঁড়ে মারল ওটা। 'টিম, তুমি যে অবস্থানে রয়েছ, সেখানকার কারও ওই জিনিস পরার অধিকার নেই। তুমি এখন যেতে পারো, বন্ধুদের হয়ে কাউপাঞ্চিং করো গিয়ে।'

চোখ নামিয়ে শার্টের ছেঁড়া জায়গাটা দেখল হতভম্ব টিমস্টার। কাঁধ সরু হয়ে উঠল, গলা দিয়ে কুকুরের মত গরগর আওয়াজ করছে। ভাব দেখে মনে হলো এখনই বুঝি ঝাঁপিয়ে পড়বে হুগোর ওপর। কিন্তু সময় থাকতে তাকে সতর্ক করল সে।

'খবরদার, টিম! কিছু করতে যেয়ো না, কোনদিনও আমার কাছে পৌঁছতে পারবে না তুমি।'

সামলে নিল টিমস্টার, গরগরানি থেমে গেল।

'বেরিয়ে যাও!' নির্দেশ দিল শেরিফ। 'তোমরা প্রত্যেকে।'

লোকগুলো বেরিয়ে যেতে ডেপুটির স্টার ডেস্কের ড্রয়ারে রেখে দিল শেরিফ। চুরুটটা নিভে গেছে দেখে ধরাল ওটা, ভাবতে বসল। পনেরো মিনিট গভীর চিন্তায় ডুবে থাকল লোকটা, তারপর অফিস থেকে বেরিয়ে এসে জাজ হেনরির সাথে দেখা করতে চলল। নিরাসক্ত গলায় তাকে অভ্যর্থনা জানাল ছোটখাট মানুষটা।

'কি করতে পারি তোমার জন্যে, শেরিফ?'

'একটা জরুরী বিষয়ে কথা বলতে এসেছি, জাজ। ব্যাপারটা স্বীকারোক্তি ধরনের।'

'বেশ, বেশ,' গমগম করে উঠল জাজ হেনরির বাজখাঁই গলা। চাউনিতে আগ্রহ ফুটল। সামনের ফাইলপত্র একপাশে সরিয়ে রেখে বলল, 'বলে ফেলো, শেরিফ। শুনেছি এসবে বিবেক পরিষ্কার হয়।'

এক ঘণ্টা পর উঠল হুগো বার্নেট। জাজ হেনরি দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিল তাকে। 'আগেরটা আগে বিবেচনা করতে হবে আমাদের, শেরিফ,' বলল সে। 'আমরা জানি ম্যাট স্টুয়ার্ট খুন করেনি লুইস কার্লসনকে। কিন্তু কেউ তো করেছে! পেছন থেকে গুলি করা হয়েছিল লোকটাকে?'

মাথা দোলাল হুগো। 'হ্যাঁ।'

'বেশ। দেখো কি করতে পারো। আমার পূর্ণ সমর্থন রইল তোমার প্রতি, শেরিফ।'

নিজের অফিসে ফিরে এল হুগো। ডেস্কের নিচের দিকের একটা তালা দেয়া ড্রয়ার খুলে একগাদা কাগজপত্র বের করল। ওগুলোয় ভাল করে নজর বুলিয়ে নোটবুকে কিছু লিখল শেরিফ। তারপর কাগজগুলো আগের জায়গায় রেখে তালা লাগাল ড্রয়ারে।

একটা স্ক্যাবার্ড রাইফেল ও বেল্টসহ কার্ট্রিজ, একটা কোল্ট

সিক্স শূটার বের করল কুজিট থেকে।

পনেরো মিনিট পর গেল্ডিতে চেপে শহর ছাড়ল শেরিফ হুগো বার্নেট। প্রেয়ারি রোড ধরে উত্তরে ছুটল।

ম্যাট স্টুয়ার্ট আর ব্রুস লুকাস র‍্যাঞ্চহাউস পরিষ্কার করার কাজে ব্যস্ত। এখানকার একটামাত্র রুমই এতদিন ব্যবহার করা হয়েছে, বোঝা গেল। একটা বিছানা পাতা বাঙ্ক আছে সে রুমে,' ওয়াল পেগে কিছু কাপড়ও ঝুলছে। বাকি সব রুমে ধুলো আর মাকড়সার জালের রাজত্ব!

রাস্তার দিকের জানালার মাকড়সার জাল সাফ করছিল ব্রুস লুকাস, হঠাৎ বলল, 'কে যেন আসছে, ম্যাট!'

কাজ বন্ধ রেখে দু'জনেই বেরিয়ে এল। ব্রুস দাঁড়াল দরজার কাছেই, যাতে প্রয়োজন দেখা দিলেই হাত বাড়িয়ে ভেতরের দেয়ালে ঠেস দিয়ে রাখা রাইফেল তুলে নিতে পারে।

'এ তো শেরিফ!' রাইডার আরেকটু কাছে আসতে ম্যাট বলল বিস্মিত গলায়।

'এখানে কি চায় ব্যাটা?' ব্রুস বলল।

'মনে হয় আমাদের এখান থেকে ভাগিয়ে দিতে এসেছে।'

'করে দেখুক সে চেষ্টা,' বৃদ্ধ বলল। 'ওর ঘাড়ে ক'টা মাথা আমিও তা দেখে ছাড়ব।'

'আমিও,' বলল ম্যাট। 'অনেক হয়েছে। একপেশে আইনকে আর পরোয়া করি না আমি।'

র‍্যাঞ্চহাউসের সামনে এসে ডান দাঁড় করাল শেরিফ। চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে ম্যাট ও ব্রুসকে দেখল। 'রাইফেলের কাছে দাঁড়িয়ে থাকার কোন দরকার নেই,' বলল সে। 'আমি আজ তোমাদের ক্ষতি করতে আসিনি।'

'এই কথা বলতেই এতদূর এসেছ?' ব্রুস লুকাস বলল।

'না। কিছু তথ্যের সন্ধানে বেরিয়েছি আমি। ভাবলাম, যাওয়ার পথে দেখে যাই 'লেজি ওয়াই,' ম্যাটের দিকে ফিরল লোকটা। 'নিজের জায়গায় ফিরে আসতে পেরে কেমন লাগছে?'

'ভাল।' ভেতরে ভেতরে অবাক হলো ও। তীক্ষ্ণ চোখে পরখ করল লোকটাকে। হঠাৎ তার এত বদলে যাওয়ার কারণ ভেবে পাচ্ছে না। লোকটার চেহারায়, আচরণে সব সময় যে শত্রুতার ছাপ থাকত, আজ তা একদম অনুপস্থিত। কেন? 'কিসের ব্যাপারে তথ্য খুঁজছ তুমি? কাল রাতের ঘটনা সম্পর্কে?' বলল ও।

মাথা নাড়ল শেরিফ। 'কিছু ট্রেসপাসারকে নিজের জমি থেকে ভাগিয়ে দিয়েছ তুমি, সেই কথা বলছ? না, সেসব আমার অজানা নেই।'

'কিন্তু নেল টমসন বলে গেছে ওরা নাকি আবার আসবে,' সতর্কতার সাথে বলল ম্যাট। 'সেক্ষেত্রে পরিস্থিতি অন্যরকম হয়ে উঠতে পারে।'

'হয় হোক,' শেরিফ জবাব দিল। 'সবারই নিজ সম্পত্তির নিরাপত্তা বিধান করার অধিকার আছে।'

লম্বা করে দম নিল ও। সরু হয়ে উঠেছে চাউনি। 'হুগো, তোমার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না আমি। বিশেষ কিছু বলতে চাইছ তুমি?'

'না। আমি এসেছি লুইস কার্লসনের হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে তথ্য জোগাড় করতে। দাঁড়াও, অস্থির হয়ো না। আমি জানি ওই ঘটনার সাথে তোমার কোন সম্পর্ক নেই। আমি কেবল তোমার মতামত জানতে এসেছি। লোকটাকে কে খুন করতে পারে, সে ব্যাপারে কোন ধারণা আছে তোমার?'

'এতদিন পর কার তা জানার দরকার পড়ল?'

'আইনের। আইন জানতে চায়। লুইস কার্লসনকে পেছন থেকে গুলি করা হয়েছিল। জাজ হেনরি আর আমি চাই খুনীকে

কোর্টের সামনে হাজির করতে। তাই এসেছি আমি।'

'অনেক দেরি হয়ে গেল না?' ব্রুস লুকাস বলল। 'খুনটা যখন ঘটে, তখনই যদি চেষ্টা করতে, হয়তো ধরা পড়ত খুনী। নিরীহ ম্যাটকে এত কষ্ট করতে হত না।'

শেরিফের জবাব শুনে দু'জনই হতভম্ব হয়ে গেল। শান্তকণ্ঠে বলল সে, 'ঠিকই বলেছ তুমি, ব্রুস। তাই হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু যত দেরিই হোক, খুনী এখনও মুক্ত। এবং তাকে আমি অবশ্যই ধরব। ম্যাট, আমি কিন্তু তোমার মতামতের অপেক্ষায় আছি।'

মাথা নাড়ল ও। 'না, শেরিফ। অ্যারেস্ট হওয়ার আগপর্যন্ত কার্লসনের খুনের ব্যাপারে কিছুই জানতাম না আমি। কাজেই তোমাকে কোন সাহায্য করতে পারছি না।'

ব্রুস লুকাস দরজা ছেড়ে এগিয়ে এল। সিগারেট রোল করার ফাঁকে বলল, 'কম্বাইনের লোকজনকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারো তুমি, শেরিফ। হয়তো ওরা কোন তথ্য দিতে পারে।'

'হয়তো তাই করব,' বলল সে। ঘোড়া ঘোরাতে উদ্যত হলো।

ম্যাট স্টুয়ার্টের বিস্ময় তখনও কাটেনি। একটা মানুষ রাতারাতি এত বদলে যায় কি করে, ভাবতে গিয়ে যেন অথৈ সাগরে পড়েছে।

'হুগো,' বলল ও। 'তোমার ব্যাপারটা কিছুতেই মাথায় খেলছে না আমার। তুমি...কি বলব, এতদিনে সত্যি সত্যি একজন শেরিফের আচরণ করছ তুমি।'

মৃদু হাসি ফুটল হুগোর মুখে। 'দেরিতে হলেও নিজের মধ্যে এই পরিবর্তন এসেছে বলে আমি খুশি। এবং এটা শেষ পর্যন্ত বহাল থাকবে, তাতে কোন ভুল নেই।'

দশ

সূর্যাস্তের খানিক আগে লেজি ওয়াইতে এসে হাজির অ্যানি উইলসন। মেয়েটিকে দেখে খুশি হলো ম্যাট। সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে র‍্যাঞ্চহাউসে নিয়ে এল তাকে। 'আপাতত এটা তোমার রাজত্ব,' বলল ও। 'আমি আর ব্রুস যতদূর সম্ভব সাফ-সুতরো করে রেখেছি। খুব বেশি কষ্ট করতে হবে না তোমাকে।'

নিজের চারপাশে তাকাল যুবতী। আনন্দে চকচক করে উঠল চোখ। মৃদু হাসি ফুটল মুখে। 'অনেকদিন পর কোন বাড়িতে থাকার সুযোগ পেয়ে ভাল লাগছে,' বলল অ্যানি। 'নিজের না হোক, মাথার ওপর রান্না করার জন্যে কিচেন তো পাওয়া গেল! ধন্যবাদ, ম্যাট।'

'থামো দেখি!' বলল ও। 'আমরা সবাই পরিস্থিতির শিকার। আমি ভাবছি অন্য কিছু।'

'কি নিয়ে?'

'তোমাকে নিয়ে। কম্বাইন যে কোন সময় র‍্যাঞ্চ আক্রমণ করতে পারে। তখন নিশ্চয়ই গোলাগুলি হবে। তখন...'

'এবার তুমি, থামো দয়া করে,' অ্যানি বলল। 'বাবা আছে এখানে। ব্রুস আর তুমি আছ। কাজেই আমি ভয় পাই না।'

শুধু রূপই নয়, দৃঢ় নৈতিক চরিত্রেরও অধিকারী এ মেয়ে, ভাবল ম্যাট। তার সাথে আছে আপন ব্যক্তিস্বাধীনতা সম্পর্কে

টনটনে আস্থা। এরকম মেয়ের ভয় না পাওয়াই স্বাভাবিক।

সামনের রাতটা কঠিন চ্যালেঞ্জ হয়ে দেখা দিতে পারে, তাই সন্ধে না লাগতেই ডিনার সেরে নিল। তারপর কড়া এক মগ কফি খেয়ে সিগারেট ধরাল ম্যাট স্টুয়ার্ট। চিন্তিত মনে টানতে লাগল। আগেই নিজেদের মধ্যে আলোচনা সেরে রেখেছে আলেক, ব্রুস আর সে, পালা করে রাতভর পাহারা দেবে। বলা যায় না, যে-কোন মুহূর্তে আক্রমণ চালিয়ে বসতে পারে কম্বাইন। অতএব সতর্ক থাকতে হবে তাদের।

সিগারেট শেষ করে উঠল ও। অ্যানির আরেক মগ কফির প্রস্তাবে মাথা নেড়ে দুই বুড়োর উদ্দেশে বলল, 'ঘুমিয়ে নাও। মাঝরাত পর্যন্ত আমি থাকছি পাহারায়।'

'তারপর আমাকে ডেকে দিও,' ব্রুস লুকাস বলল।

'তুমি আজ ঘুমিয়েই কাটাও, আমি আর আলেক পাহারায় থাকব। কাল তুমি গার্ড দিয়ো।'

ঘোড়া রেডি করে বেরিয়ে পড়ল ম্যাট। রুবিকন ক্রীকের ওপরের উঁচু জায়গায় এসে থামল। গাঢ় অন্ধকারে ঢাকা পড়ে আছে ধরণী। কালো আকাশে এরই মধ্যে বেশ কিছু তারা ফুটেছে, উজ্জ্বল লাগছে সেগুলো। উজ্জ্বল, শীতল। টানা দু'মিনিট অনড় বসে থাকল যুবক, অনেক দূরের এক টিলাতে হলদেটে আলোর আভাসের দিকে তাকিয়ে থাকল পলকহীন চোখে। কিসের আলো ওটা?

তারপর শ্রাগ করল, কেমন একটা অস্বস্তি খোঁচাচ্ছে। দক্ষিণে নজর দিল সে। কম্বাইনের মূল হেডকোয়ার্টার্স প্যাট্রিক প্লেস থেকে এদিকে আসার চেষ্টা করতে হলে ওদিক থেকেই হবে। কারণ ওটাই তাদের জন্যে সংক্ষিপ্ত পথ। ক্রীক থেকে নেমে হেলেদুলে মেইন রোডের দিকে চলল ও। খানিকদূর যেতেই ঘোড়ার খুরের আওয়াজ শুনতে পেল, সঙ্গে সঙ্গে রাস্তা ছেড়ে কয়েক গজ সরে

এসে থেমে পড়ল। ব্যাপার বোঝার জন্যে অপেক্ষায় থাকল।

কিছুক্ষণ পর আশ্বস্ত হলো ঘোড়া একটাই বুঝতে পেরে। এদিকেই আসছে ধীরেসুস্থে। কোন তাড়া নেই আরোহীর। সময় হয়েছে বুঝতে পেরে হাঁক ছাড়ল ম্যাট। 'হ্যালো! কে যায়?'

অচেনা রাইডার ও তার আরোহী চমকে উঠল। থেমে পড়ল ঘোড়াটা। এক মুহূর্ত পর জবাব এল। 'আমি ডক রিচার্ড! তুমি কে?'

'দুঃখিত, ডক। আমি ম্যাট স্টুয়ার্ট।' রাস্তায় উঠে এল। 'ডরম্যান র‍্যাঞ্চ থেকে ফিরছ মনে হচ্ছে! ব্যাপার কি, ডক?'

'আর কি? বুড়ো ডেভ মারা গেছে,' বলল সে। 'দুপুরের দিকে অবস্থা খারাপ দেখে স্মিথ রেমন খবর দিতে গিয়েছিল আমাকে। কিন্তু এসে দেখি সব শেষ। কিন্তু তুমি এখানে কি করছ?'

শ্রাগ করল ম্যাট। 'ট্রেইল চেক করছি।'

'তার মানে নতুন সমস্যা বাধাতে যাচ্ছ?'

'না। ব্যাপারটা তা নয়, ডক।'

'কিন্তু—কে হুপারের চোয়াল তাই বলছে,' লোকটা বলল। 'ওটা আর কখনও স্বাভাবিক আকৃতি ফিরে পাবে না। কি দিয়ে মেরেছিলে? টমসনের কথাও শুনেছি। ব্যাটা যদিও আমার কাছে আসেনি, কিন্তু শুনলাম স্পার দিয়ে তার সারা শরীর থেঁতলে দিয়েছ তুমি? যাক গে, চলি। অনেক কাজ পড়ে আছে। কাল ডেভের শেষকৃত্য, সে আয়োজন করতে হবে। ভাল মানুষ ছিল বুড়ো, সত্যি ভাল মানুষ ছিল। যাই।'

'টেক আর রুবি কেমন আছে, ডক?' প্রশ্ন করল ও। 'বিশেষ করে রুবি?'

'বুঝতেই তো পারছ! কাল আসছ তো অনুষ্ঠানে? এলে ওরা নিশ্চয়ই কৃতজ্ঞ হবে।'

'হ্যাঁ, আসব।'

ক্রীকের ওপরের উঁচু জায়গাটায় ফিরে এসে স্যাডল থেকে নামল ম্যাট। মাটিতে বসল। তাকিয়ে থাকল দূরের আলোটার দিকে। এখন বুঝতে পারছে ওটা কিসের আলো। ঠিক মাঝরাতে নিভে গেল ওটা।

বাঙ্কহাউসে ফিরে এল ম্যাট। দেখল আগেই ঘুম ভেঙে গেছে আলেক উইলসনের। ওর সাড়া পেয়ে বাঙ্কে উঠে বসল সে। 'ওদের কোন সাড়া পেলে?'

'নাহ্!'

আলো ফোটার খানিক পর পাহারাদারী সেরে ফিরে এল বৃদ্ধ উইলসন। উঁচু প্রেয়ারির ঠাণ্ডা বাতাসের মধ্যে রাত কাটিয়ে অবস্থা কাহিল। কষ্টটা বৃথা গেছে অবশ্য।

'এটাই স্বাভাবিক,' বলল সে ম্যাট ও ক্রুসের উদ্দেশে। 'এত তাড়াতাড়ি কিছু করবে না ওরা।'

মাথা নাড়ল ক্রুস। 'ঠিক। ওদের জায়গায় আমি হলেও অপেক্ষা করতাম। সতর্কতায় ঢিল না পড়া পর্যন্ত।'

'কিন্তু আমি সতর্ক থাকতে চাই এর একটা বিহীত না হওয়া পর্যন্ত,' ম্যাট বলল। 'আজকের দিনটা ক্রুস গার্ডে থাকবে। আলেক ঘুমিয়ে নাও।'

'আর তুমি?' ক্রুস বলল।

'শহরের দিকে যাওয়ার ইচ্ছে আছে।'

'শহরে? সেটা কি ঠিক হবে? ওটা শত্রু এলাকা।'

'না, ক্রুস। আমি তা মনে করি না। কারণ কম্বাইন এখানে বহিরাগত। আমি বা আমরা নই।'

'হ্যাঁ, তা অবশ্য ঠিক,' বিড় বিড় করে বলল বৃদ্ধ।

নাস্তা খেয়ে বেরিয়ে পড়ল ম্যাট। লং ডি র‍্যাঞ্চহাউসে এসে উপস্থিত হলো। প্রথমে মনে হলো বাড়ি ফাঁকা, কেউ নেই।

কোনরকম সাড়াশব্দ নেই। ফিরে যাবে কিনা ভাবছিল ম্যাট, এমন সময় র‍্যাঞ্চহাউসের দরজা খুলে গেল। রুবি ডরম্যানকে দেখা গেল দোরগোড়ায়। পরনে কালো ড্রেস, চোখ দেখে মনে হয় কাঁদছিল এতক্ষণ। এই চেহারায় মেয়েটিকে কখনও দেখেনি ও।

হ্যাট খুলে মৃদু গলায় বলল, 'কাল রাতে ডক রিচার্ডের কাছে তোমার চাচার মৃত্যুর খবর শুনেছি। আমি খুব দুঃখিত।'

মাথা দোলাল রুবি। 'অনেক বয়স হয়েছিল আঙ্কেলের,' বিড় বিড় করে বলল। 'নিজের জমিতে, নিজের ঘরে ঘুমের মধ্যে শান্তিতে মরেছে সে। আমরাও তাই চেয়েছিলাম।'

একটু থেমে আবার বলল, 'আমরা যা করেছি, যেভাবে করেছি, তা আঙ্কেলের প্রতি আমাদের কর্তব্য ভেবেই করেছি। সে জন্যে কোন দুঃখ নেই টেকের বা আমার।'

মাথা ঝাঁকাল ম্যাট। 'তোমার সাথে কথা বলে ভাল লাগল।' দু'গালে মৃদু লাল রং ফুটল যুবতীর। ম্যাটের দিকে তাকিয়ে থাকল। এক বছরে মানুষ এত বদলে যেতে পারে, ভাবতে অবাক লাগছে ওর। সেদিনের নিজের সম্পর্কে উদাসীন, আমুদে এবং দুর্বলচিত্তের সেই ম্যাট স্টুয়ার্টকে এর মধ্যে দেখতে পাচ্ছে না রুবি, যাকে দেখতে পাচ্ছে সে সম্পূর্ণ আলাদা। অনেক পোড় খাওয়া কঠিন এক মানুষ ও। পুড়ে পুড়ে নিখাদ হয়ে উঠেছে।

সেদিন রন জনসনের স্টোরের সামনে কে হুপারকে ওর নির্দয় মার দেয়ার কথা খেয়াল হলো রুবির। ম্যাটের অসম্ভব ক্ষিপ্রতা আর নিষ্ঠুরতা দেখে রীতিমত অসুস্থ হয়ে পড়েছিল ও। ম্যাট মৃদু মৃদু হাসছে দেখে চিন্তার সুতো ছিঁড়ে গেল।

'আমি জানি একসাথে অনেক কিছু নিয়ে ভাবছ তুমি,' বলল ম্যাট। 'সে জন্যে তোমাকে আমি দোষ দিই না, কেননা ফিরে আসার পর থেকে এ পর্যন্ত আমাকে অন্য চেহারায় দেখেছ তুমি। তোমাকে একটু ধৈর্য ধরতে অনুরোধ করব, রুবি। কিছু বিষয়

আছে যা ভুলে যেতে চাই আমি, কিছু স্মৃতি খুঁজে পেতে চাই। পরেরটা সহজ। কারণ অতীতের সেই দিনগুলোতে অনেক মধুর স্মৃতি জমা আছে আমাদের।'

গালের রং আরও গাঢ় হলো রুবির। কিছু বলার দরকার, অথচ ভাষা খুঁজে পাচ্ছে না। স্মিথ রেমন হাজির হয়ে এই বিব্রতকর পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার করল ওকে। বাকবোর্ড নিয়ে শহর থেকে ফিরেছে সে রুবিকে শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে নিয়ে যেতে। ম্যাটকে দেখে হাসল লোকটা।

'হুগো বার্নেটের মুখে তোমার লেজি ওয়াই পুনর্দখলের কথা শুনেছি,' বলল সে। 'খুব খুশি লাগছে।'

'ধন্যবাদ, রেমন।'

'তবে সাবধান! ডিউক স্পেল থেকে সতর্ক থেকো।'

'সে কে?' ভুরু কোঁচকাল ম্যাট।

'গোল্ডেন হর্ন হোটেলের মালিক,' চেহারা বিকৃত করে বলল লোকটা। 'রজার লোগানের মত আরেক হারামজাদা।'

'ধন্যবাদ। কিন্তু একটা কথা; আমার জমিতে সিক্সটি সিক্স ব্র্যান্ডের গরুর সাথে লং ভি-রগুলোও ঘাস খেয়ে বেড়াচ্ছে দেখলাম। এর অর্থ কি?

'একটু অপেক্ষা করো,' মুচকি হাসল সে। খুব শীঘ্রি জানতে পারবে।

এগারো

'ব্যাপারটা এত সহজে মিটবে না, বন্ধু,' শ্যন জেরি বলল। 'ফিরে এসেই যেভাবে নর্দন-কুর্দন শুরু করে দিয়েছ, মনে হচ্ছে এর জের বহুদিন ধরে চলবে। একদিনের মধ্যেই কম্বাইনের দুই খুঁটি প্রায় উপড়ে ফেলেছ তুমি। নাহ্, স্বীকার করতেই হবে, ওদের বড় রকম এক ঝাঁকি দিয়ে ফেলেছ তুমি। পালিয়ে বেড়ানোর সময় কাঁচা মাংস খেয়ে থেকেছ নিশ্চয়ই?'

'ব্যাপারটা বরং উল্টো,' ম্যাট স্টুয়ার্ট বলল। 'প্রায়ই খাওয়ার মত কিছু ভাগ্যে জুটত না আমার।'

শ্যন জেরির অফিসে মুখোমুখি বসে আছে দুই বন্ধু। এগারোটায় শুরু হবে ডেভ ডরম্যানের শেষকৃত্য, তাতে যোগ দেবে বলে সময় পার করছে।

'আমি ভয় পাচ্ছি কম্বাইনের পরবর্তী পদক্ষেপের কথা ভেবে,' জেরি বলল। 'ওরা যে কি করবে, ভেবে চিন্তা হচ্ছে।'

'আমার হচ্ছে না,' বলল যুবক।

'অর্থাৎ আরও কূটচাল মজুত আছে তোমার ভাণ্ডারে?'

'আছে। একেকবার একটা করে চাল দেব আমি। প্রথম চাল দিয়ে ফেলেছি, এবার ওদের পালা।'

চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল শ্যন জেরি। 'অবশ্য, এ ক্ষেত্রে বিশেষ একটা সুবিধে পাচ্ছ তুমি। হুগো বার্নেট আর নেই

কম্বাইনের সাথে। কাল রাতে জাজ হেনরির সাথে দেখা করতে গিয়েছিলাম। সে বলেছে, মানসিকতা বদলে গেছে লোকটার, সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে দায়িত্ব পালন করবে সে এখন থেকে। ও, ভাল কথা। ম্যাথিউ টিমস্টারকে এরমধ্যে বরখাস্তও করেছে সে। ব্যাটা এখন রজার লোগানের পেছন পেছন ঘুরছে।

'আচ্ছা!' বেশ অবাক হলো স্টুয়ার্ট। 'তাই নাকি?'

'তুমি খুশি হয়েছ মনে হচ্ছে? আমি কিন্তু অন্য কথা ভাবছি। তোমার সাথে ওর কিছু ব্যক্তিগত দেনা-পাওনা আছে, ব্যাটা হয়তো এখন তা উশুল করার চেষ্টা করবে। সতর্ক থাকা দরকার তোমার। অনুষ্ঠান শেষ হয়ে গেলে শহর থেকে চলে যাওয়াই ভাল তোমার জন্যে।'

মাথা নাড়ল ম্যাট। 'না। পালিয়ে বেড়ানোর অভ্যেস বদলাবার চেষ্টা করছি আমি, জেরি। ওই কাজ আমাকে দিয়ে আর হবে না।'

আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল জেরি, কিন্তু শেষ পর্যন্ত মত বদলাল। উঠে পড়ল। 'চলো, সময় হয়ে গেছে।'

অনুষ্ঠানে যাওয়ার জন্যে নিজের বাকবোর্ড প্রস্তুত রেখেছিল সে, ওটায় চড়ে শহরের কবরস্থানের দিকে যাত্রা করল দু'জনে। গার্ডেনার ভিলে ওটা, জেরির অফিস থেকে আধমাইল দূরে। গোল্ডেন হর্ন হোটেল পাশ কাটাবার সময় সামনে একদল রাইডারকে জটলা করতে দেখা গেল।

'ওরা কম্বাইনের লোক,' বিড়বিড় করে বলল জেরি। 'ভাব সুবিধের মনে হচ্ছে না, ম্যাট। অনুষ্ঠান শেষে চলে গেলেই ভাল করবে তুমি।'

'দুঃখিত,' মাথা নাড়ল ও। 'বললাম না, পালিয়ে বেড়ানো ছেড়ে দিয়েছি আমি।'

একটুপর কবরস্থানে পৌছল ওরা। জায়গাটা ছোট, এরইমধ্যে মানুষে ভরে উঠেছে। চেনাজানা অনেককেই দেখল ম্যাট। জাজ

হেনরি ও তার স্ত্রীও এসেছে। কবরের মাথার কাছে দাঁড়িয়ে জাজ তার স্বভাবসুলভ গম্ভীর গলায় অন্ত্যেষ্টি পরিচালনা করল।

মিসেস হেনরি ও মেরি স্পেন রুবি ডরম্যানের দু'পাশে দাঁড়িয়ে থাকল, সমস্যা দেখলে ওকে সামাল দেবে। কিন্তু তার প্রয়োজন হলো না। শান্তই থাকল ও শেষ পর্যন্ত। টেক ডরম্যানও। জাজের পাশেই শেষ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকল প্রকাণ্ডদেহী যুবক।

অল্প সময়ের মধ্যে শেষ হয়ে গেল অনুষ্ঠান, অংশগ্রহণকারীরা একে একে শহরে ফিরে চলল। জেরির সাথে রন জনসনের স্টোর পর্যন্ত এল ম্যাট, ওটা হিচ রেইলে নিজের ঘোড়া বেঁধে রেখেছিল শহরে পৌছে। সেদিকে এগোতে যাচ্ছিল, এই সময় পেছন থেকে টেক ডরম্যানের গলা শুনে ঘুরে তাকাল।

'অনুষ্ঠানে তুমি আসায় আমি কৃতজ্ঞ, ম্যাট,' বলল যুবক। 'অবশ্য যদি স্বেচ্ছায় এসে থাকো।'

'আমি স্বেচ্ছায়ই এসেছি,' বলল ও। খেয়াল করল কি যেন একটা পরিবর্তন ঘটে গেছে তার মধ্যে। শেষবার যখন ওকে দেখেছে ম্যাট, তখন অন্যরকম মনে হয়েছিল। আজ দেখছে আরেকরকম। ব্যাপারটা আত্মবিশ্বাস, ভাবল ম্যাট। আজ অনেক আত্মবিশ্বাসী মনে হচ্ছে ওকে।

'রেমন বলেছে আজ তুমি আমাদের র‍্যাঞ্চে গিয়েছিলে,' বলল যুবক। 'বিশেষ একটা ব্যাপারে ওকে প্রশ্ন করেছ। উত্তরটা আমি দিচ্ছি, ম্যাট। শুধুমাত্র আঙ্কেল ডেভের মৃত্যু যাতে শান্তিতে হয়, সেজন্যেই এতদিন কম্বাইনের সাথে আপস করে চলেছি আমি। আসলে আপসের ভান করেছি। অসহ্য লাগলেও ওই একটি মাত্র কারণে সহ্য করে গেছি।'

কথা গুছিয়ে নেয়ার জন্যে একটু থামল সে। 'এক বছর আগে হঠাৎ আঙ্কেলের শরীর ভেঙে পড়ে। আমি আর রুবি তখন ঠিক

করলাম তাকে গার্ডেনভিল হাসপাতালে নিয়ে আসব। কিন্তু ডক রিচার্ড বাধা দিল। বলল, ওই অবস্থায় মানুষটাকে এতদূরে বয়ে আনতে যাওয়া হবে তার মৃত্যুকে এগিয়ে নিয়ে আসা। নিজের জায়গা থেকে বের করে আনলে এক মাসও বাঁচানো যাবে না তাকে। ম্যাট, তোমার কাছে হয়তো ব্যাপারটার তেমন গুরুত্ব নেই, কিন্তু আঙ্কেল ডেভ যে আমাদের জন্যে কি ছিল, তা কেবল আমরা দুই ভাই-বোনই জানি। বিশ্বাস করো আর না করো, আমরা...'

'আমি বিশ্বাস করি, টেক,' মৃদু গলায় বাধা দিল ও।

'তাহলে আশা করছি বাকিটুকুও করবে। ঠিক ওই সময় এসে হাজির হলো কম্বাইন। কলিন প্যাগেটের র‍্যাঞ্চ দখল করে নিল ওরা, কায়দা করে তোমাকেও ভরে ফেলল জেলে। লেকের পুবদিকে তখন আমি একা। তাই বাধ্য হয়ে আপস করলাম ওদের সাথে, চাচার কথা ভেবে।

'তবে এখন সেসব চুকেবুকে গেছে। রজার লোগানকে এবার দেখব আমি ডরম্যানদের ঘাটানোর পরিণতি।'

'সামনে তাকাও, টেক,' একটু দূরে বাকবোর্ডে বসা স্মিথ রেমন বলল।

তাকাল ওরা। দেখল গোল্ডেন হর্নের সামনে অপেক্ষমাণ রাইডারদের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে রজার লোগান। দুই কোমরে হাত রেখে এদিকেই তাকিয়ে আছে। চেহারায় প্রচণ্ড বিরক্তি। লোকটা কিছু নির্দেশ দিতে একদল রাইডার বেরিয়ে এল। হেলেদুলে ওদের কয়েক গজের মধ্যে এসে দাঁড়াল।

'রজার লোগান তোমাকে ডেকেছে, টেক,' বলল এক রাইডার।

মেজাজ খাট্টা হয়ে গেল তার। 'কি চায় ও?'

শ্রাগ করল লোকটা। 'তুমি তা ভালই জানো। তাড়াতাড়ি এসো। আজ ওর মেজাজ ভাল নেই।' চলে গেল রাইডার।

'তুমি যেয়ো না, টেক,' স্মিথ রেমন বলল। 'ওকে আসতে দাও।'

এক মুহূর্ত ভাবল যুবক। 'কিন্তু নিজের লোকজনের সামনে ওকে কিছু বলার আছে আমার। এরকম সুযোগ হয়তো আর আসবে না।'

গোল্ডেন হর্নের দিকে পা বাড়াল সে। একই মুহূর্তে লোগানও চরকির মত ঘুরে দাঁড়াল, দীর্ঘ কয়েক কদমে ঢুকে পড়ল হোটেলে। দু'জন ছাড়া বাকি রাইডাররা অনুসরণ করল তাকে। সমস্যা ঘটতে পারে ভেবে আঁতকে উঠল স্মিথ, তাড়াতাড়ি নেমে এল বাকবোর্ড থেকে। 'যেয়ো না, টেক। ভেতরে যেয়ো না!'

কিন্তু শুনল না টেক ডরম্যান, হন্ হন্ করে হেঁটে যাচ্ছে।

'টেক রেগে আছে, ভেতরে ঝামেলা ঘটিয়ে বসতে পারে,' হড়বড় করে বলল বৃদ্ধ ফোরম্যান। 'আমরা কেউ আজ অস্ত্র নিয়ে আসিনি, ম্যাট। তোমারটা ধার দাও আমাকে।'

মাথা নাড়ল ও। 'ওটা আমার দরকার হতে পারে, স্মিথ। কারণ আমিও যাচ্ছি ভেতরে। এসো আমার সাথে।'

'কিন্তু আমারও অস্ত্র দরকার,' ব্যস্ত গলায় বলল বৃদ্ধ। 'এক মিনিট।'

দৌড়ে স্টোরে ঢুকে পড়ল সে। একটু পরই বেরিয়ে এল একটা বিগ বোর শটগান নিয়ে, হাঁটার ফাঁকে বাকশট শেল ভরছে।

'অ্যাই! কি হচ্ছে!' পোর্চে বেরিয়ে এসে হাঁক ছাড়ল হতভম্ব স্টোর মালিক। 'কোথায়...'

'দামের জন্যে ভেবো না,' পেছনে না তাকিয়ে বলল লোকটা। 'আজই পেয়ে যাবে।'

এর মধ্যে হোটেলের সামনে পৌঁছে গেছে ম্যাট স্টুয়ার্ট। যে দুই রাইডারকে পাহারায় রেখে গেছে লোগান, রাস্তার দিকে ফিরে

সিগারেট টানছে তারা। ওকে দেখে সন্দেহের চোখে তাকাল। লোক দুটোর দু'হাত সামনে এসে দাঁড়াল ম্যাট। মাথা ঝাঁকাল। 'ভেতরে চলো, দু'জনই,' কড়া গলায় বলল ও।

'কেন?' এক রাইডার বলল চোখ কুঁচকে। 'কে তুমি?'

'তর্ক কোরো না। যা বললাম তাই করো।'

আবার কিছু বলতে যাচ্ছিল লোকটা, কিন্তু ম্যাটের পেছনে কামান হাতে স্মিথকে দেখে থেমে গেল।

'পা চালাও, বন্ধু,' বলল সে। 'আমাদের হাতে সময় কম।'

ঢোক গিলল প্রথম রাইডার, কয়েক মুহূর্ত সম্মোহিতের মত তাকিয়ে থাকল বিগ-বোরের জোড়া মাযলের দিকে। 'এসো, রিকি,' সামলে নিয়ে সঙ্গীর দিকে ফিরল। 'এদের সাথে তর্ক করে লাভ নেই।'

'ঠিক বলেছ,' ম্যাট বলল। 'কোন লাভ নেই। হাঁটো।'

ওদিকে হোটেলের ভেতরে, লোগান, ডিউক ও ম্যাথিউ টিমস্টার দাঁড়িয়ে আছে বারের কাছে। শেষেরজনের হাতে এক গ্লাস রঙিন তরল পদার্থ। রাইডাররা রুমের চারদিকে ছড়িয়ে আছে। লোগানের কয়েক হাতের মধ্যে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল টেক ডরম্যান। নজর ঘুরিয়ে সবাইকে দেখে নিল এক এক করে।

'কি বলার আছে তোমার, বলো,' মাথা ঝাঁকাল রজার লোগানের উদ্দেশে। 'তারপর আমি বলব কিছু।'

মুখ খুলতে গিয়েও থেমে গেল লোকটা, ফ্যাকাসে নীল চোখে টেকের পেছনে উদ্যত বন্দুক হাতে উদয় হওয়া ম্যাট ও স্মিথকে দেখল। 'ওসব কিসের জন্যে?' স্মিথের উদ্দেশে প্রশ্ন করল সে। 'হোল্ড-আপ...'

'সেরকম কিছু হলে এতক্ষণে ওপরে পৌছে যেতে তোমরা,' তর্জনী তুলে সিলিং দেখাল বৃদ্ধ।

'তুমি বডিগার্ড নিয়ে চলাফেরা শুরু করলে কবে থেকে,

টেক?' লোগান বলল।

'তুমি যদি স্মিথ আর আমার কথা বুঝিয়ে থাকো,' টেকের হয়ে ম্যাট বলল। 'তাহলে বলব, এটা আমাদের দু'জনের সিদ্ধান্ত। আমি এসেছি ভেতরটা দেখতে। স্মিথ এসেছে আমাকে দেখাতে। সন্তুষ্ট?'

ঘুরে তাকাল টেক ডরম্যান। মুখে মৃদু হাসি। এক মুহূর্ত পর লোগানের দিকে ফিরল সে। 'কিছু বলার থাকলে বলো, লোগান।'

'কাল তোমাকে বিশেষ কিছু লোকের সাথে নতুন করে ঘনিষ্ঠ হওয়ার ব্যাপারে সতর্ক করে দেয়া হয়েছিল,' বলল লোকটা। 'মনে হয় ভুলে গেছ সেকথা। তোমার জায়গায় আমি হলে কিন্তু ভুলতাম না। পরিস্থিতি যে কোন মুহূর্তে বদলে যেতে পারে, টেক।'

'বদলে গেছে,' তৎক্ষণাৎ জবাব দিল যুবক। 'এত বদলে গেছে যে তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। কাজেই তোমার হুমকিতে এখন আর কোন কাজ হবে না। এবার আমার কথা শোনো তুমি। আমি এবং আমার র‍্যাঞ্চ থেকে দূরে থাকবে তুমি এখন থেকে। লং ডি-র মাটিতে আর ভুলেও পা রেখো না। কখনও না। না তুমি, না তোমার চোরের দলের কোন ক্রু।'

টেক থামতে কয়েক মুহূর্তের জন্যে কবরের নীরবতা নেমে এল রুমে। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল কেউ। কড়া চোখে টেকের দিকে তাকাল ডিউক স্পেল। ওদিকে ম্যাথিউ টিমস্টার শেষ চুমুক দিয়ে সশব্দে গ্লাস রাখল বারে। কয়েক পা এগিয়ে এল টেকের দিকে। ডেপুটির পদ হারানোর পর থেকে এক নাগাড়ে পান করছে লোকটা, ফলে টকটকে লাল হয়ে আছে চেহারা। দু'চোখ জবা ফুলের রং ধরেছে।

টেক ডরম্যানকে উদ্দেশ্য করে জঘন্য একটা গাল দিয়ে বসল সে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ খেলে গেল টেকের দেহে। প্রচণ্ড এক

ঘুসিতে লোকটার মুখ থেঁতলে দিল যুবক, নরম মাংসের সাথে শক্ত হাড়ের সংঘর্ষে গা শিউরানো আওয়াজ উঠল। বিশাল দেহ নিয়ে উড়ে গেল প্রাক্তন ডেপুটি, হুড়মুড় করে আছড়ে পড়ল বারের ওপর। চেহারা দেখলেই বোঝা যায় ঘুসির চোটে দিশা হারিয়ে ফেলেছে পুরোপুরি।

সময় না দিয়ে আবার এগোল রাগে অন্ধ টেক ডরম্যান, পরপর আরও দুটো ঘুসি মারল টিমের চোয়ালে। কাটা কলাগাছের মত মেঝেতে আছড়ে পড়ল সে বিশাল ধড় নিয়ে, কেঁপে উঠল গোটা বিল্ডিং। পড়ে আর নড়ল না লোকটা, জ্ঞান হারিয়েছে। রক্তে ভেসে যাচ্ছে নাক মুখ।

কয়েক মুহূর্ত তাকে দেখল টেক, তারপর মুখ তুলে রজার লোগানের দিকে তাকাল। 'যা বলেছি মনে রেখো,' বলল সে শান্ত গলায়। 'আমার এবং আমার র‍্যাঞ্চ থেকে দূরে থেকো, যদি নিজের ভাল চাও।'

ঘুরে দাঁড়াল সে কথা শেষ করে। দৃঢ়, আত্মবিশ্বাসী পায়ে বেরিয়ে গেল হোটেল থেকে।

'যা চেয়েছিলে, পেয়ে গেছ আশা করি,' স্মিথ রেমন বলল। 'এবার বুঝেছ তো এটা কেন এনেছিলাম আমি?' শটগান নাচাল।

কেউ কিছু বলল না। সবাই চুপ। লোকগুলোকে ভাবনা-চিন্তার সুযোগ না দিয়ে বেরিয়ে এল ম্যাট ও স্মিথ। পেছনে, আবার কবরের নীরবতা জেঁকে বসেছে রুমের মধ্যে। এক সময় নড়ে উঠল রজার লোগান, বারের ওপর মাঝারি শক্তিতে একের পর এক ঘুসি মেরে চলল। সেই সাথে সমানে খিস্তি করছে।

'আরও একবার হেরে গেলাম আমরা,' এক সময় বলে উঠল ডিউক স্পেল। 'এরকম চলতে থাকলে আর দেখতে হবে না,' মাথা চুলকাল। 'প্রথমে ছিল শুধু স্টুয়ার্ট। ও একা থাকতে যদি দ্রুত আঘাত হানতে পারতাম আমরা, তাহলে আজ এই সমস্যায়

পড়তে হত না। এখন ওর সাথে জুটেছে আলেক আর ক্রুস। টেকও ভিড়েছে আজ। কাল হয়তো আরও কেউ ভিড়বে।'

'তুমি ভেবেছ আমি সেটা বসে বসে দেখব?' ঝাঁঝের সাথে বলল রজার লোগান। 'কালই আমি...'

'আবার কাল!' খেঁকিয়ে উঠল ডিউক। 'কাল কেন, আজই করতে অসুবিধে কি?'

'বেশ,' মাথা ঝাঁকাল সে। 'আজই। আজ রাতেই সেরে ফেলতে হবে সমস্ত কাজ।'

বারো

সেমিনো ও রেডস্টোন হিলের মাঝখানের ফাঁকা অংশের একেবারে উত্তর প্রান্ত থেকে শুরু হয়েছে বিশাল বন। যেখানে তার শুরু, সেই জায়গাটার নাম ম্যারভার্ন'স কর্নার। এখানে দাঁড়িয়ে আছে নিঃসঙ্গ এক দোতলা বিল্ডিং। ওটার নিচতলায় রয়েছে সেলুন, স্টোর ইত্যাদি। ওপরতলায় হোটেল। একটা সরু হল, তার দু'পাশে কয়েকটা রুম।

হোটেলের সামান্য দূরে আছে স্টেবল, করাল ও কিছু শেড। জায়গাটা দূরে এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে হওয়ায় মানুষজনের আনাগোনা কম। তাই বেশির ভাগ সময় করার কিছু থাকে না মালিক ক্লাইভ ম্যালভার্নের।

সেদিন দুপুরের পর একটু গড়িয়ে নেবে ভাবছিল সে, এমন সময় বাইরে এক রাইডারের সাড়া পেয়ে বেরিয়ে এল। শেরিফ

হুগো বার্নেটকে দেখে কুঁচকে উঠল ভুরু। এ ব্যাটা কি চায় এখানে?

ধীরেসুস্থে স্যাডল থেকে নামল শেরিফ। সারাদিন ঘোড়া চালিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। আড়মোড়া ভেঙে হাই তুলল, হাত নাড়ল হোটেল মালিকের উদ্দেশে। 'গলা ভেজাবার মত কিছু আছে, ক্লাইভ?'

'শিওর, শেরিফ। ভেতরে এসো।' মানুষটা বেশ লম্বা, তবে তালপাতার সেপাই মার্কা স্বাস্থ্য। মাথা পুরো টাক। ছোট ছোট চোখ, নাকটা ঈগলের ঠোঁটের মত বাঁকা।

তাকে অনুসরণ করে ভেতরে এল শেরিফ। গলা ভিজিয়ে লম্বা করে দম ছাড়ল। ঠোঁট মুছল হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে।

'তুমি অনেক বদলে গেছ, শেরিফ,' ক্লাইভ বলল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকে পর্যবেক্ষণ করছে। 'চেয়ারে বসে অতিরিক্ত সময় কাটানোর ফল। অনেকদিন পর এদিকে এলে তুমি।'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল হুগো। 'এক বছর পর এসেছি।'

তার পাল্টা পর্যবেক্ষণের মুখে একটু পরই চোখ নামিয়ে নিতে বাধ্য হলো ক্লাইভ। ব্যস্ত হয়ে উঠল বার মোছায়। কিছু একটা সন্দেহ জেগেছে মনে, সতর্ক হয়ে উঠেছে। একটা সিগারেট রোল করে ধরাল শেরিফ, ঠোঁটের কোণে বাঁকা হাসি।

'তুমি ঠিকই ভাবছ, ক্লাইভ,' বলল সে। 'এমনি এমনি এতদূর আসিনি আমি। এসেছি খবরের খোঁজে।'

মুখ না তুলে ডিমের খোসার মত মসৃণ টাক ঝাঁকাল লোকটা। 'আমার কাছে কোন খবর নেই, শেরিফ। এখানে কিছু ঘটে না।'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই!' বিড় বিড় করে বলল শেরিফ। 'কিন্তু আমি এখানকার কিছু নিয়ে আগ্রহী নই, ক্লাইভ। অতীত নিয়ে আগ্রহী আমি। স্মৃতি হাতড়ে দেখো তো কিছু মনে পড়ে কি না!'

'আমার মত দুর্বল স্মৃতিশক্তি আর কারও আছে কি না

সন্দেহ।'

ঝাড়া তিরিশ সেকেন্ড লোকটার দিকে একভাবে তাকিয়ে থাকল হুগো। 'আমার অফিসের ড্রয়ারে একটা রিওয়ার্ড ডজার আছে, ক্লাইভ,' থমথমে গলায় বলল। 'রুব মাইম্সের ব্যাপারে। তোমার হয়তো বিশ্বাস হবে না, তার সাথে তোমার বর্ণনার কি অদ্ভুত মিল। অপরাধটা যদিও তেমন মারাত্মক না। সামান্য ঘোড়ার মালিকানা নিয়ে...আর পুরস্কারের টাকাটাও তেমন না, মাত্র দুশো ডলার। ওই টাকার জন্যে...' শ্রাগ করল। 'স্মৃতিশক্তি বাড়ছে একটু একটু?'

'হ্যাঁ,' আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে বলল ক্লাইভ ম্যালভার্ন।

'আমি জানতাম, বাড়বে। এবার বলো দেখি, লুইস কার্লসনের হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে কি জানো তুমি?'

'লুইস কার্লসন! কিন্তু এক বছর আগে তুমিই না...'

'আমি জানি আমি কি করেছি। কিন্তু ম্যাট স্টুয়ার্ট আসলে খুনটা করেনি। করেছে অন্য কেউ। এবং সে কে, তুমি তা জানো। এরকম একটা জায়গায় কি ধরনের মানুষ আসা-যাওয়া করে, আমি বুঝি। তারা আর যাই হোক,...সে যাক, তারা কথা হয়তো কম বলে, কিন্তু বলে। এখানে একটা কথা, সেখানে একটা কথা। সবগুলো জোড়া দিলে একটা না একটা অর্থ দাঁড়ায়। এরকম এক হোটেল বারের পেছনে যে থাকে, তার কানে অবশ্যই এরকম টুকরো কথা আসে।'

'তা আসে, কিন্তু...'

'রুব মাইম্সকে যদি জ্যান্ত করতে না চাও, তাহলে বলে ফেলো,' বাধা দিয়ে বলল শেরিফ।

'আমি যা জানি, সব শোনা,' খানিক ইতস্তত করে বলল ক্লাইভ। 'সবচেয়ে ভাল হয় যদি তুমি ওয়াল্টার ডয়েসের সাথে কথা বলো।'

ভুরু কুঁচকে উঠল হুগোর। 'ওয়. র ডয়েস কে?'

'কম্বাইনের রাইডার। শেষবার শুনেছি, রেডস্টোন হিলে ওদের এক লাইন ক্যাম্পের দায়িত্বে ছিল। লোকটা লুইস কার্লসনের হত্যাকাণ্ডের প্রত্যক্ষদর্শী।'

মৃদু হাসি ফুটল শেরিফের মুখে।

ওয়াল্টার ডয়েস ছোটখাট মানুষ। ফ্যাকাসে। অতিরিক্ত ধূমপানের ফলে সারাক্ষণ কাশে। বয়স পঞ্চাশের কিছু বেশিই হবে। জনপদ থেকে অনেক দূরে, কম্বাইনের এক লাইন ক্যাম্প রাইডারের চাকরি করে। আইনকে খুব ভয় তার। যুবক বয়সে হুইস্কির নেশায় চুর হয়ে একটা ছোটখাট অপরাধ করে বসেছিল ডয়েস, সেই থেকে লোকালয় ছেড়ে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতে গিয়ে ব্যাপারটাকে রীতিমত অভ্যাসে পরিণত করে ফেলেছে।

বহু বছর পর আইন স্বয়ং তার বিচ্ছিন্ন ক্যাম্পে এসে হাজির দেখে মনে মনে আঁতকে উঠল লোকটা। সংকুচিত হয়ে গেল। তার পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে স্যাডল থেকে নামল শেরিফ। বেশ কিছুক্ষণ এটা-সেটা নিয়ে কথা বলল। প্রায় অপ্রস্তুত করে নিল ডয়েসকে, তারপর আচমকা আসল প্রশ্ন ছুঁড়ল।

মুহূর্তে চেহারা কাগজের মত সাদা হয়ে উঠল লোকটার। ভয়ে কিছুক্ষণ কথাই বলতে পারল না। 'কে বলেছে তখন আমি লুইসের সাথে ছিলাম?' অনেকক্ষণ পর দুর্বল গলায় চিঁ চিঁ করে বলল।

'তোমার চোখের সামনে খুন করা হয়েছে লুইস কার্লসনকে, ঠিক?' কঠোর হয়ে উঠল শেরিফের চেহারা।

'হ্যাঁ। কিন্তু...' থেমে গেল ডয়েস। হয়তো প্রশ্নটা সরাসরি করতে সাহসে কুলাচ্ছে না।

তবে শেরিফ ঠিকই বুঝল লোকটা কি বলতে চায়। ক্লাইভ

ম্যালভার্নের মত একই প্রশ্ন জেগেছে এর মনেও। নরম হলো শেরিফ। বলল, 'তোমার হয়তো খুব অদ্ভুত লাগছে ব্যাপারটা। কিন্তু আমি সত্যিই জানি না লোকটাকে কে খুন করেছিল। কে হুপার লাশ খুঁজে পেয়ে অভিযোগ করে। সেই অনুযায়ী জাজ শেলডন মার্ডার ওয়ারেন্ট জারি করে ম্যাটের নামে। আমি আর টিম গ্রেফতার করি লোকটাকে। জানতাম, ম্যাটের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হয়েছে, তার গ্রহণযোগ্যতা নেই। কিন্তু তখন ব্যাপারটাকে পাত্তা দিইনি আমি। এখন দিতে চাই। বলো, খুনটা কে করেছিল?'

শেরিফের দিকে অপলক তাকিয়ে থাকল ডয়েস। লোকটার ওপর ভরসা করা যায় কিনা ভাবছে হয়তো। 'নামটা শুনলে তুমি রাগ করবে না তো, শেরিফ?' অনেকক্ষণ পর বলল।

'তোমার ওপর রাগ করব!' বিস্মিত হলো হুগো। 'কি বলছ!'

'না, মানে...তোমার লোক...'

'আমার লোক! কে?'

'ম্যাথিউ টিমস্টার।'

'টিমস্টার!' চমকে উঠল সে। 'কি বলছ তুমি!'

'ঠিকই বলছি, শেরিফ। টিমস্টারই পেছন থেকে গুলি করেছিল লুইস কার্লসনকে। নিজের চোখে দেখেছি আমি,' তার চোখে চোখ রেখে বলল ডয়েস। শেরিফের কড়া নজরের সামনে দৃষ্টি একটুও কাঁপল না।

'বেশ। পুরো ঘটনা খুলে বলো আমাকে।'

'সেদিন খুব গরম পড়েছিল,' শুরু করল ডয়েস। 'কে হুপারকে বড় একপাল গরু নিয়ে লেজি ওয়াইয়ের পুব দিকে জড় করতে দেখে লোকটার মতলব কি, ভাবছিলাম আমি। আমাকে ও পালের দক্ষিণ দিকে যেতে বলল যাতে গরুগুলো জায়গা ছেড়ে সরে না যায়।'

'তারপর, দুপুরের দিকে গরম অসহ্য হয়ে উঠতে আমি বার্নট করালের খানিকটা ওপরের গাছের ছায়ায় বিশ্রাম নিতে গেলাম। এর মিনিট কুড়ি পর দেখি, টিম আর লুইস ঘোড়ায় চড়ে শহরে যাওয়ার ট্রেইল ধরে গল্প করতে করতে যাচ্ছে। একটু পর আমি যেখানে ছিলাম, তার কিছুটা দূরে থামল লোক দুটো। পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দু'দিকে যাত্রা করল। বিশ গজ মত গিয়ে ঘুরে তাকাল টিম; যখন দেখল লুইস তার দিকে তাকাচ্ছে না, সোজা নিজের পথে চলে যাচ্ছে, অমনি তার পিঠে গুলি করল।'

একটু থামল ডয়েস। 'প্রথমে ভেবেছিলাম ভুল দেখেছি। চোখ ভালমত রগড়ে আবার তাকালাম। দেখি, না, ঠিকই আছে। সত্যি সত্যি মরে পড়ে আছে লুইস কার্লসন।

'তারপর?'

'ভয়ে ওখান থেকে সরে এলাম আমি।'

দীর্ঘ সময় চুপ করে থাকল শেরিফ। 'কাউকে কিছু বলোনি এ ব্যাপারে?'

মাথা নাড়ল ছোটখাট মানুষটা।

'ঠিক আছে, ডয়েস, এখন যাচ্ছি আমি। প্রয়োজন হলে আবার আসব। তখন যেন তোমাকে এখানে পাই আমি।'

'নিশ্চয় পাবে, শেরিফ।'

তেরো

আঁধার নামতেই বাতাসের গতি ক্রমে বাড়তে লাগল। দক্ষিণ-পুব দিক থেকে বইছে কনকনে ঠাণ্ডা, ঝড়ো বাতাস। ম্যাট স্টুয়ার্ট

যখন রাতের টহল দিতে বের হলো, তখন আরও বেড়েছে ঝড়ের তেজ। ঝোপ, গাছপালা ও বড় বড় বোল্ডারে ঘষা খেয়ে তীব্র গোঁ গোঁ শব্দে ছুটে যাচ্ছে সামিট প্রেয়ারির দিকে।

রুবিকন ক্রীকের উঁচু জায়গাটায় দাঁড়িয়ে থাকতে রীতিমত সমস্যায় পড়ে গেল ও। বৃষ্টি শুরু হলে কি করবে ভেবে পেল না। এদিকে ঘোড়াটাও অস্থির, ঘন ঘন দিক বদল করছে বাতাসের ধাক্কা সামাল দিতে। ওটার লাগাম ধরে রেখেছে ম্যাট।

পানির শব্দ কানে আসছে। উথাল পাথাল করছে ক্রীকের পানি। বাতাসের হুংকারে কান পাতা দায়। এরকম পরিস্থিতিতেও একটা কথা খেয়াল হতে মনে মনে হাসল যুবক। আনন্দ আর সন্তুষ্টির হাসি। আনন্দের কারণ টেক ডরম্যানকে সত্যিই ভুল বুঝেছিল ও। আজ প্রমাণ হয়ে গেছে লোকটা কম্বাইনের ভয়ে নয়, শুধু তার চাচার কথা ভেবেই রজার লোগানের বিরোধীতা করেনি এতদিন। প্রথম সুযোগেই আজ নিজের অবস্থান প্রকাশ করে ফেলেছে।

সন্তুষ্টির কারণ অন্য। এতদিন প্রেমিক টেকের নাম ভুলেও কখনও মুখে আনতে শোনেনি ও অ্যানিকে। ওর সামনে কেউ নামটা উচ্চারণ করলেও বিরক্ত হয়েছে; সরে গেছে সেখান থেকে। কিন্তু আজ ঘটেছে উল্টো। সাপার খেতে বসে ম্যাট যখন আলেক ও ক্রুসকে ডেভ ডরম্যানের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার কথা বলল, আগ্রহ নিয়েই শুনেছিল মেয়েটা। কিন্তু টেকের কথা উঠতেই সামনে থেকে সরে যেতে চেয়েছিল।

কিন্তু যায়নি শেষ পর্যন্ত। লোগানকে দেয়া টেকের কড়া হুঁশিয়ারির কথা শুনে কৌতূহলী হয়ে থেকে গেছে। তার হাতে মার খেয়ে টিমস্টারের মত দানব জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে শুনে মিষ্টি হাসির আভাসও ফুটেছিল ওর মুখে।

মাঝরাত পেরিয়ে গেলেও জায়গা ছেড়ে নড়ল না ম্যাট। বৃষ্টি

নামেনি এখনও, তাই আরও কিছুক্ষণ থেকে যাবে ঠিক করেছে। পরবর্তী পালা আলেক উইলসনের। বুড়ো মানুষটা এই আবহাওয়ায় বাইরে রাত কাটাবে ভেবে মন সায় দিচ্ছে না।

কিন্তু আলেক নিজেই এসে হাজির হলো নির্দিষ্ট সময়ের আধঘণ্টা পর। 'তুমি এখনও এখানে কেন?' কণ্ঠে রাগ ফুটল তার। 'সময়মত ডেকে দাওনি কেন আমাকে?'

শ্রাগ করল ও। 'এই আবহাওয়ায় তোমার বাইরে থেকে কাজ নেই। বৃষ্টি নামতে পারে। ফিরে যাও তুমি।'

'এরকম রাতে জীবনে আজই প্রথম বের হয়েছি নাকি?' আরও রেগে উঠল লোকটা। 'তুমি যাও, ঘুমাও গিয়ে। আমি লোগান হলে এমন এক রাতকেই আক্রমণের জন্যে বেছে নিতাম, বুঝলে? কাজেই আমাদের কাউকে না কাউকে পাহারা দিতেই হবে, আবহাওয়া যত খারাপই হোক।'

বুড়োর কথায় যুক্তি আছে, তাই আর কিছু না বলে হেডকোয়ার্টার্সে ফিরে এল ম্যাট। বাঙ্কে পিঠ ঠেকানোমাত্র ঘুমিয়ে পড়ল। কতক্ষণ পর আচমকা ঘুমটা ভেঙে যেতে প্রথমেই ঝমঝম বৃষ্টির আওয়াজ শুনতে পেল ও, তার একটু পরই কয়েকজোড়া ছুটন্ত খুরের শব্দ। দক্ষিণ দিক থেকে আসছে।

ধড়মড় করে উঠে বসল ম্যাট, সঙ্গে সঙ্গে গুলি হলো বাইরে। পরপর তিনটা।

'ব্রুস!' তীক্ষ্ণ গলায় ডাকল ও। 'ব্রুস!'

পাশের বাঙ্কে নড়াচড়ার শব্দ হলো। 'আমি শুনেছি, ম্যাট,' বৃদ্ধ ব্রুস লুকাস বলল। 'ওরা এসে পড়েছে।'

অন্ধকারে হুড়মুড় করে বেরিয়ে এল ম্যাট ও ব্রুস। কাত হয়ে পড়ছে বৃষ্টির ফোঁটা। এত প্রবল বেগে যে চারদিকের কিছুই দেখা যায় না। ওর মধ্যেই ঘোড়া ছুটিয়ে আলেকের গার্ড পোস্টে পৌঁছুল ওরা। দক্ষিণ দিক থেকে অনেকগুলো ঘোড়া ছুটে আসার শব্দ

উঠছে। খুব দ্রুত আসছে ওরা।

'আলেক!' চেঁচিয়ে ডাকল ম্যাট।

'এই যে, এখানে,' সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল বৃদ্ধ।

'আমি এখানে থাকছি,' বলল ও। 'আলেক র‍্যাঞ্চহাউসে গার্ড দাও। ব্রুস, তুমি পুবদিকে। তাড়াতাড়ি!'

লোকদুটো অন্ধকারে মিলিয়ে যেতে এদিক-সেদিক তাকাল ম্যাট। দেখা যায় না কিছুই। রাইডারদের ছুটে আসার শব্দ কানে আসছে। চোখ কুঁচকে সেদিকে তাকিয়ে থাকল। জরুরী পরিস্থিতিতে মানুষের ইন্দ্রীয় কতখানি সজাগ, সতর্ক হয়ে উঠতে পারে, টের পেয়ে বেশ অবাক লাগল তার। এতক্ষণ অন্ধকারকে নিশ্চিন্ত মনে হচ্ছিল, এমুহূর্তে আর তা মনে হচ্ছে না। একটু একটু দেখা যাচ্ছে।

বাঁ দিকে বেড়ার রেইল আর পোস্টও দেখা যাচ্ছে একটু একটু। সেদিকে এগোল ম্যাট। হাঁটু গেড়ে বসে রাইফেল তুলল। দ্বিধা জাগছে মনে, জোর করে দূর করে দিল তা। এখন দ্বিধার সময় নয়, বোঝাপড়ার সময়।

চোখের কোণে নড়াচড়া ধরা পড়তেই চেঁচিয়ে সতর্ক করল ম্যাট। 'সাবধান! আর এগিয়ো না!'

একযোগে কয়েকটা রাইফেল তার জবাব দিল। নিজের চারদিকে তপ্ত সিসার ছোটাছুটির আওয়াজ শুনতে পেল ম্যাট। কিছু বুলেট মৃদু শব্দ করে ভেজা, নরম মাটিতে ঢুকে পড়ল। কিছু সশব্দে বিঁধল করাল পোস্ট ও রেইলে। বাঁ আস্তিনে হ্যাঁচকা টান লাগল ম্যাটের, মুহূর্তের ভগ্নাংশের জন্যে কনুইয়ের নিচে আগুনের ছ্যাঁকা খেয়ে চমকে উঠল। পরক্ষণে বুঝল ওটা বুলেট, আগুন নয়।

সামলে নিয়ে আরও নিচু হলো যুবক, পর পর তিনটা গুলি করল আন্দাজে। একটা চিৎকার কানে এল, তার পরপরই আঁধার

ফুঁড়ে সামনে দিয়ে ছুটে গেল একটা আরোহীবিহীন ঘোড়া।

'ডানে-বাঁয়ে যাও!' কে যেন চেঁচিয়ে নির্দেশ দিল। 'ঘিরে ফেলো ওদের শীঘ্রি!'

গলার স্বর লক্ষ্য করে গুলি করল ম্যাট, সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটা রাইফেল একযোগে জবাব দিল। নিজের ডানে-বাঁয়ে ছোটাছুটির শব্দ শুনতে পেল ও। ওদিকে র‍্যাঞ্চহাউসের দিক থেকে আলেক উইলসনের হেভি রাইফেল হুঙ্কার ছাড়ছে খানিক পর পর। জবাবে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি ছুঁড়ছে শত্রু। অ্যানি রয়েছে র‍্যাঞ্চহাউসে, কথাটা খেয়াল হতেই খেপে উঠল ম্যাট, সেদিকে যাওয়ার চেষ্টা করল।

কিন্তু কয়েক পা গিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। দুই রাইডার তীরবেগে ওর দিকেই ছুটে আসছে দেখে রাইফেল তুলতে গিয়েও তুলল না—দেরি হয়ে গেছে। এসে পড়েছে ওরা। উপায় নেই দেখে ডানদিকে ঝাঁপ দিল ম্যাট, কাদাপানিতে আছড়ে পড়ে কোনমতে আত্মরক্ষা করল। ওর মধ্যেও বুঝল লোক দুটো র‍্যাঞ্চহাউসের কাছেই কোথাও থেমে পড়েছে।

'ক্রুস!' চেঁচিয়ে ডাকল ম্যাট। 'পেছনে খেয়াল রাখো! তোমার পেছনে!'

পুবদিক থেকে বেশ কিছু গুলির শব্দ ভেসে এল, থেমে থেমে তার জবাব দিল ক্রুসের কারবাইন। কিন্তু লোকটা কোন সাড়া দিল না দেখে ম্যাট ভাবল, ওর সতর্কবাণী হয়তো শুনতে পায়নি সে। কাজেই এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল যুবক। লোক দুটোর তাড়াতাড়ি কোন ব্যবস্থা না করতে পারলে সমূহ বিপদ।

সতর্কতার সাথে এগোল ও। বেশ কয়েক পা গিয়ে দেয়ালে বাতাসের বাড়ি খাওয়ার শব্দ শুনে বুঝল, স্যাডল সেডের কাছে এসে পড়েছে। ওটার ওপাশে বাঙ্কহাউস ও কুকশ্যাক। তার পুবে রয়েছে বার্ন ও ফীড শেড—অন্ধকার গোটাকয়েক বিল্ডিং। ওখানেই কোথাও আছে দুই শত্রু।

দেয়ালে পিঠ ঘেঁষে এগোল ম্যাট, পুব প্রান্তে পৌঁছে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে নাকে ধাক্কা মারল পরিশ্রান্ত ঘোড়ার গায়ের বদ গন্ধ। ভাল করে তাকিয়ে দেখল, একদম ওর সামনেই রয়েছে দুই রাইডারের মাউন্ট। কিন্তু রাইডাররা নেই।

স্থির হয়ে গেল ম্যাট, কান খাড়া। কোথায় গা ঢাকা দিয়ে আছে বিপদ? কোথায়? আঁধার ফুঁড়ে দেখার চেষ্টা করল।

বার্নের কাছে একটা বিস্মিত কণ্ঠের অস্ফুট চ্যালেঞ্জ শোনা গেল আচমকা, পরমুহূর্তে রিভলভারের দুটো গুলি হলো। তার সাথে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল রাইফেলের গর্জন—একবার। নীরবতা নেমে এল কিছু সময়ের জন্য। একটু পর আলেকের বাফেলো শার্পস সে নীরবতা ভঙ্গ করল।

ম্যাটের ইচ্ছে হলো ক্রুস লুকাসকে ডেকে বোঝাবার চেষ্টা করে কোথায় আছে লোকটা। কিন্তু সাহস হলো না। কারণ রাইডার দু'জন কোথায়, ওর জানা নেই। যদি কাছেই থাকে, নিঃসন্দেহে ওর কণ্ঠস্বর লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ে বসবে। ব্যাটাদের খুঁজে বের করা যায় কি না চেষ্টা করে দেখবে নাকি?

ভাবনাটা শেষ হয়নি ম্যাটের, আঁধারের ভেতর থেকে কে একজন ওর কয়েক হাতের মধ্যে এসে দাঁড়াল। হাঁপাচ্ছে ভীষণভাবে, মুখ খিস্তি করছে সমানে। বোঝা যায় ভয়ে অস্থির মানুষটা। সেটা আরও বাড়িয়ে দিল ম্যাট চ্যালেঞ্জ করে। 'আই...!'

সশব্দে আঁতকে উঠেই চরকির মত ওর দিকে ঘুরল লোকটা, অন্ধের মত ঘুসি চালাল। ওর মুখের হাতখানেক দূরে, দেয়ালে পড়ল সেটা। ব্যথা পেয়ে আরেকবার খিস্তি করতে যাচ্ছিল লোকটা, কিন্তু শেষ করতে পারল না। বুকে ম্যাটের রাইফেলের গুলি খেয়ে ধড়াশ করে কাটা কলাগাছের মত আছড়ে পড়ল। কানের কাছে গুলির আওয়াজ ও ঝলকে বেদিশা হয়ে হুড়মুড় করে

ছুট লাগাল ঘোড়া দুটো।

জায়গা ছেড়ে নড়ল না ম্যাট, রাইফেল প্রস্তুত করে অপেক্ষায় থাকল। বাতাসের গর্জন আর বৃষ্টির ঝমঝম ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। গোলাগুলি থেমে গেছে। হঠাৎ একটা চিৎকার ভেসে এল। 'টমসন! কোথায় তুমি?'

সাড়া নেই। একটু পর আবার ডাকল কণ্ঠটা—এবারও তথৈবচ।

এই সময় ব্যাপারটা খেয়াল করল ম্যাট। ঝড়বৃষ্টি সত্ত্বেও কিছুক্ষণ থেকে আবছা ধূসর দেখাচ্ছিল চারদিক, অন্য কাজে ব্যস্ত ছিল বলে খেয়াল করেনি। চারদিক তাকিয়ে বুঝল ভোর হচ্ছে। আশপাশের সবকিছু ক্রমে আকৃতি পেতে শুরু করেছে ওর চোখের সামনে।

কিছুটা সামনে মাটিতে পড়ে থাকা একটা গাঢ় আকৃতি দেখতে পেয়ে সেদিকে এগোল ম্যাট। কাছে এসে বুঝল ওটা মানুষের দেহ। 'দ' হয়ে পড়ে আছে—মৃত। অচেনা। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল ও। নেল টমসনের কথা খেয়াল হলো—ব্যাটা তখন সাড়া দিল না কেন? ভয়ে? ক্রুস লুকাস? সে-ই বা কেন...হঠাৎ ভয় লেগে উঠল ওর।

ব্যস্ত পায়ে বার্নের দিকে এগোল। ওটার ত্রিশ ফুট আগে নেল টমসনকে উপুড় হয়ে পড়ে থাকতে দেখে মুহূর্তের জন্যে থমকাল। খোলা মুখের মধ্যে পানি ঢুকছে লোকটার—খেয়াল নেই সেদিকে। স্থির। আরেকটু সামনে, বার্নের সাথে ক্রুস লুকাসকে হেলান দিয়ে থাকতে দেখে মনে মনে হাঁফ ছাড়ল ম্যাট।

দৌড়ে গিয়ে তার কাঁধে হাত রাখল। 'ক্রুস! গুলি লেগেছে? কোথায়...?'

জবাব দিল না বৃদ্ধ, কাঁধে ঝাঁকি খেয়ে যুবকের বিস্ফারিত চোখের সামনে নিঃশব্দে ঢলে পড়ল কাত হয়ে। তার গলায় একটা

গুলির ফুটো দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেল ও। হুঁশ ফিরতে শিখর, ভারী দেহটা টেনে কিচেনের দরজার সামনে রাখল, ফ্যাসফেঁসে গলায় নিজের পরিচয় জানিয়ে ভেতরে ঢুকল ওটা নিয়ে। পর মুহূর্তে স্থির হয়ে গেল ও।

একটা চেয়ারে বসে আছে বৃদ্ধ আলেক। অ্যানি ফ্লোরে বসে কাঁচি দিয়ে তার এক হাঁটুর কাছের জিন্সের পা কাটছে। গুলি খেয়েছে সে ওই পায়ে, হাঁটুর সামান্য নিচের মাংস হাঁ হয়ে আছে। রক্তে ভেসে যাচ্ছে ক্ষত। যন্ত্রণায় বিকৃত মুখ তুলে ম্যাটকে দেখল লোকটা। মাথা ঝাঁকাল।

'হাড়ে লাগেনি,' বলল সে। 'তবে মনে হচ্ছে কিছুদিন ভোগাবে। ওরা ভেগে গেছে, ম্যাট। যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে ব্যাটাদের।'

'হ্যাঁ,' ম্যাট বলল কোনমতে। 'কিন্তু আমাদের খুব বেশি মাসুল দিতে হলো।'

'কিসের কথা বলছ তুমি?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল বৃদ্ধ। 'ক্রুস...আহত হয়েছে নাকি?'

'ও মারা গেছে,' বেসুরো গলায় বলল ম্যাট।

কথাটা শোনামাত্র অস্ফুটে চেঁচিয়ে উঠল অ্যানি, হাত থেমে গেছে। ওদিকে নিজের পায়ের ব্যথা মুহূর্তের জন্যে ভুলে গেল আলেক উইলসন, বেদনার ছায়া ফুটল চেহারায়। 'কিভাবে ঘটল ব্যাপারটা?'

নেল ও অজ্ঞাত কম্বাইন হ্যান্ডের মরিয়া পদক্ষেপের কথা খুলে বলল ম্যাট। 'ওদেরই কারও হাতে মৃত্যু হয়েছে ক্রুসের। তবে ক্রুস টমসনকে নিয়ে মরেছে। অন্যজন মরেছে আমার হাতে।'

'এই তিন মৃত্যুর দায়ও রজার লোগানের,' তিক্ত কণ্ঠে বলল আলেক উইলসন।

'আমারও,' ম্যাট বলল। 'আমি তোমাদেরকে এর মধ্যে টেনে

এনেছিলাম। আমার জন্যেই মারা গেল মানুষটা।'

'এসব অর্থহীন কথা বোলো না তো!' বিরক্ত হলো বৃদ্ধ। 'ক্রুস ভালই জানত কি করতে যাচ্ছে ও। আমিও জানতাম। তোমার লড়াইকে আমরা নিজেদের লড়াই হিসেবে দেখেছি বলেই এর মধ্যে জড়িয়েছি। কাজেই এ জন্যে নিজেকে দোষী ভাবার কোন প্রয়োজন নেই তোমার।'

'বাবা ঠিকই বলেছে, ম্যাট,' অ্যানি বলল কান্নাভেজা গলায়। দেখলেই বোঝা যায় অনেক কষ্টে চোখের পানি ঠেকিয়ে রেখেছে। 'এতে তোমার কোন দোষ নেই।'

মানসিক ধাক্কা কাটিয়ে উঠে মেয়েটাকে আলেকের মত ব্যান্ডেজ করার কাজে সাহায্য করল ম্যাট। তারপর বলল, 'তোমাদের দু'জনকে লং ডি-তে পৌঁছে দিয়ে আমি ডক রিচার্ডকে নিয়ে আসতে যাব।'

'লং ডি-তে!' বিস্মিত কণ্ঠে বলল অ্যানি।

'হ্যাঁ। লং ডি তোমাদের বাপ-বেটিকে স্বাগত জানাতে অনেক আগে থেকেই প্রস্তুত হয়ে আছে। তৈরি হয়ে নাও। আমি ঘোড়া প্রস্তুত করছি। ক্রুসকেও নিয়ে যেতে হবে।'

'কিন্তু রজার লোগান যদি ফলো করে?'

কঠিন হাসি ফুটল ম্যাটের ঠোঁটের কোণে। 'করবে না। লোগান শুধু আমাকে চায়, তোমাদেরকে নয়।'

সামিট হাউস হোটেলের বার থেকে সিগার কিনল শেরিফ হুগো বার্নেট। একটা ধরিয়ে হোটেল মালিক বিল হেডের দিকে তাকাল। 'কে হুপার এখনও আছে তোমাদের এখানে, বিল?'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল লোকটা। 'কিন্তু না থাকলেই খুশি হতাম। দু'চোখে দেখতে পারি না ব্যাটাকে।'

'কি অবস্থা ওর? কথা বলতে পারে?'

'একটু একটু,' চেহারা বিকৃত করে বলল বিল। 'ডক রিচার্ড এমনভাবে ব্যাটার চোয়াল বেঁধেছে, কথা বললেও ঠিকমত বোঝা যায় না। দেখা করতে চাও তুমি?'

'যদি তোমার আপত্তি না থাকে।'

'যাও। রুম নম্বর আট।'

এগোল শেরিফ। নির্দিষ্ট রুমে ঢুকে দেখল একটা ল্যাম্প জ্বলছে ভেতরে। তার মৃদু আলোয় বেডে শোয়া লোকটাকে দেখে অবাক হলো হুগো। হুপারের মুখের নিচের অংশ ব্যান্ডেজ দিয়ে কষে বাঁধা, তার একটু ওপরে কোটরে বসা চোখ দেখলে ভয় জাগে মনে। অদ্ভুত রকম বুনো দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মানুষটা।

'হুপার,' ডাকল শেরিফ মৃদু গলায়। 'তোমাকে একটা প্রশ্ন করতে এলাম। লুইস কার্লসনের হত্যাকারীর নামটা জানতে চাই আমি। নামটা তুমি জানো। কে সে?'

উঠে বসার চেষ্টা করল লোকটা। 'স্টুয়ার্ট,' চাপা কণ্ঠে বলল।

'না। এ ব্যাপারে তোমাদের একজন নিরীহ মানুষকে ফাঁসানোর চেষ্টা সফল হবে না। ম্যাট খুন করেনি লুইসকে। আসল খুনী কে, তুমি জানো।'

'বলেছি তো, স্টুয়ার্ট...'

মাথা নাড়ল শেরিফ। 'এই পরিস্থিতিতে তোমার ওপর আমাকে কঠোর হতে বাধ্য কোরো না, হুপার। আমার ধারণা খুনটা তুমি করেছ। জাজ হেনরিও সেরকমই ভাবছে।'

জবাব দিল না লোকটা। তবে চেহারা বদলে যেতে শুরু করেছে, আবার বুনো হয়ে উঠেছে চাউনি।

'"নীরবতা সম্মতির লক্ষণ" বলে একটা কথা আছে জানো তো? কাজেই আমি তোমাকে লুইস কার্লসনকে হত্যার অভিযোগে অ্যারেস্ট করছি, হুপার। তবু এখনই নয়, সকালে জেলে ভরব তোমাকে। বিল হেডকে ডেপুটি নিয়োগ করতে যাচ্ছি আমি। তুমি

যাতে পালাতে না পারো, সেদিকে নজর রাখবে ও।'

ঘামতে শুরু করল হুপার। এক সপ্তাহ আগে যদি শেরিফ একথা বলত, তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিত সে। কিন্তু আজ পরিস্থিতি অন্যরকম। একদিকে শেরিফ আমূল বদলে গেছে, অন্যদিকে আত্মরক্ষার জন্যে কিছু করবে, সে উপায়ও নেই তার। পুরানো কে হুপারের নির্মম মৃত্যু হয়েছে, এখন আছে কেবল তার খোলসটা।

মুখ থেকে চুরুট নামাল শেরিফ। 'ইচ্ছে করলে তুমি তথ্য চেপে যেতে পারো। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে সেটা হবে চরম বোকামি। আমি অন্তত তাই মনে করি। ওয়েল!' এগোতে উদ্যত হলো সে।

'দাঁড়াও, দাঁড়াও! আমি না, ম্যাথিউ...ম্যাথিউ টিমস্টার খুন করেছে লুইস কার্লসনকে।'

মাথা ঝাঁকাল শেরিফ। তথ্যটার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার প্রয়োজন ছিল তার। 'তোমার নির্দেশে নিশ্চয়?'

'না। ডিউক স্পেলের।'

'বুঝেছি,' বিড়বিড় করে বলল শেরিফ। 'ডিউক স্পেল!'

'রজার লোগানের ভাই লোকটা। ওরা কয়েক ঘণ্টার ছোটবড়। চেহারায় কোন মিল নেই অবশ্য।'

'হুম।'

'ওরা বুঝে গিয়েছিল লুইস আর ম্যাটকে পথ থেকে সরাতে না পারলে প্রেয়ারি গ্রাস করা সম্ভব হবে না কম্বাইনের পক্ষে, তাই...' শ্রাগ করল হুপার। 'ওয়েল!'

'আর টিমস্টার? প্রথম থেকেই কমবাইনের লোক ছিল ও?'

'তুমি জানো সে কথা।'

'কিছু কিছু জানতাম। সবটা নয়।'

সামিট হাউস থেকে বেরিয়ে গোল্ডেন হর্ন হোটেলে এল

শেরিফ। বারে টেন্ডার ছাড়া আর কেউ নেই। তার দিকে এগোল।

'টিমস্টারকে দেখেছ সন্ধের পর?' প্রশ্ন করল লোকটাকে।

'না।'

'কোথায় থাকতে পারে লোকটা বলতে পারো?'

'কম্বাইনের হেডকোয়ার্টার্সে খোঁজ নিয়ে দেখতে পারো,' বলল টেন্ডার। 'নাকে বরফ ঘষছে হয়তো।'

চোখ কোঁচকাল শেরিফ। 'তার মানে?'

'তুমি শোনোনি দুপুরে টিমকে পিটিয়ে তক্তা বানিয়েছে টেক ডরম্যান?' মাথা দোলাল লোকটা। 'ওহ্, যদি দেখতে সে দৃশ্য!'

লোকটার মুখ থেকে বিস্তারিত ঘটনা শুনে ভেতরে ভেতরে যেন অবাক হলো শেরিফ। এত অল্প সময়ের মধ্যে স্রোত উল্টো বইতে শুরু করবে, ভাবেনি সে।

'টিম এলে কিছু বলতে হবে?'

'না, ধন্যবাদ,' মাথা নাড়ল শেরিফ। 'যা বলার আমিই বলব ওকে সামনাসামনি।'

চোদ্দ

ওরা যখন লং ডি হেডকোয়ার্টার্সে পৌঁছল, ঝড়বৃষ্টি থেমে গেছে তখন। দলটাকে দেখতে পেয়ে টেক ডরম্যান ও স্মিথ রেমন র‍্যাঞ্চহাউস থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল। একটা ঘোড়ার পিঠে কম্বলমোড়া ব্রুস লুকাসের মৃতদেহ দেখতে পেয়ে ভুরু কুঁচকে

ম্যাটের দিকে ফিরল টেক। 'কম্বাইন আক্রমণ করেছিল?'

'হ্যাঁ,' পুরো ঘটনা খুলে বলল ও। 'এই অবস্থায় আলেক আর অ্যানিকে আমার র‍্যাঞ্চে রাখা ঠিক হবে না ভেবে তোমার এখানে নিয়ে এলাম। ওদের আমি বলেছি, তুমি ওদের এখানে থাকতে দিতে আপত্তি করবে না।'

'প্রশ্নই আসে না আপত্তির,' দ্রুত বলল সে অ্যানির ওপর চোখ রেখে। কথাটা শোনামাত্র স্বস্তি ফুটল যুবতীর চেহারায়।

'ব্রুসের কি করবে?' প্রশ্ন করল স্মিথ রেমন।

'ডক রিচার্ডের কাছে নিয়ে যাব ওকে,' ম্যাট বলল। 'ভালভাবে দাফনের ব্যবস্থা করতে হবে।'

'লড়াইয়ে ওদের তরফের কোন ক্ষতি?'

'নেল টমসনসহ দু'জন মরেছে। আশেপাশে আরও কেউ মরে পড়ে আছে কি না জানি না। খুঁজে দেখার সময় পাইনি।'

'আচ্ছা!' বিস্ময় ফুটল টেকের চেহারায়। 'এখন কি করতে চাও তুমি?'

'আগেই যা করার উচিত ছিল,' দৃঢ় স্বরে বলল যুবক। 'সাপের মাথা কেটে ফেলে দেয়া। চলো, আগে আলেককে ভেতরে রেখে আসি।'

'হ্যাঁ,' টেক মাথা ঝাঁকাল। 'আঙ্কেল ডেভের রুমে থাকবে আলেক। সব সময় চোখে চোখে রাখতে পারব আমরা।'

'আমাকে নিয়ে ভাবতে হবে না,' বৃদ্ধ বলে উঠল। 'আমি বাঙ্কহাউসেই থাকতে পারব।'

চেহারায় কৃত্রিম কঠোর ভাব এনে তার দিকে ঘুরল টেক ডরম্যান। 'আমি যেখানে বলব সেখানেই থাকবে তুমি,' গম্ভীর গলায় বলল। 'যা করতে বলব, তাই করবে।'

বৃদ্ধকে ধরাধরি করে ভেতরে রেখে এল টেক আর ম্যাট। ম্যাট চলে যাচ্ছে দেখে রুবি ডাকল পেছন থেকে। মৃদু গলায়

বলল, 'কোথায় যাচ্ছ?'

'জরুরী একটা কাজ বাকি রয়ে গেছে,' অজান্তেই কঠোর হয়ে গেল ম্যাটের চেহারা। 'কাজটা সারতে হবে।'

ওর কাঁধে হাত রাখল মেয়েটি। 'আমি জানি কাজটা কি। কিন্তু এখন না, ক'দিন আমাদের সাথে থাকো। তারপর...'

'না!' দৃঢ় কণ্ঠে বাধা দিল ও। 'দেরি করলে আমার বন্ধুদের মধ্যে কেউ আর বেঁচে থাকবে না, রুবি। এক এক করে সবাইকে মারবে ওরা। তাই যা করার এখনই করতে হবে আমাকে।'

'প্লীজ, ভেবে দেখো, তুমি যা করতে চাইছ, সেটা ছাড়া অন্য পথেও এ সমস্যার সমাধান করা সম্ভব।'

মাথা নাড়ল ম্যাট। 'একদিন আমিও তাই ভেবেছি, রুবি। কিন্তু তাতে কাজ হয়নি, শুধু মার খাওয়াই সার হয়েছে। কাজেই ও পথ আর মাড়াতে রাজি নই। যেদিন রাতে প্রথম প্রেয়ারিতে ফিরে এলাম, সেদিন শ্যন জেরি বলেছিল, হয় এখানে মাথা উঁচু করে থাকতে হবে, নয়তো চলে যেতে হবে ভিটেমাটি ছেড়ে। আমি মাথা উঁচু করে থাকতে চাই, রুবি।'

কথা শেষ করে ওর বাহুতে হাত বুলাল ম্যাট, তারপর বেরিয়ে এল ভেতর থেকে। পেছনে রাজ্যের বিস্ময় নিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে থাকল যুবতী।

রেমন স্মিথ ছুটল ম্যাটের পেছন পেছন। 'এক মিনিট, ম্যাট। আমিও যাব তোমার সাথে।'

'ধন্যবাদ, স্মিথ,' মাথা নাড়ল যুবক। 'তুমি এখানেই থাকবে। বলা যায় না, উন্মাদ' লোগান এখানেও হামলা করে বসতে পারে যে কোন মুহূর্তে। তুমি না থাকলে টেক বিপদে পড়বে।'

'কিন্তু তুমি একা কি করতে পারবে কম্বাইনের বিরুদ্ধে?'

মৃদু হাসি ফুটল ম্যাটের ঠোঁটের কোণে। 'অপেক্ষা করো, স্মিথ। দেখতে পাবে।'

*

রাতের প্রবল বৃষ্টিতে ধুলো মরে ঝকঝকে হয়ে উঠেছে তাসকারোরা। স্বচ্ছ কাঁচের পেছনে ফ্রেমবন্দী ছবির মত লাগছে দেখতে।

এলিটে নাস্তা খেয়ে কফিতে চুমুক দিল ডক রিচার্ড, এই সময় ভেতরে এসে ঢুকল শ্যন জেরি। তার উদ্দেশে মৃদু মাথা ঝাঁকাল সে, মুখোমুখি বসল। 'হ্যালো, ডক, কেমন চলছে?'

মুখ তুলতে যাচ্ছিল রিচার্ড, তখনই ব্যাটউইং দরজা খুলে ভেতরে পা রাখল এক কম্বাইন হ্যান্ড। ইয়ান বিশপ তার নাম। চোখ লাল লোকটার, বিধ্বস্ত চেহারা। কোনদিকে না তাকিয়ে সোজা রিচার্ডের সামনে এসে দাঁড়াল। 'তোমাকে এখনই একবার আমাদের হেডকোয়ার্টার্সে যেতে হবে, ডক,' ক্লান্ত গলায় বলল সে। 'খুব জরুরী।'

'কেন?' ভুরু কুঁচকে তাকে দেখল রিচার্ড।

একটু ইতস্তত করল বিশপ। 'আমাদের এক হ্যান্ডের কাঁধের হাড় ভেঙে গেছে।'

'কি করে? ঘোড়া থেকে পড়ে গেছে নিশ্চয়?'

'না। গুলি খেয়েছে ও।'

'আচ্ছা–আ! কিভাবে ঘটল...,' বলতে বলতে কফিতে চুমুক দিল সে। 'ঠিক আছে, তুমি চলে যাও। আমি গিয়ার নিয়ে আসছি এখনই।'

যাই যাই করেও কয়েক মুহূর্ত দেরি করল বিশপ, তারপর 'দেরি কোরো না যেন,' বলে বেরিয়ে গেল। কফি শেষ করে উঠতে যাচ্ছিল ডাক্তার, এমন সময় ভেতরে ঢুকল আরেকজন–ম্যাট স্টুয়ার্ট। ওর চেহারা দেখে রিচার্ড-জেরি, দুজনেরই ভুরু কুঁচকে উঠল। প্রথমজনের ওপর চোখ পড়তে দ্রুত এগোল ম্যাট। 'এই যে, ডক। তোমাকেই খুঁজছিলাম।'

'তোমার আবার কি হলো?'

'হ্যালো, জেরি,' বন্ধুর উদ্দেশে মাথা ঝাঁকিয়ে পানসে হাসি হাসল যুবক। রিচার্ডের দিকে ফিরল। 'ব্রুস লুকাস মারা গেছে, ডক।' শান্ত গলায় বলল।

'ব্রুস লুকাস?' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল শ্যন জেরি।

'হ্যাঁ,' মাথা দোলাল ম্যাট। 'কম্বাইনের লোকদের হাতে। আলেক উইলসনও পায়ে গুলি খেয়েছে।'

রিচার্ডের চেহারা বিকৃত হয়ে উঠল। 'আমি জানতাম এরকম একটা কিছু ঘটবে,' নিচু গলায় বলল। 'কম্বাইন প্রেয়ারি দখল করার পর থেকেই এ ধরনের কিছু ঘটার আশঙ্কা করছিলাম। গড!'

'ব্রুসের লাশ সাথে করে নিয়ে এসেছি আমি,' একঘেয়ে গলায় বলল ম্যাট। 'ভালভাবে সৎকারের ব্যবস্থা করতে হবে তোমাকে, ডক। কিন্তু আগে লং ডি-তে যাওয়া দরকার তোমার। আলেকের পায়ের ব্যবস্থা করা জরুরী।'

'ঠিক আছে,' তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে গেল ডাক্তার। 'জাহান্নামে যাক কম্বাইন হ্যান্ড! আগে লং ডি যাব আমি।'

'থ্যাঙ্কস, ডক। কিন্তু কোন কম্বাইন হ্যান্ডের কথা বলছ?'

'ওদের একজন কাঁধে গুলি খেয়েছে,' বলল জেরি।

'গুড! গুলিটা হার্টে লাগলে আরও খুশি হতাম। ব্রুস ভাল মানুষ ছিল। তার এমন মৃত্যু মেনে নেয়া যায় না।'

'কি ঘটেছিল?'

লেজি ওয়াইতে কম্বাইনের হামলার কথা খুলে বলল ম্যাট। ওর বক্তব্য শেষ হতে মাথা ঝাঁকাল শ্যন জেরি। 'নেল টমসন ব্যাটা মরেছে তাহলে? বেশ, বেশ। আরও একটা যন্ত্রণা গেল। কিন্তু এখনও সবটা শেষ হয়নি, ম্যাট।'

'আমি জানি। তাই "সবটা শেষ" করতে নিজেই এসেছি।

ডক, তুমি যাচ্ছ লং ডি-তে?'

'শিওর! এখনই যাচ্ছি আমি।'

লোকটা ব্যস্ত পায়ে বেরিয়ে যেতে বন্ধুর দিকে ফিরল ম্যাট। 'ব্রুসের দেহটা কিছু সময়ের জন্যে তোমার হার্নেস রুমে রাখতে পারব?'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই!'

ভেতরে কেউ ঢুকেছে টের পেয়ে সামনের কাগজপত্র থেকে মুখ তুলল শেরিফ হুগো বার্নেট। স্টুয়ার্টকে দেখে চোখ কোঁচকাল। 'এই চেহারা কেন তোমার? কোন সমস্যা নিয়ে এলে আবার?'

'ভোরের আগে আমার র‍্যাঞ্চ আক্রমণ করেছে সিক্সটি সিক্স,' সংক্ষেপে বলল ও। 'ব্রুস লুকাস মারা গেছে ওদের হাতে, আলেক উইলসন আহত। ও তরফের নেল টমসনসহ আরও একজন মরেছে।'

ভেতরে ভেতরে চরম বিস্মিত হলেও চেহারা স্বাভাবিক রাখল শেরিফ হুগো। হেলান দিয়ে বসে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল যুবকের দিকে। 'আচ্ছা! এতবড় বোকামি ওরা করবে বলে ভাবিনি। ওদের আরও স্মার্ট ভাবতাম আমি। তুমি চাইছ আমি কম্বাইনের পিছু লাগি?'

'সেটা তোমার ইচ্ছে।'

'কথা শুনে মনে হচ্ছে তোমার নিজের কোন মতলব আছে?'

'হয়তো,' শ্রাগ করল ম্যাট।

'টিমস্টার ছিল এরমধ্যে?'

'জানি না। ও তোমার লোক, তোমারই ভাল জানার কথা ওর খবর।'

চুরুট জিভের ডগা দিয়ে ঠেলে মুখের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে নিয়ে এল শেরিফ। 'সেদিন তোমাকে বলেছিলাম না লুইস

কার্লসনের সত্যিকারের খুনীকে খুঁজছি আমি? তাকে পেয়েছি। ম্যাথিউ টিমস্টারই কাজটা করেছে।'

দু'চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠল ম্যাটের। হতভম্ব। 'টিম শিওর?'

'অবশ্যই! কে হুপার স্বীকার করেছে একথা। একজন প্রত্যক্ষদর্শীও পাওয়া গেছে ঘটনার। লোকটাকে এই জন্যেই খুঁজছি আমি। সেদিন বুক থেকে স্টার খুলে নেবার পর আর দেখিনি ওকে।'

'এ মুহূর্তে খুব সম্ভব গোল্ডেন হর্নে আছে টিম,' ম্যাট বলল।

'তুমি দেখেছ?'

মাথা নাড়ল যুবক। 'ওকে দেখিনি। কিন্তু ওর ঘোড়াটাকে হোটেলের রেইলে বাঁধা দেখেছি এখানে আসার পূর্বে।'

'তাই নাকি?' সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল শেরিফ, গান বেল্ট টেনেটুনে ঠিক করে হলে বেরিয়ে এল। রাস্তায় নেমে ম্যাটও পিছু লেগে রয়েছে দেখে ঘুরে তাকাল। 'তুমি কোথায় যাচ্ছ?'

'গোল্ডেন হর্নে,' দৃঢ় কণ্ঠে বলল যুবক।

'আমার মনে হয় তোমার ওখানে না যাওয়াই ভাল। টিমস্টার মাথা মোটা মানুষ, সহজে ধরা দিতে চাইবে না। সমস্যা দেখা দিলে...'

'তুমি টিমস্টারকে অ্যারেস্ট করতে চাও করোগে,' বাধা দিয়ে বলল যুবক। 'আমি যাচ্ছি রজার লোগানের সাথে বোঝাপড়া করতে।'

শ্রাগ করল শেরিফ। ঘুরে হাঁটতে শুরু করল।

মাত্র তিনজন মানুষ রয়েছে গোল্ডেন হর্নে। ডিউক স্পেল, রজার লোগান এবং টিমস্টার। প্রথমজন রয়েছে বারের পেছনে। লোগান এপাশে, হাতে একটা প্রায় শূন্য গ্লাস। ভেতরে তরল পদার্থ

দেখছে সে চোখ কুঁচকে। চিন্তিত। চোখ লাল তার। মুখ শুকনো। দেখলেই বোঝা যায় রাতে ঘুমায়নি।

ম্যাথিউ টিমস্টার পায়চারি করছে বার-রুমের এক মাথা থেকে অন্য মাথা পর্যন্ত। খাঁচায় বন্দী হিংস্র পশুর মত লাগছে লোকটাকে। ঘৃণা, ক্রোধ আর হতাশায় চেহারা কালো। ফুঁসছে।

'ব্যাটাদের বারবার বললাম, এগিয়ে গিয়ে র‍্যাঞ্চহাউস ঘেরাও করে ফেলতে,' রজার লোগান বলল। 'গেল না। ঘেরাও করেছিল ঠিকই, কিন্তু এগিয়ে যেতে সাহস করল না। প্রথম চোটে ম্যাকলিনকে মরতে দেখে সাহস হারিয়ে...' থেমে মাথা ঝাঁকাল লোকটা। 'শুধু নেল আর এড যা একটু...'

সেলুনের টুইন ডোর আচমকা বিস্ফোরিত হতে থমকে গেল লোকটা, মুখ তুলেই শেরিফ হুগো ও ম্যাটকে দেখে সতর্ক হয়ে উঠল ভেতরে ভেতরে। শেরিফ সোজা এগোল টিমস্টারের দিকে, ম্যাট হেলান দিয়ে দাঁড়াল বারের এক মাথায়। এখান থেকে লোগান ও ডিউক, দু'জনকেই সামাল দিতে পারবে সে প্রয়োজনে।

টিমের তিন গজের মধ্যে পৌঁছে থেমে পড়ল শেরিফ, দু'পা সামান্য ফাঁক করে দাঁড়াল। 'টিম, দু'দিন থেকে তোমাকে খুঁজছি আমি।'

'আমাকে খুঁজছ?' বুক চিতিয়ে দাঁড়াল প্রকাণ্ডদেহী লোকটা। 'কেন? আবার ডেপুটি বানাতে চাও? কিন্তু আমি আগ্রহী নই। আবার যদি কখনও ব্যাজ পরি, তো ডেপুটির নয়, শেরিফের ব্যাজই পরব।'

যেন পাগলের প্রলাপ শুনছে, এমনভাবে হেসে উঠল শেরিফ। 'আচ্ছা! তোমারও তাহলে উচ্চাকাঙ্ক্ষা আছে? কিন্তু অনেক করে ফেলেছ, সে সুযোগ এ জনমে অন্তত পাচ্ছ না তুমি। স্টার পরাতে নয়, তোমাকে অ্যারেস্ট করতে এসেছি আমি?'

'অ্যারেস্ট করতে?' মহাবিস্ময়ে চোখ কপালে তুলল [illegible]। 'কেন?'

'লুইস কার্লসনকে হত্যার অপরাধে।'

'পাগল হলে নাকি?' খেঁকিয়ে উঠল টিমস্টার। 'কার্লসনকে [illegible] খুন করেছে, সে তোমার সাথেই রয়েছে। তুমি...'

'দুঃখিত,' মাথা নাড়ল শেরিফ। 'ওই কথায় এখন আর কাজ হবে না। খুনটা যে তুমি করেছ, কে হুপার তা স্বীকার করেছে। তাছাড়া আরও একজন আছে, সে নিজের চোখে ঘটনাটা দেখেছে। ঠাণ্ডা মাথায় কার্লসনকে খুন করেছ তুমি। কাজেই তোমাকে অ্যারেস্ট করতে এসেছি আমি। অস্ত্রটা বের করে দাও।'

বিড়বিড় করে দুর্বোধ্য কি সব বলল লোকটা, চকিতে হাত বাড়াল হোলস্টারের দিকে। চিৎকার করে তাকে সতর্ক করল শেরিফ। 'খবরদার, টিম! গাধা কোথাকার! থামো!' বলতে বলতে ড্র করল।

পরমুহূর্তে দুটো গুলির শব্দে কেঁপে উঠল বাররুম। এক মুহূর্ত আগে পরে হয়েছে গুলি দুটো। এক সেকেন্ডেরও কম সময়ের ব্যবধানে হেরে গেল ম্যাথিউ টিমস্টার। বুলেটের ধাক্কায় বিশাল দেহ নিয়ে আধপাক ঘুরে গেল লোকটা, অনিশ্চিত ভঙ্গিতে দোল খেল কয়েক মুহূর্ত। তারপর গোটা হোটেল কাঁপিয়ে হুড়মুড় করে আছড়ে পড়ল মেঝেতে। প্রায় একই মুহূর্তে পড়ল রজার লোগানও। হুগোর উদ্দেশে ছোঁড়া টিমস্টারের বুলেট সোজা গিয়ে ঢুকেছে তার বুকে।

এমন অভাবনীয় ঘটনা চাক্ষুষ করে হতভম্ব হয়ে পড়ল শেরিফ ও ম্যাট। ওদিকে ডিউক স্পেল স্থির হয়ে গেছে, শূন্য দৃষ্টিতে ওদের দিকে তাকিয়ে আছে সে। একটু পর চোখের মণি নড়ে উঠল লোকটার, বারের ওপর দিয়ে ঝুঁকে চিত হয়ে পড়ে থাকা

রজার লোগানের মুখের দিকে আহম্মকের মত তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। কেঁদে উঠল আচমকা।

'লোগান...লোগান...!'

একটু পর সোজা হলো লোকটা। ভাই হারানোর শোকের সাথে প্রচণ্ড ঘৃণা আর অন্ধ আক্রোশে ভীষণ রকম বিকৃত হয়ে উঠেছে তার কান্নাভেজা চেহারা। পুরোপুরি উন্মাদ হয়ে উঠেছে। আচমকা বারের নিচের এক শেলফ থেকে একটা খাটো ব্যারেলের হেভি ক্যালিবার রিভলভার বের করল লোকটা, ঝট্ করে শেরিফের বুক বরাবর তুলল।

শেরিফ তখনও তাকিয়ে আছে টিমস্টারের মৃত মুখের দিকে। চেহারায় শোকের ছায়া। লোকটাকে সতর্ক করার সময় পেরিয়ে গেছে বুঝতে পেরে সময়মত ড্র করল ম্যাট। গুলির শব্দে আবার কেঁপে উঠল গোল্ডেন হর্নের বার-রূম। এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকল ডিউক স্পেল, তারপর অদৃশ্য হয়ে গেল বারের ওপাশে।

গোল্ডেন হর্নে গোলাগুলির ঘটনায় সাড়া পড়ে গেল শহরে। অল্পক্ষণের মধ্যে উৎসুক মানুষের ভিড় লেগে গেল সামনে। শ্যন জেরি, রন জনসন, বিলসহ অনেকেই আছে তার মধ্যে।

সবার শেষে এল জাজ হেনরি। মৃতদেহগুলোর ওপর চোখ বুলিয়ে স্বভাবসুলভ মেঘ ডাকার মত কণ্ঠে ঘটনার ব্যাখ্যা দাবি করল। খুলে বলল শেরিফ হুগো বার্নেট। তার বলা শেষ হতে মাথা ঝাঁকিয়ে আরেকবার লাশগুলো দেখল জাজ, তারপর বেরিয়ে গেল নীরবে।

সন্ধের একটু আগে র‍্যাঞ্চে ফিরল ম্যাট। র‍্যাঞ্চহাউসের সামনে স্মিথ রেমনকে দেখে একটু অবাক হলো।

'সেই কখন থেকে বসে আছি,' বলে উঠল লোকটা। 'আমি তো ধরেই নিয়েছিলাম তুমি আর ফিরছ না। চলো, আমার সাথে

লং ডি যেতে হবে তোমাকে।'

'তার কোন প্রয়োজন নেই। আমি একাই...'

'নিশ্চয় প্রয়োজন আছে। আমি আর টেক কাল তোমার র‍্যাঞ্চ গোছগাছ করে দেব। তারপর এসে থেকো তুমি। এখন চলো।'

'কিন্তু...'

'কোন কিন্তু নেই। রুবির হুকুম, তোমাকে আমার সাথে যেতে হবে। ব্যস, যেতে হবে। চলো, চলো!'

হাসি ফুটল ম্যাট স্টুয়ার্টের মুখে।

***

আলোচনা

এই বিভাগে রহস্য সংক্রান্ত বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্য, মজার আলোচনা, মতামত, কোন রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা, বিশেষ ব্যক্তিগত অনুভূতি বা সমস্যা, সুরুচিপূর্ণ কৌতুক ইত্যাদি লিখে পাঠাতে পারেন।
বক্তব্য সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কাগজের একপিঠে লিখবেন। নিজের পূর্ণ ঠিকানা দিতে ভুলবেন না। খাম বা পোস্ট কার্ডের উপর 'আলোচনা বিভাগ' লিখবেন।
আলোচনা ছাপা না হলে জানবেন স্থান সংকুলান হয়নি, মনোনীত হয়নি, বা বিষয়বস্তু পুরানো হয়ে গেছে। দয়া করে তাগাদা বা অনুযোগ করে চিঠি লিখবেন না। —কা. আ. হোসেন।

এস. এম. রাসেল,
গ্রাম–উত্তর খৈকড়া, ডাক–বক্তারপুর, কালীগঞ্জ, গাজীপুর।
সেবা'র সাথে আমার পরিচয় মাত্র দু'বছরের। কিন্তু এরই মধ্যে আমি 'ওয়েস্টার্ন'-কে প্রচণ্ড ভালবেসে ফেলেছি। এ পর্যন্ত আমি ১২০টির মত বই পড়ে ফেলেছি। এরফান ও বেননকে আমার ভাল লাগে। কাজি মাহবুব ভাইয়ের কাছে আমার অনুরোধ, এরফানকে আবার ফিরিয়ে আনুন। আমার কাছের বুকস্টলগুলোতে এখন আর পুরনো বই পাই না। আচ্ছা, আমি গ্রাহক হলে কি কোনও উপায়ে নতুন বইয়ের সাথে পুরনো বইও পাব? 'শেষ জংসন' কাহিনীর জন্য লেখক, প্রচ্ছদের জন্য বিপ্লব ভাই এবং সব শেষে প্রকাশের জন্য কাজীদাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। একটা পুস্তকতালিকা···

* আপনার অনুরোধ কাজি মাহবুব ভাইকে জানিয়ে দিলাম। আশা করি তিনি যত শীঘ্র সম্ভব এরফানকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করবেন। ···আপনার পুস্তকতালিকা এতদিনে পেয়ে গেছেন নিশ্চয়ই। ···গ্রাহক হলে নতুন/পুরনো যে বই চাইবেন তাই পাবেন। ···চিঠির জন্য অনেক ধন্যবাদ।

মোঃ খুরশীদ আলম চন্দন
তালতলা, আকুর-টাকুর পাড়া, টাঙ্গাইল।
প্রথমেই সেবার সকল লেখক এবং ভক্তদের প্রতি আমার অশেষ ভালবাসা ও শুভেচ্ছা। আমি প্রথমেই ধন্যবাদ জানাব মায়মুরদাকে, তাঁর 'শয়তানের আখড়া' বইটি সত্যিই খুব ভাল লেগেছে। আশা করি মাহবুব ভাইয়ের 'অন্বেষা' বইটিও ভাল হবে। এখন ওটা পড়ব।
ব্যাপার কি, নঈম ভাই অত্যন্ত চমৎকার কয়েকটি ওয়েস্টার্ন আমাদের উপহার দিয়ে লেখা বন্ধ করলেন নাকি? যদি তা না করেন, তবে তাঁর আগামী ওয়েস্টার্নের নাম কি?
আর একটি প্রশ্ন, আপনাদের মধ্যে মাহবুব ভাই ব্যতিক্রম নাকি? আর সবার নামে 'কাজী' বানান পেলেও ওঁর নামে আমরা বানান পাই এই ভাবে–'কাজি'।

* নিজ নামের বানান যা খুশি লেখা যায়–যার যেমন পছন্দ। ...গোলাম মওলা নঈম নিশ্চয়ই আপনার তাগিদ পেয়ে শীঘ্রিই লিখে ফেলবেন একটা ওয়েস্টার্ন। পাণ্ডুলিপি হাতে পেলে নাম জানাতে পারব। ...অন্বেষা তো বেরিয়ে গেছে কবেই। কেমন লাগল জানাবেন। ···কাজী মায়মুর হোসেনকে আপনার ভাল লাগার কথা জানিয়ে দিলাম।

আশরাফুল আলম
পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ, সরকারী তিতুমীর কলেজ, ঢাকা।
একনজরে ২০০১ সালের প্রকাশিত সেবা'র ওয়েস্টার্নগুলো:
সর্বমোট প্রকাশিত ওয়েস্টার্ন: ১০টি [ভলিউম বাদে]
সর্বাধিক ওয়েস্টার্ন বই লেখক: কাজী মায়মুর হোসেন ৬টি
সেরা ওয়েস্টার্ন বই: শয়তানের আখড়া/কাজী মায়মুর হোসেন
সুন্দর প্রচ্ছদ: 'প্রতিজ্ঞা' বইটির
সর্বাধিক বইয়ের প্রচ্ছদ শিল্পী: রনবীর আহমেদ বিপ্লব ৯টি
সেরা ওয়েস্টার্ন লেখক: কাজি মাহবুব হোসেন [ওয়েস্টার্ন গুরু]
সেরা প্রচ্ছদ শিল্পী: টিপু কিবরিয়া।
কাজীদা, রহস্যপত্রিকা মারফত জানতে পারলাম নতুন লেখক সুস্ময় আচার্য সুমন-এর নতুন ওয়েস্টার্ন 'অপবাদ' প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। আশা করি বইটি ভাল হবে। সুমনদাকে বলবেন বইটির জন্য যেন তাঁকে অপবাদ সইতে না হয়। আর কাজীদা, বইটির প্রচ্ছদে নায়িকার ছবি চাই। যেমনটি আপনার রানা বইয়ে থাকে। শেষে আকর্ষণীয় প্রচ্ছদ ও জমজমাট কাহিনীসমৃদ্ধ 'অপবাদ' বইয়ের অপেক্ষায় থেকে বিদায় নিচ্ছি। সেবা'র সবার প্রতি রইল নতুন বছরের প্রাণঢালা শুভেচ্ছা।

* আমাদের সবার শুভেচ্ছা জানবেন। আশা করি 'অপবাদ' বইটি আপনার ভাল লাগবে। আপনি তো জানেনই: নতুন, ভাল লেখককে পাঠকসমাজে তুলে ধরায় সেবা'র জুড়ি নেই।

আমার কিছু কথা

আমার একটা স্বপ্নের বাস্তবায়ন হলো এই ওয়েবসাইটের মধ্য দিয়ে। ছোটবেলা থেকেই আমার বইপড়া অভ্যাস। আমার পড়া প্রথম উপন্যাস শ্রী শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পথের দাবী',তখন আমি প্রাথমিক বিদ্যালয়েও ভর্তি হইনি।তারপর থেকে প্রায় ২০ বছর ধরে অসংখ্য বই আমি পড়েছি,সংগ্রহের ইচ্ছা থাকলেও আর্থিক অবস্থা আমাকে সেই সুযোগ দেয় নি। ইন্টারনেটের সাথে পরিচিত হওয়ার পর থেকেই আমি বাংলা বই ডাউনলোডের সুযোগ খুঁজতাম,কিন্তু এক মূর্চ্ছনা ছাড়া আর তেমন কোন সাইট আমি পাইনি। মূর্চ্ছনাতেও নিয়মিত বই আপডেট হয়না বলে আমি নিজেই আমার অতিক্ষুদ্র সামর্থ্যের (এতই ক্ষুদ্র যে গ্রামীনের ইন্টারনেট চার্জ টা আমাকে টিউশনি করে জোগাড় করতে হয়।

তবু আমি আমার চেষ্টা অব্যাহত রাখব, নতুন পুরাতন সমস্ত (বিশেষ করে পশ্চিমবাংলার লেখকদের বই) লেখাই আমি এখানে দেওয়ার আশা রাখি।

আপনাদের কাছে একটা ছোট্ট অনুরোধ, আমাকে একটু সাহায্য করুন,তবে টাকা দিয়ে নয়। আমার এই ওয়েবসাইটে কিছু Google এর বিজ্ঞাপন আছে,যে কোনো একটা বিজ্ঞাপন মাসে একবার (হ্যাঁ,মাসে একবারই,তার বেশী নয়) যদি একটু ১০ মিনিট ব্রাউজ করেন,তাহলে আমি একটু উপকৃত হই। আপনাদের পছন্দের বইগুলো যদি ডাউনলোড চান তাহলে মেসেজবক্সে আমাকে মেসেজ দেবেন। আমি চেষ্টা করব বইটা দেওয়ার। যদি সফটওয়্যার দরকার হয়,তাহলে যান http://www.download-at-now.blogspot.com/ এই ঠিকানায়। সব সফটওয়্যার সিরিয়াল/ক্রাক/কিজেন যুক্ত। কোন সফটওয়্যার তৈরী করার দরকার হলেও আমাকে বলতে পারেন,আমি একজন সফটওয়্যার ডেভেলপার।

মোবাইল: ০১৭৩৪৫৫৫৫৪১
ইমেইল: ayan.00.84@gmail.com